শ্রীভক্তিপারিজাতঃ।

শ্রীভক্তিপারিজাতোঽয়ং শাস্ত্রার্ণব-সমুত্থিতং।
ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পিতম্॥

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

আহ্নিক-সূচী

১। শ্রীবাসুদেবাষ্টকম্।

নমোঽস্তু নারায়ণ কৃষ্ণচন্দ্র নমোঽস্তু নারায়ণ রাঘবেন্দ্র। নমোঽস্তু নারায়ণ মুক্তিহেতো নারায়ণায়ৈব নমো নমোঽস্তু ॥১॥ বাসুদেবায় বন্দ্যায় বরদায় বরাত্মনে। অভয়-বর-হস্তায় বরায় বররূপিণে ॥২॥ সর্ব্বারিষ্ট-বিনাশায় সর্ব্বসম্পৎ-করায় চ। সর্ব্বদুঃখ-প্রশান্তায় সর্ব্ব-

---

হে কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার। হে রাঘবেন্দ্র নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার। হে মুক্তিদাতা নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ তোমাকে নমস্কার ॥১॥ তুমি বাসুদেব তুমি বন্দনীয়, বরদানকারী ও পরমাত্মা। অভয় ও বর তোমার হস্তে (বিরাজ করিতেছে)। তুমিই শ্রেষ্ঠ ও বাঞ্ছা পূর্ণ করাই তোমার প্রকৃতি। (তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার) [নমো নমঃ] ॥২॥ তুমিই সকল অমঙ্গল [অরিষ্ট] বিনাশ কর, সকল সম্পদ দান কর, সকল দুঃখ

সৌভাগ্য-দায়িনে ॥৩॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রদাত্রে চ সর্ব্বকার্য্য-বিধায়িনে। সর্ব্বজ্বর-বিনাশায় সর্ব্বরোগাপহারিণে।৪॥ শত্রুঘ্নায় অবিঘ্নায় বিঘ্নকোটি-হরায় চ। রক্ষোঘ্নায় তমোঘ্নায় ভূতঘ্নায় নমোনমঃ ॥৫॥ অনাদিস্ত্বমন-ন্তস্ত্ব-মভূতো ভূত-বিগ্রহঃ। স্তুতিস্তুত্য-স্তবপ্রীতঃ স্তোতা নেতা

শান্তি কর ও সকল সৌভাগ্য প্রদান কর। (তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার) [নমো নমঃ] ॥৩॥ তুমি সকল ঐশ্বর্য্য প্রদান কর, সকল কার্য্যই সফল কর, সকল জ্বর বিনাশ কর, সকল রোগ অপহরণ কর। (তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার) [নমোনমঃ] ॥৪॥ তুমি শত্রুগণকে নাশ কর, কাহারও বিঘ্ন কর না ও কোটি কোটি বিঘ্ন হরণ কর। তুমি রক্ষোগণকে নাশ কর, অন্ধকার (অর্থাৎ অজ্ঞান) দূর কর, ও ভূতগণকে বিনাশ কর। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৫॥ তোমার আদি নাই। তোমার অন্ত নাই। তোমার জন্ম নাই। (অথচ) জগতে যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে সকল তোমার মূর্ত্তি (বিগ্রহ)। তুমিই স্তুতি দ্বারা স্তুত হও (অর্থাৎ তোমারই স্তব করা হয়)। স্তবদ্বারা, তুমিই প্রীত

(বিগ্রহ)। তুমিই স্তুতি দ্বারা স্তুত হও (অর্থাৎ তোমারই স্তব করা হয়)। স্তবকারী, তুমিই প্রীত

নিয়ামকঃ ॥৬॥ ত্বং গতিস্ত্বং মতি-র্মহ্যং পিতা মাতা গুরুঃ সখা। সুহৃদশ্চাত্মরূপ-স্ত্বং ত্বাং বিনা নাস্তি মে গতিঃ ॥৭॥ নমস্তে দেব-দেবেশ নমস্তে মধুসূদন। নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে দুরিতক্ষয় ॥৮॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি চ সদা স্মরন্। পুমান্ ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিং চ বিন্দতি ॥৯॥

হও। (অথচ) তুমিই স্তোতা (অর্থাৎ নিজেই নিজের স্তব কর)। তুমি নেতা ও শাসন-কর্ত্তা ॥৬॥ তুমিই আমার [মহ্যং] গতি। তুমি আমার [মহ্যং] বুদ্ধি। তুমিই আমার পিতা, মাতা, গুরু, সখা, বন্ধু ও আত্মীয় [আত্মরূপ] একাধারে। তোমা ছাড়া আমার গতি নাই ॥৭॥ হে দেবশ্রেষ্ঠ-গণেরও দেবতা তোমাকে নমস্কার। হে মধুসূদন, তোমাকে নমস্কার। হে কমললোচন, তোমাকে নমস্কার। হে পাপক্ষয়-কারিন্, তোমাকে নমস্কার ॥৮॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম সর্ব্বদা স্মরণ করিল মনুষ্য [পুমান্] পাপে লিপ্ত হয় না, (অর্থাৎ পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না) ও সে ব্যক্তি (ইহ জগতে) সর্ব্বপ্রকার সুখ ও (পরিণামে) মুক্তি লাভ করে ॥৯॥

২। প্রবোধ-পঞ্চকম্।

শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং যশ-শ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্! হরেঃ পাদপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।।১।। কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি-মানং গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বং এতদ্ধিজাতম্। গুরোঃ পাদপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।।২।। ষড়ঙ্গাদি-বেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা অগাধ-

---

(নিজ) শরীর সুন্দর সেইরূপ [তথা] স্ত্রী সুন্দরী। যশ মনোহর ও বিচিত্র। ধন সুমেরু পর্ব্বততুল্য। (এই সকল থাকিলেও) যদি [চেৎ] শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে মন লগ্ন না হইল, তবে আর হ'ল কি হ'ল কি, হ'ল কি হ'ল কি?।।১।। স্ত্রী, ধন, পুত্র, পৌত্রাদি, সম্মান, গৃহ, বন্ধুবান্ধবগণ এই সকলই থাকিয়া যদি শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে মন লগ্ন না হইল, তবে আর হ'ল কি, হ'ল কি, হ'ল কি?।।২।। ষড়ঙ্গাদি বেদ ও শাস্ত্রবিদ্যা মুখে মুখে থাকুক, কবিতাদিযুক্ত অগাধ পাণ্ডিত্যও যদি থাকে যদি সাধুগণের

ষড়ঙ্গাদি বেদ ও শাস্ত্রবিদ্যা মুখে মুখে থাকুক, কবিতাদিযুক্ত অগাধ পাণ্ডিত্যও যদি থাকে যদি সাধুগণের

পাণ্ডিত্য-কবিত্বযুক্তঃ। সতাং পাদপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৩॥ বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ সদাচার-বৃত্তেষু সদা চাগ্রগণ্যঃ। সতাং পাদপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৪॥ মহীমণ্ডলে রাজরাজাধি-রাজৈ-র্নিষেবিতং শীর্ষ্ণি যস্য পাদারবিন্দম্। সতাং পাদপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৫॥

শ্রীপাদপদ্মে মন লগ্ন না হইল, তবে আর হ'ল কি হ'ল কি হ'ল কি? ॥৩॥ বিদেশে মান্য স্বদেশে ধন্য, সদাচার ও সংস্বভাব বিষয়ে অদ্বিতীয় [আমার ন্যায় দ্বিতীয় কেহ নাই] (তথাপি) সাধুগণের শ্রীপাদপদ্মে যদি মন লগ্ন না হইল তবে আর হ'ল কি হ'ল কি হ'ল কি? ॥৪॥ সমগ্র পৃথিবীতে রাজরাজেশ্বরগণও যাঁহার চরণকমল সর্ব্বদা সেবা করেন, সাধুগণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার মন যদি লগ্ন না হইল, তাহা হইলে আর হ'ল কি, হ'ল কি, হ'ল কি ॥৫॥

৩। প্রপত্তিঃ স্মরণম্।

কৃষ্ণ কৃষ্ণা-প্রমেয়াত্মন্ প্রপন্নভয়ভঞ্জন। বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতা পৃথগ্ধিয়ঃ ॥১॥ নারায়ণ দয়াসিন্ধো বাৎসল্য-গুণসাগর। এনং রক্ষ জগন্নাথ বহুজন্মাপরাধিনম্ ॥২॥ নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্ত্তি-হরাব্যয়। প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্ব্বিঘ্নান্ ঘোরসংসৃতেঃ ॥৩॥

হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে অপ্রেময়াত্মন্ (যাঁহার স্বরূপ জানা যায় না) হে শরণাগত [প্রপন্ন] জনের ভয়হারিন্। আমরা তোমার শরণ লইলাম। (যেহেতু) আমরা ভেদ [পৃথক] বুদ্ধিশালী (অতএব সংসার (ভয়ে) ভীত।।১।। হে নারায়ণ, দয়াসাগর, হে বাৎসল্যগুণের সাগর (অর্থাৎ তুমি পাপীর প্রতিই অধিক দয়া করিয়া থাক), হে জগন্নাথ এইটাকে (অর্থাৎ এই অধমকে) [এনং] রক্ষা কর। (আমি) বহু জন্মান্তরের অপরাধী॥ হে দেবশ্রেষ্ঠগণের দেবতা, হে শরণাগতজনের ক্লেশনাশন [আর্ত্তিহর], হে অব্যয়, তোমাকে নমস্কার। আমরা ঘোর সংসার [সংসৃতিঃ] (ভয়ে) অভিভূত [নির্ব্বিঘ্ন] অতএব তোমার শ্রীচরণে শরণাগত। হে কৃষ্ণ আমাদিগকে [নঃ] রক্ষা কর [পাহি] ॥৩॥

[শিবস্য] অতএব তোমার শ্রীচরণে শরণাগত। হে কৃষ্ণ আমাদিগকে [নঃ] রক্ষা কর [পাহি] ॥৩॥

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্ন-মভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৪॥ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য-বচসা যদগাদরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত-মন্বধাবদ্ বন্দে মহা-পুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৫॥ ক-কারাদ্ভীতি-মাপন্না যমদূতা ভবন্তি

(যে শ্রীচরণকমল) সদা ধ্যানের যোগ্য, সদা পরিভব নাশ করে, (সদা) অভীষ্টপূর্ণ করে, তীর্থ সকলকে পবিত্র করে, শিব ও ব্রহ্মা (যাঁহার) স্তব করেন [নুতং] (সদা জীবমাত্রেরই) আশ্রয়স্থল, (সদা) দাসগণের দুঃখহারী। ভব সমুদ্রের নৌকা স্বরূপ [ভবাব্ধি-পোতং] হে প্রণতজনের পালনকারী হে মহাপুরুষ তোমার (সেই) শ্রীচরণারবিন্দ সদা বন্দনা করি ॥৪॥ হে ধর্ম্মিষ্ঠ হে মহাপুরুষ তোমার শ্রীচরনারবিন্দ বন্দনা করি। সুদুস্ত্যজ (যাহা ত্যাগ করা সুকঠিন হইতে সুকঠিন) দেববাঞ্ছিত রাজ্যলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া [ত্যক্ত্বা] পিতৃবাক্যে [আর্য্য বচসা] বনে গমন করিয়াছিলেন (ও) প্রিয়ার অভিলষিত [দয়িতেপ্সিত] মায়ামৃগের পশ্চাৎ ধাবন করিয়াছিলেন তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥৫॥ 'ক'-কার হইতে (অর্থাৎ ক-কার উচ্চারণ করিলে) যমদূত সকল পরম ভীত হয়। 'খ'-কার

হি। ঋ-কারাৎ পাতকানি স্যুঃ পলায়ন-পরাণি চ ॥ ষ-কারোচ্চারণাৎ সর্ব্বে ভূতরাক্ষস-পন্নগাঃ। বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ ণ-কারাৎ রোগরাশয়ঃ ॥ অ-কারাৎ সর্ব্বতঃ শান্তি-রেষ কল্পদ্রুমঃ প্রভুঃ ॥৬॥ শ্রীরামচন্দ্র-চরণৌ মনসা স্মরামি। শ্রীরামচন্দ্র-চরণৌ বচসা গৃণামি ॥ শ্রীরামচন্দ্র-চরণৌ শিরসা নমামি। শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শরণং প্রপদ্যে ॥৭॥ মাতা রামো

উচ্চারণে পাপসকল পলায়ন করিতে ব্যস্ত। 'ষ'-কার উচ্চারণ করিলেই ভূত রাক্ষস ও সর্পাদি (পন্নগ) সকল ভীত হইয়া পলায়ন করে। 'অ'-কার উচ্চারণে সদা, সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে শান্তি (লাভ হয়); কৃষ্ণ এই (প্রকার) বাঞ্ছা-কল্পতরু [কল্পদ্রুমঃ] প্রভু ॥৬॥ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণযুগল মনে মনে স্মরণ করি। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণযুগল বাক্যের দ্বারাও গুণকীর্ত্তন করি। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ-যুগলে মস্তকের দ্বারা নমস্কার করি। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ-যুগলে একান্ত শরণ লই ॥৭॥ শ্রীরামচন্দ্র (আমার) মাতা, শ্রীরামচন্দ্র আমার পিতা, (আমার) স্বামী শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র

মৎপিতা রামচন্দ্রঃ। স্বামী রামো মৎসখা রামচন্দ্রঃ। সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালু-র্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে ॥৮॥ লোকাভিরামং রণরঙ্গধীরং রাজীবনেত্রং রঘুবংশনাথম্। কারুণ্যরূপং করুণাকরং তং শ্রীরামচন্দ্রং শরণং প্রপদ্যে ॥৯॥ আপদা-মপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্ব-সম্পদাম্। লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥১০॥ ভর্জ্জনং

আমার সখা, দয়ালু শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্ব। তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানি না, কখনই জানি না, জানিবও না ॥৮॥ জগতের আনন্দদায়ক [অভিরাম], রণস্থলে ধীর, কমল লোচন, রঘুবংশের তিলক, দয়ার অবতার, দয়া করাই যাঁহার একমাত্র কার্য্য, সেই রামচন্দ্রের একান্ত শরণ লইলাম ॥৯॥ সকল বিপদ নাশ কর্ত্তা, সকল সম্পদের দাতা, লোকের আনন্দদায়ক, শ্রীরামচন্দ্রকে বারংবার প্রণাম করিতেছি ॥১০॥ 'রাম' বলিয়া গর্জ্জন করিলে (অর্থাৎ বিশ্বাস সহকারে পুনঃ পুনঃ রাম নাম বলিলে) ভব-বীজ [সংসার বৃক্ষের বীজ] ভর্জ্জিত [ভাজা] হয়।

ভববীজানা-মর্জ্জনং সুখসম্পদাম্। তর্জ্জনং যমদূতানাং রামরামেতি গর্জ্জনম্ ॥১১॥ রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনাম-তত্তুল্যং রাম-নাম বরাননে ॥১২॥ আরামঃ কল্পবৃক্ষাণাং বিরামঃ সকলা-পদাম্। অভিরাম-স্ত্রিলোকাণাং রামঃ শ্রীমান্ স নং প্রভুঃ ॥১৩॥ নতাঃ স্ম তে নাথ সদাংঘ্রি পঙ্কজম্। বিরিঞ্চি-বৈরিঞ্চ্য-সুরেন্দ্র-বন্দিতম্ ॥ পরায়ণং

(অর্থাৎ যেমন ধান্যাদির বীজ ভাজিয়া লইলে তাহা হইতে পুনরায় ধান হয় না, সেইরূপ রাম রাম বলিয়া গর্জ্জন করিলে আর পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না), সকল সুখ সম্পত্তি লাভ (অর্জ্জিত) হয়, ও যমদূত সকল ভয়ে পলায়ন করে ॥১১॥ রাম রাম রাম (স্মরণ করিয়া মহাদেব বলিলেন) অয়ি রমে, রামে মনোরমে বরাননে একবার রাম নাম (বিষ্ণুর) সহস্র নাম তুল্য ॥১২॥ শ্রীরামচন্দ্রই [রামঃ শ্রীমান্] সকল কল্পবৃক্ষের আরাম স্থল; সকল বিপদের বিশ্রাম স্থল ও ত্রিজগতের আনন্দ দাতা। তিনিই আমাদের প্রভু ॥১৩॥ হে নাথ তোমার শ্রীচরণ-কমলে [অঙ্ঘ্রি পঙ্কজম্] আমরা সর্ব্বদা [সদা] প্রণাম

আমাদের প্রভু ॥১৩॥ হে নাথ তোমার শ্রীচরণ-কমলে [আঙ্ঘ্রি পঙ্কজম্] আমরা সর্ব্বদা [সদা] প্রণাম

ক্ষেম-মিহেচ্ছতাং পরম্। ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ ॥১৪॥
ভবায় ন-স্ত্বং ভব-বিশ্বভাবন। ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা। ত্বং
সদ্গুরু-র্নঃ পরমং চ দৈবতম্। যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥১৫॥
যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুত তীর্থপাদ। তীর্থশ্রবঃ শ্রবণ-মঙ্গল-নামধেয় ॥
আপন্ন-লোক-বৃজিনোপ-শমোদয়াদ্য। শং নঃ কৃধীশ ভগবন্নসি দীননাথঃ

করি [নতাঃ স্ম] (যাহা) ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুত্র (নারদাদি) [বৈরিঞ্চ্য] ও দেবশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক বন্দিত—তথা ইহকালে (ইহ) কল্যাণকামী [ক্ষেম ইচ্ছতাং] ব্যক্তিগণের পরম পরায়ণ (একমাত্র আশ্রয়), যেখানে সকলের প্রভু [পরঃ প্রভুঃ] কালও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ॥১৪॥ হে বিশ্বভাবন, তুমি আমাদের কল্যাণ কর [ভবায় ভব]। তুমিই মাতা ও সুহৃৎ পতি (ও) পিতা। তুমি আমাদের সদ্গুরু ও পরম দেবতা। তোমার [যস্য = যাঁহার] অনুবর্ত্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হই ॥১৫॥ হে যজ্ঞেশ্বর, হে যজ্ঞপুরুষ, হে অচ্যুত (যাঁহার দয়ার চ্যুতি নাই), হে তীর্থপাদ [যাঁহার শ্রীপদে সকল তীর্থ আছে] হে তীর্থশ্রব (যাঁহার নাম ও গুণ শ্রবণ করিলে তীর্থসেবার ফল মিলে), হে শ্রবণ-

॥১৬॥ যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণম্। যদ্‌বন্দনং যচ্ছ্রবণম্ যদর্হণম্॥ লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষম্। তস্মৈ সুভদ্র-শ্রবসে নমোনমঃ॥১৭॥ তপস্বিনো দানপরাঃ যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্র-শ্রবসে নমোনমঃ ॥১৮॥ শ্রিয়ঃপতি-

---

মঙ্গল-নামধারিন্ (যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে মঙ্গল হয়), হে শরণাগত [আপন্ন] জনের [লোক] দুঃখ ও পাপ [বৃজিন] উপশম-কারিন্, হে আন্ধ, (তুমি) আমাদের মঙ্গল (শং) কর [কৃধি], হে ঈশ, হে ভগবান্, তুমি (হি) দীননাথ ॥১৬॥ যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার সম্যক্ দর্শন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার (নাম) শ্রবণ, যাঁহার অর্চ্চনা—লোকের পাপকে তৎক্ষণাৎ (অর্থাৎ কীর্ত্তনাদির সমকালেই) বিদূরিত করে, সেই সুভদ্রশ্রবাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। (ভগবানের গুণগান শ্রবণে লোকের পরম কল্যাণ হয় এই জন্য তাঁহাকে সুভদ্রশ্রবা কহে। সুভদ্র = পরম কল্যাণ) ॥১৭॥ তপস্বিগণ, দানপরায়ণগণ যশস্বিগণ, মনস্বিগণ, মন্ত্রবিদ্‌গণ, ও মঙ্গলময় ব্যক্তিগণ যাঁহাকে অর্পণ না করিলে [বিনা যদর্পণং] কল্যাণ [উপশমোদয়াত্তঃ = উপশমের উদয় যাহা হইতে] [ক্ষেমং] লাভ করিতে পারেন না সেই সুভদ্রশ্রবাকে

[উপশমোদয়াত্তঃ = উপশমের উদয় যাহা হইতে] [ক্ষেমং] লাভ করিতে পারেন না সেই সুভদ্রশ্রবাকে

যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-র্ধিয়াংপতি-র্লোকপতি-র্ধরাপতিঃ। পতির্গতি-শ্চান্ধক-বৃষ্ণি-সাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥১৯॥ প্রাতঃ শ্রয়ে শ্রুতিনুতাং রঘুনাথমূর্ত্তিং নীলাম্বুজোৎপল-সিতেতর-পদ্মনীলাম্। আমুক্ত-মৌক্তিক-বিশেষ-বিভূষণাঢ্যাং ধ্যেয়াং সমস্ত-মুনিভি-র্জনমুক্তি-হেতুম্ ॥২০॥ রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং

ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার ॥১৮॥ মা লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞের পতি, প্রজাদিগের পতি, বুদ্ধির পতি, লোকদিগের পতি, পৃথিবীর পতি, (তথা) অন্ধক বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের পতি ও গতি সেই সাধুদিগের পতি [সতাং পতিঃ] ভগবান্ আমার প্রতি [মে] প্রসন্ন হউন ॥১৯॥ প্রভাতে শ্রীরঘুনাথ মূর্ত্তির শরণ লই। যে মূর্ত্তির স্তবগানে বেদ নিযুক্ত [শ্রুতিনুতাং], যাঁহার রূপ নীলোৎপল-সদৃশশ্যাম, যে মূর্ত্তি মণি-মুক্তাদি বিশেষ আভরণের দ্বারা বিভূষিত ও সমস্ত মুনিগণ যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন ও যাহা সংসারী জীবের [জন] মুক্তিহেতু ॥২০॥ শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি [বন্দে]। লক্ষ্মণের অগ্রজ, রঘুকুল-শ্রেষ্ঠ সীতাপতি, সুন্দর,

সুন্দরম্। কাকুৎস্থং করুণার্ণবং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্। রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিম্। বন্দে লোকাভি-রামং রঘুকুল-তিলকং রাঘবং রাবণারিম্ ॥২১॥ মনোজবং মারুততুল্য-বেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্। বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শরণং প্রপদ্যে ॥২২॥ কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরা-ক্ষরম্। আরুহ্য কবিতা-শাখাং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলম্ ॥২৩॥

কাকুৎস্থ, করুণাসাগর, গুণনিধি, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ধার্ম্মিক, রাজ-চক্রবর্ত্তী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, দশরথতনয়, দূর্ব্বাদলশ্যাম, প্রশান্তমূর্ত্তি, সর্ব্বলোকপ্রিয়, রঘুবংশতিলক, রাঘব (ও) রাবণান্তকারী ॥২১॥ মনের ন্যায় (অতি শীঘ্র) গমনশীল, পবনতুল্য বেগবান্, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ, পবন-নন্দন, বানর-সেনানীর অগ্রগণ্য, শ্রীরামচন্দ্রের দূতের (শ্রীরাম) একান্ত শরণ লই ॥২২॥ কবিতাশাখায় আরোহণ করিয়া যিনি মধুর ভাবে [মধুরং] ও সুললিত পদ-সংবলিত [মধুরাক্ষরং] রাম রাম গান করিয়াছেন, সেই বাল্মীকি-কোকিলকে বন্দনা করি ॥২৩॥ প্রভাতে সংসার-ভয়রূপ মহতী পীড়ার শান্তির নিমিত্ত নারায়ণকে স্মরণ করি। (যিনি) গরুড়-

করি ॥২৩॥ প্রভাতে সংসার-ভয়রূপ মহতী পীড়ার শান্তির নিমিত্ত নারায়ণকে স্মরণ করি। (যিনি) গরুড়-

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতি-মহার্ত্তি-শান্ত্যৈ নারায়ণম্ গরুড়-বাহন-মব্জ-নাভম্। গ্রাহাভিভূত-বরবারণ-মুক্তিহেতুং চক্রায়ুধং তরুণ-বারিজ-পত্র-নেত্রম্ ॥২৪॥ প্রাতর্নমামি মনসা বচসা চ মূর্দ্ধ্না, পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ। নারায়ণস্য নরকার্ণবতারণস্য পারায়ণ-প্রবণ-বিপ্র-পরায়ণস্য ॥২৫॥ প্রাতর্ভজামি ভজতা-মভয়ঙ্করং তং প্রাক্-সর্ব্বজন্ম-কৃত-

---

বাহন, পদ্মনাভ, কুমীরের [গ্রাহ] আক্রমণে অভিভূত গজেন্দ্রের [বর বারণ] মুক্তি-দাতা, চক্রধারী (ও) সদ্যঃপ্রস্ফুটিত [তরুণ] পদ্মপত্রতুল্য-নয়ন শোভিত ॥২৪॥ প্রভাতে মন বাক্য ও মস্তকের দ্বারা পরম পুরুষের শ্রীচরণকমলদ্বয়কে নমস্কার করি। (যিনি) নারায়ণ, নরকরূপ মহাসাগরের পারকর্ত্তা ও ভবপারে যাইবার জন্য [পারায়ণ] উৎসুক [প্রবণ] বিপ্রগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল [পরায়ণ] ॥২৫॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল জন্মকৃত পাপভয় দূর করিবার জন্য [প্রাক্ সর্ব্ব জন্ম-কৃত-পাপভয়াপহত্যৈ] প্রভাতে ভক্তের অভয়দাতা সেই (পরমপুরুষের) ভজনা করি। (যিনি) শঙ্খচক্র ধারণ করিয়া [ধৃতশঙ্খচক্র] কুম্ভীর

ভয়াপহত্যৈ। যো গ্রাহ-বক্ত্র-পতিতাংঘ্রি-গজেন্দ্র-ঘোর-শোক প্রণাশনকরো ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥২৬॥ সমুদ্রবসনে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে। বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥২৭॥

কর্ত্তৃক গ্রস্তচরণ [বক্ত্র পতিতাঙ্ঘ্রি] গজেন্দ্রের ঘোর শোক সম্পূর্ণ নাশ করিয়াছিলেন (অতএব সংসাররূপ গ্রহগ্রস্ত আমারও সংসার ভয় নাশ করিবেন) ॥২৬। হে দেবি ; সমুদ্র তোমার বসন ও পর্ব্বত তোমার স্তনমণ্ডল, তুমি বিষ্ণুর পত্নী, তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার পাদস্পর্শ ক্ষমা কর ॥২৭॥

৬। শরণাগতিঃ।

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে। অকিঞ্চনো-ঽনন্যগতিঃ শরণ্য ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥১॥ অনাথায় জগন্নাথ শরণ্য শরণার্থিনে। প্রসীদ সীদতে মহ্যং মুহ্যতে ভক্তবৎসল ॥২॥ অয়ে দয়ালো বরদ ক্ষমানিধে বিশেষতো বিশ্বজনীন বিশ্বদ। হিতজ্ঞ

(আমি) ধর্ম্মনিষ্ঠ নহি, আত্ম-জ্ঞানী নহি, তোমার শ্রীচরণকমলে ভক্তিমান্ নহি। (আমি) অকিঞ্চন (অর্থাৎ তোমা ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই)। (আমি) অনন্যগতি (অর্থাৎ তোমা ভিন্ন আমার আর অন্য কোন গতি নাই)। হে শরণদাতা [শরণ্য] আমি তোমার শ্রীচরণমূলে একান্ত শরণ লইলাম ॥১॥ হে জগন্নাথ হে শরণ্য, হে ভক্তবৎসল, আমার প্রতি প্রসন্ন হও [প্রসীদ] (আমি) অনাথ, শরণপ্রার্থী, অবসন্ন [সীদতে] (কেননা) মোহগ্রস্ত [মুহ্যতে] ॥২॥ হে দয়ালু! হে বরদাতা, হে

সর্ব্বজ্ঞ সমস্ত-শক্তিক প্রসহ্য মাং প্রাপয় দাস্যমেব তে ॥৩॥ জন্ম-প্রভৃতি দাসোঽস্মি শিষ্যোঽস্মি তনয়োঽস্মি তে। ত্বঞ্চ স্বামী গুরুর্মাতা পিতা চ মম মাধব ॥৪॥ সর্ব্বেষু দেশকালেষু সর্ব্বাবস্থাসু চাচ্যুত। কিঙ্করোঽস্মি হৃষীকেশ ভূয়ো ভূয়োঽস্মি কিঙ্করঃ ॥৫॥ অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া। তানি সর্ব্বাণি মে দেব ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥৬॥

বিশেষ ক্ষমানিধি (তুমি) বিশ্বের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত ও সকলকে সকলই দিতেছ। হে হিতজ্ঞ, হে সর্ব্বজ্ঞ, হে সর্ব্ব-শক্তিমান্, বলপূর্ব্বক [প্রসহ্য] তোমাকে তোমার দাসত্বে নিযুক্ত কর ॥৩॥ জন্ম হইতে (আমি) তোমার দাস, তোমার শিষ্য ও তোমার সন্তান। পুনঃ হে মাধব, তুমি আমার প্রভু, গুরু ও পিতা ॥৪॥ সকল দেশে (সকল) সময়ে ও (চ) সকল অবস্থাতেই—হে অচ্যুত! আমি (তোমার) কিঙ্কর। হে হৃষীকেশ, পুনঃপুনঃ (আমি তোমার) কিঙ্কর ॥৫॥ সহস্র সহস্র অপরাধ, আমি দিবারাত্র [অহর্নিশং] করিতেছি। আমার [সে] সেই সকলই হে দেব, হে মধুসূদন ক্ষমা কর ॥৬॥ এমন নিন্দিত

[অহর্নিশং] করিতেছি। আমার [সে] সেই সকলই হে দেব, হে মধুসূদন ক্ষমা কর ॥৬॥ এমন নিন্দিত

ন নিন্দিতং কর্ম্ম তদস্তি লোকে সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতি-স্তবাগ্রে ॥৭॥ নাতঃ
পরং দুষ্কৃতমাচরেয়ম্ ন পারয়ে নাথ ইতি প্রবক্তুম্। বশীকৃতোঽহং
যত এব দুষ্টৈঃ কামাদিভিশ্চেন্দ্রিয়-নাম-চৌরৈঃ ॥৮॥ ইন্দ্রিয়াণি-
ময়া জেতু-মশক্যং পুরুষোত্তম। শরীরং মম দেবেশ ব্যাধিভিঃ

কর্ম্ম জগতে [লোকে] নাই, হাজার হাজার বার যাহা আমার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। সেই (অশেষ পাপকর্ম্মা) আমি (পাপকার্য্যের) ফলভোগকাল [বিপাক] উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, হে মুকুন্দ এখন [সম্প্রতি] (আমি) অগতি হইয়া (অর্থাৎ আমার তুমি ছাড়া অন্য কোন গতি নাই বুঝিয়া) তোমার অগ্রে [তবাগ্রে] ক্রন্দন করিতেছি ॥৭॥ ইহার পর [অতঃপরং] আর পাপ [দুষ্কৃত] আচরণ করিব না, একথা [ইতি], হে নাথ! আমি বলিতে পারি না। (যেহেতু) দুষ্ট কামক্রোধাদি ও ইন্দ্রিয় নামক চৌরগণের দ্বারা আমি সম্পূর্ণ বশীকৃত ॥৮॥ হে পুরুষোত্তম আমি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারি না।

পরিপীড়িতম্ ॥৯॥ মনো মে পুণ্ডরীকাক্ষ বিষয়ানেব ধাবতি। বাণী মম হৃষীকেশ মিথ্যা-পারুষ্য-দূষিতা ॥১০॥ এবং সাধনহীনোঽহং কিং করিষ্যামি কেশব। রক্ষ মাং কৃপয়া কৃষ্ণ ভবাব্ধৌ পতিতং সদা ॥১১। ন জানে কর্ম্ম যৎকিঞ্চিন্নাপি লৌকিক-বৈদিকৌ। ন নিষেধ-বিধী বিষ্ণো তব দাসোঽহস্মি কেবলম্॥১২॥ ভক্তিজ্ঞান-ক্রিয়াহীনং দৃষ্টিহীনং

হে দেবেশ, আমার শরীর ব্যাধিগণের দ্বারা বিশেষরূপে পীড়িত॥৯॥ আমার মন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, বিষয়-ভোগের জন্য ধাবিত হয়। হে হৃষীকেশ, আমার বাক্য মিথ্যা ও কর্কশ উক্তির দ্বারা দূষিত। ॥১০॥ হে কেশব, এই প্রকার সাধনহীন হইয়া আমি কি করিব? হে কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করিয়া ক্ষমা কর, আমি ভবসাগরে সর্ব্বদা ভাসিতেছি॥১১॥ যাহা কিছু কর্ম্ম আছে, (আমি কোন কিছুই) জানি না। লৌকিকই (হউক) বা বৈদিকই (হউক, আমি কোন কর্ম্মই জানি না)। বিধি-নিষেধ (আমি কিছুই জানি না) হে বিষ্ণু, আমি কেবল তোমার দাস (ইহাই জানি) ॥১২॥

কিছুই জানি না) হে বিষ্ণু, আমি কেবল তোমার দাস (ইহাই জানি) ॥১২॥

সুদুঃখিতম্। সংসার-সাগরে মগ্নং দীনং মামাত্মসাৎ কুরু ॥১৩॥ ইতঃ-পরং ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ স্মৃতিঃ সদা মেঽস্তু ভবোপশান্তয়ে। ত্বন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মেব বাণী করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্ ॥১৪॥ কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং তে পাদারবিন্দার্চ্চনমেব কুর্য্যাৎ। শিরশ্চ তে পাদযুগ-প্রণামং করোতু নিত্যং ভবদীয়-মেবম্ ॥১৫॥ দেহি মে হরিভক্তিঞ্চ ত্বন্নামসেবনে রুচিম্।

(আমি) ভক্তি জ্ঞান ও ক্রিয়াহীন (আমি) দৃষ্টিহীন [মঙ্গল বিষয়ে অন্ধ] (আমি) অতিশয় দুঃখী (আমি) সংসার সাগরে মগ্ন (অতএব) দীন। (হে শ্রীহরি কৃপা করিয়া) আমাকে নিজ জন কর ॥১৩॥ এখন হইতে তোমার শ্রীচরণারবিন্দ-যুগলের স্মৃতি (স্মরণ) (যেন) সর্ব্বদা আমার (হৃদয়ে) বর্ত্তমান থাকে, (যাহাতে) ভবরোগের উপশম হয়। তোমার নাম-সঙ্কীর্ত্তনই, আমার বাক্য (যেন সর্ব্বদা) করিতে থাকে। আমার কর্ণদ্বয় তোমার কথামৃত (যেন সর্ব্বদা) পান করে। (আমার) করদ্বয় (যেন) সর্ব্বদা) তোমার শ্রীপাদপদ্মেরই পূজা করে। (আমার) মস্তক (যেন সর্ব্বদা) তোমার শ্রীপাদযুগলে প্রণাম করে। (আমার অঙ্গ সকল যেন) নিত্য এইরূপে আপনার (কার্য্য করিতে থাকে) ॥১৪-১৫॥

অতিতৃষ্ণা গুণাখ্যানে নিত্যমস্তু মমেশ্বর ॥১৬॥ ত্বদ্‌ভক্তেষু সদা সঙ্গো ভূয়ান্ মে প্রাকৃতেষু ন। জিহ্বা মে রামরামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্ব্বদা ॥১৭॥ অহং হরে তব পাদৈক-মূল-দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ। মনঃ স্মরেতা-সুপতে-র্গুণাংস্তে গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥১৮॥

আমাকে হরিভক্তি দাও ও তোমার নাম সেবনে রুচি (দাও)। হে ঈশ্বর (তোমার) গুণকীর্ত্তনে অতিতৃষ্ণা (প্রবল পিপাসা) নিত্য আমার হউক ॥১৬॥ তোমার ভক্তগণের সঙ্গ সর্ব্বদা আমার হউক [ভূয়াৎ] (অপরঞ্চ) সংসারী জীবগণের (সঙ্গ যেন) না (হয়)। আমার জিহ্বা রাম রাম এই (নাম) (যেন) ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা বলে ॥১৭॥ হে হরে! যাঁহারা তোমার শ্রীচরণের একমাত্র আশ্রয়কারি দাস [পাদৈকমূলদাস] তাঁহাদেরও দাস (যেন) আমি পুনঃ পুনঃ হইতে পারি। (আমার) মন যেন প্রাণপতির [অসুপতেঃ] গুণগান স্মরণ করে, বাক্য (যেন প্রাণপতির গুণগান) কীর্ত্তন করে, দেহ (যেন প্রাণপতির) কর্ম্ম করে ॥১৮॥

(যেন প্রাণপতির) কর্ম্ম করে ॥১৮॥

৫। পঞ্চম-মোক্ষমার্গ নিরূপণম্।

এতাং মহামায়াং তরন্ত্যেব যে বিষ্ণুমেব ভজন্তি নান্যে তরন্তি কদাচন ॥১॥ সংসার-নিবৃত্তিমার্গ-প্রবৃত্তিঃ কদাপি ন জায়তে। তস্মাদ-নিষ্টমেব ইষ্টমিব ভাতি ইষ্টমেব অনিষ্টমিব ভাতি অনাদি-সংসার-বিপরীত-ভ্রমাৎ ॥২॥ তৎকথমিতি। অজ্ঞান-প্রাবল্যাৎ। কস্মাৎ অজ্ঞান-প্রাবল্যম্ ইতি। ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য-বাসনাভাবাৎ চ। তদভাবঃ

এই মহামায়া (তাঁহারাই) উত্তীর্ণ হন, যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুকেই ভজনা করেন অন্যে কদাচ তরে না ॥১॥ সংসার নিবৃত্তির মার্গে প্রবৃত্তি [ইচ্ছা] (কাহারও) কখনই হয় না। সেইজন্য অনিষ্টকেই ইষ্ট বলিয়া মনে হয় (ও) ইষ্টকেই অনিষ্ট মনে হয়। অনাদি [কাল হইতে] সংসারের বিপরীত ভ্রম বশতঃ [এইরূপ হইয়া থাকে] ॥২॥ তাহা কেন হয় ? অজ্ঞানের প্রবলতা বশতঃ। কি কারণে এই জ্ঞান প্রাবল্য ? ভক্তি

কথমিতি। অত্যন্তান্তঃকরণ-মলিন-বিশেষাৎ ॥৩॥ অতঃ সংসার-তরণোপায়ঃ কথমিতি। দেশিক-স্তমেব কথয়তি। অত্যন্তোৎকৃষ্ট-সুকৃত-পরিপাকবশাৎ সদ্ভিঃ সঙ্গো জায়তে। তস্মাৎ বিধি-নিষেধ-বিবেকো ভবতি। ততঃ সদাচার-প্রবৃত্তি-র্জায়তে। সদাচারাৎ অখিল-দুরিতক্ষয়ো ভবতি। তস্মাৎ অন্তঃকরণ-মতিবিমলং ভবতি। ততঃ সদ্গুরু-কটাক্ষ-মন্তঃকরণ-মাকাঙ্ক্ষতি ॥৪॥ যথা জাতান্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে

জ্ঞান ও বৈরাগ্যের ইচ্ছার অভাব বশতঃই। এই অভাব কেন? অন্তঃকরণ অত্যন্ত ও বিশেষ মলিন বলিয়া ॥৩॥ অতএব সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় কি? গুরু [দেশিক] ইহাই কহিতেছেন। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সৎকর্মের পরিপাক বশতঃ (অর্থাৎ ফলে) সাধুসঙ্গ লাভ হয়। তাহা হইতে কোন্‌টা বিধি কোন্‌টা নিষেধ জ্ঞান জন্মে। তাহা হইতে সদাচার-প্রবৃত্তি জন্মে। সদাচার হইতে সমুদয় পাপ ক্ষয় হয়। তাহা হইতে অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল হয়। তাহার পর সদ্গুরুর (কৃপা) কটাক্ষ অন্তকরণ আকাঙ্ক্ষা করে ॥৪॥

হইতে অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল হয়। তাহার পর সদ্গুরুর (কৃপা) কটাক্ষ অন্তকরণ আকাঙ্ক্ষা করে ॥৪॥

তথা গুরূপদেশেন বিনা কল্পকোটিভি-স্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে। তস্মাৎ সদ্গুরু-কটাক্ষ-লেশ-বিশেষেণ অচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি ॥৫॥ যদা সদ্গুরু-কটাক্ষো ভবতি তদা ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-ধ্যানাদৌ শ্রদ্ধা জায়তে। তস্মাৎ হৃদয়স্থিতানাদি-দুর্বাসনা-গ্রন্থি-বিনাশো ভবতি। ততো হৃদয়-স্থিতাঃ কামাঃ সর্ব্বে নশ্যন্তি। তস্মাৎ হৃদয়-পুণ্ডরীক-কর্ণিকায়াং পরমাত্মাবির্ভাবো ভবতি ॥৬॥ ততো দৃঢ়তরা বৈষ্ণবী-ভক্তির্জায়তে।

যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তির স্বরূপ জ্ঞান হয় না;-সেইরূপ গুরুর উপদেশ বিনা কোটি কোটি কল্পেও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। এই হেতু সদ্গুরুর (কৃপা) দৃষ্টির কণার কণা দ্বারা শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ॥৫॥ যখন সদ্গুরুর (কৃপা) দৃষ্টির কণা (লাভ) হয় তখন ভগবৎ কথা শ্রবণ-ধ্যানাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে। তাহা হইতে হৃদয়স্থিত অনাদি (কালের) বিষয় বাসনারূপ গ্রন্থি বিনষ্ট হয়। তাহার পর হৃদয়স্থিত কাম সকল (সমূলেই) নষ্ট হয়। তাহা হইতে হৃৎপদ্মমধ্যে পরমাত্মার আবির্ভাব হয় ॥৬॥ তাহার পর দৃঢ়তরা বৈষ্ণবী ভক্তি জন্মে। তাহা

ততো বৈরাগ্যমুদেতি। বৈরাগ্যাদ্-বুদ্ধি-বিজ্ঞানাবির্ভাবো ভবতি। অভ্যাসাৎ জ্ঞানং ক্রমেণ পরিপক্বং ভবতি। পক্কবিজ্ঞানাৎ জীবন্মুক্তো ভবতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকারিণা-মনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্ততে। ভক্তিযোগো নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্ মুক্তিঃ ॥৮॥ চতুর্ম্মুখাদীনাং সর্ব্বেষামপি বিনা বিষ্ণুভক্ত্যা কল্প-কোটিভি-র্মোক্ষো ন বিদ্যতে ॥৯॥ কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি। ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং

হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান আবির্ভূত হয়। অভ্যাসের দ্বারা জ্ঞান ক্রমশঃ পরিপক্ক হয়। বিজ্ঞান পরিপক্ক হইলে জীব মুক্ত হয় ॥৭॥ সেই জন্য অধিকারী অনধিকারী সকলেরই ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। ভক্তিযোগ নিরুপদ্রব। ভক্তিযোগ হইতে মুক্তি (লাভ হয়) ॥৮॥ চতুর্ম্মুখাদি [ব্রহ্মাদি] সকলেরই বিষ্ণু ভক্তি বিনা কোটি কোটি কল্পেও মুক্তি হয় না ॥৯॥ কারণ বিনা কার্য্য হয় না [উদয় হয় না] ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কদাচ জন্মে না ॥১০॥ অতএব তুমিও সকল উপায়

কার্য্য হয় না [উদয় হয় না] ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কদাচ জন্মে না ॥১০॥ অতএব তুমিও সকল উপায়

কদাপি ন জায়তে ॥১০॥ তস্মাৎ ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তি-নিষ্ঠো ভব। ভক্তিনিষ্ঠো ভব। মদুপাসকঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ স ভবতি। মদুপাসকঃ পরংব্রহ্ম ভবতি ॥১১॥ যস্যানুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে। তদ্দৃষ্টি-গোচরাঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১২॥ খেচরা ভূচরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্দৃষ্টিগোচরাঃ। সদ্য এব বিমুচ্যন্তে কোটি-জন্মার্জ্জিতৈরঘৈঃ ॥১৩॥

একেবারে ত্যাগ করিয়া ভক্তিনিষ্ঠ হও। ভক্তিনিষ্ঠ হও। যে আমার উপাসনা করে সে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। আমার উপাসক (সাক্ষাৎ) পরব্রহ্ম হয় ॥১১॥ যাঁহার ভগবদ্ বিষয়ে জ্ঞান অনুভব (রূপ সীমা) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে তাঁহার কৃপা দৃষ্টি গোচর (হইলে) সকল প্রাণীই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥১২॥ খেচরগণ ভূচরগণ সকলেই (সেই) ব্রহ্মবিদ্ (ব্যক্তির) (কৃপা) দৃষ্টি গোচর হইলে তৎক্ষণাৎ [সদ্যঃ] কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে একেবারে মুক্ত হয় ॥১৩॥

ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন। জ্ঞান-বিজ্ঞানবৈরাগ্য-সহিতং মে পরাত্মনঃ ॥১॥ কিন্ত্বেতেৎ দুর্লভং মন্যে মদ্‌ভক্তিবি-মুখাত্মনাম্। চক্ষুষ্মতামপি যথা রাত্রৌ সম্যঙ্ ন দৃশ্যতে ॥২॥ পদং দীপ-সমেতানাং দৃশ্যতে সম্যগেব হি। এবং মদ্ভক্তিযুক্তানা-মাত্মা সম্যক্

(শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণকে কহিতেছেন), হে রঘুনন্দন (লক্ষ্মণ) এই আমি তোমাকে আমার (অর্থাৎ) পরমাত্মার জ্ঞান বিজ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত মোক্ষের স্বরূপ বলিলাম॥১॥ কিন্তু ইহা আমার ভক্তিতে বিমুখ জনগণের [মদ্‌ভক্তি-বিমুখাত্মনাম্] (পক্ষে) দুর্লভ বলিয়া মনে করি [মন্যে]। যথা চক্ষুষ্মান্ লোকগণেরও (যাহারা ভাল দেখিতে পায় তাহাদেরও রাত্রির (অন্ধকারে) সম্যক্ দৃষ্টি চলে না। কিন্তু প্রদীপ থাকিতেই স্থানটী [পদং] সম্যক্‌রূপে দেখা যায়, এইরূপ মদ্ভক্তিযুক্ত নরগণের কাছে আত্মা সম্যক্ প্রকাশমান হয়। (অর্থাৎ ভক্তিই প্রদীপ)। সংসারী জীব দেখিবার শক্তির অভাবে যে ভগবান্‌কে দেখিতে পায় না, তাহা

(অর্থাৎ ভক্তিহ প্রলাপ)। সংসারী জীব দেখিবার শক্তির অভাবে যে ভগবান্‌কে দেখিতে পায় না, তাহা

প্রকাশতে ॥৩॥ মদ্ভক্তেঃ কারণং কিঞ্চিৎ বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ॥৪॥
মদ্ভক্তসঙ্গো মৎসেবা মদ্ভক্তানাং নিরন্তরম্। একাদশ্যুপবাসাদি মম
পর্ব্বানুমোদনম্ ॥৫॥ মৎকথা-শ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সর্ব্বদা রতিঃ।
মৎপূজা পরিনিষ্ঠা চ মম নামানুকীর্ত্তনম্ ॥৬॥ এবং সতত-যুক্তানাং
ভক্তি-রব্যভিচারিণী। ময়ি সঞ্জায়তে নিত্যং ততঃ কিমবশিষ্যতে ॥৭॥

নহে। কেবল ভক্তি-আলোকের অভাবেই দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও দেখিতে পায় না।) ।২-৩॥ আমার প্রতি ভক্তি কিসে হয় কিছু বলিতেছি বিশেষ করিয়া শ্রবণ কর ॥৪॥ নিরন্তর আমার ভক্তের সঙ্গ, (নিরন্তর) আমার সেবা, (নিরন্তর) আমার ভক্তগণের (সেবা), একাদশীতে উপবাস প্রভৃতি আমার পর্ব্ব সকলের অনুমোদন (পালন) করা ॥৪॥ আমার কথা শ্রবণে পাঠে ও ব্যাখ্যাকরণে সর্ব্বদা একান্ত অনুরাগ [রতি] আমার পূজায় একান্ত নিষ্ঠা ও আমার নাম (সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া) পশ্চাৎ কীর্ত্তন ॥৫-৬॥ এইরূপে যাহারা সতত (আমাতে) যুক্ত (তাহাদিগের) আমাতে (ময়ি) অব্যভিচারিণী (অনন্য)

অতো মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ। বৈরাগ্যং চ ভবেৎ শীঘ্রং ততো মুক্তি-মবাপ্নুয়াৎ ॥৮॥ মনো দুষ্টং চঞ্চলঞ্চ সঙ্গাচ্চ পরিবর্ত্ততে। সৎসঙ্গাৎ সাধুতামেতি দুঃসঙ্গাদ্ যাতি দুষ্টতাম্ ॥৯॥ দুষ্টসঙ্গো ন কর্ত্তব্য আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা। সৎসঙ্গাৎ হি মনুজো লোকদ্বয়-সুখং ব্রজেৎ ॥১০॥ শ্রীকৃষ্ণভক্ত-সঙ্গেন ভক্তি-র্ভবতি নৈষ্ঠিকী। অনিমিত্তা চ

ভক্তি নিত্য সঞ্জাত হইয়া থাকে। তাহা হইলে (আর কি) বাকী থাকে? ॥৭॥ অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত (মানবের) জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য শীঘ্র হইয়া থাকে। তদনন্তর (সে) মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥৮॥ মন (স্বভাবতঃ) দুষ্ট ও চঞ্চল। পুনশ্চ সঙ্গহেতু পরিবর্ত্তিত হয়। সাধুসঙ্গে সাধুত্ব প্রাপ্তি হয় ও দুষ্ট সঙ্গে দুষ্টতা প্রাপ্ত হয় ॥৯॥ (অতএব) দুষ্টের সঙ্গ (কখনও) করিবে না; যদি নিজের যথার্থ কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) ইচ্ছা কর, সৎসঙ্গ হেতুই মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রাপ্ত হয় ॥১০॥ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে অচলা নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মে, (সেই ভক্তি) অনিমিত্তা [অহৈতুকী] সুখদা ভগবৎকৈঙ্কর্য্যদায়িনী

ভক্তসঙ্গে অচলা নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মে, (সেই ভক্তি) অনিমিত্তা [অহৈতুকী] সুখদা ভগবৎকৈঙ্কর্য্যদায়িনী

সুখদা হরিদাস্যপ্রদা শুভা ॥১১॥ অঙ্কুরো ভক্তিবৃক্ষস্য ভক্তসংগেন বর্দ্ধতে। পরং হরিকথালাপ-পীযূষাসেচনেন হি ॥১২॥ যথা বৃক্ষ-লতানাং চ নবীনঃ কোমলাঙ্কুরঃ। বর্দ্ধতে মেঘবর্ষেণ শুষ্কঃ সূর্য্যকরেণ চ ॥১৩॥ তথৈব ভক্তালাপেন ভক্তিবৃক্ষ-নবাঙ্কুরঃ। বর্দ্ধতে শুষ্কতাং যাতি চাভক্তালাপ-মাত্রতঃ ॥১৪॥ তস্মাদ্ ভক্তৈঃ সহালাপং কুরুতে

ও পরম কল্যাণপ্রদা ॥১১॥ ভক্তি বৃক্ষের অঙ্কুর ভক্ত সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়। যেহেতু (হি) ভক্তসঙ্গে শ্রীহরি-কথালাপরূপ অমৃত সম্যক্ (•পরং) ও বিশেষ রূপে (আ) সেচন হইয়া থাকে ॥১২॥ যেমন বৃক্ষ ও লতা সকলের নবীন (অতএব) কোমল অঙ্কুর মেঘবর্ষণে বর্দ্ধিত হয় ও সূর্য্যকিরণে শুষ্ক হয় সেইরূপ ভক্তের সহিত আলাপে ভক্তিবৃক্ষের নব অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয়, তথা [চ] অভক্তের সহিত আলাপ মাত্রেই (উহা) শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় ॥১৩-১৪॥ সেইজন্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করেন ও অভক্তের সংসর্গ হইতে একেবারে [এব] দূরে পলায়ন করেন [যাতি] যেমন মনুষ্য দুষ্ট সর্প হইতে

পণ্ডিতঃ সদা। যাত্যেবা-ভক্তসংসর্গাৎ দুষ্টাৎ সর্পাৎ যথা নরঃ ॥১৫॥ আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহভোজনাৎ। সঞ্চরন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসা ॥১৬॥ সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাম্। তস্মাৎ সতাং হি সংসর্গং সন্তো বাঞ্ছন্তি সন্ততম্ ॥১৭॥ যদা পুণ্য-বিশেষেণ লভতে সঙ্গতিং সতাম্। মদ্ভক্তানাং সুশান্তানাং

[একেবারে দূরে পলায়ন করে] ॥১৫॥ আলাপ গাত্র-সংস্পর্শ (একত্রে) শয়ন ও [এক] সঙ্গে ভোজন করিলে পাপ সকল (দেহ হইতে দেহান্তরে) সম্যক্ গমন করে। যেমন জলের সহিত তৈল-বিন্দু (স্বভাবতঃ না মিশিলেও অনেকক্ষণ নাড়িলে মিশিয়া যায়) [সঞ্চরন্তি] ॥১৬॥ সংসর্গজাত গুণ ও দোষ সকল জীবমাত্রেরই নিশ্চয় [এব] হয়। সেই হেতু সাধুদিগের সম্যক্ সহবাস সংসর্গই সাধুগণ সর্ব্বদা বাঞ্ছা করেন ॥১৭॥ যখন বিশেষ পুণ্য দ্বারা (মনুষ্য) সাধুগণের সঙ্গ লাভ হয় তখনই আমার বিষয়ে মতি (জন্মে)। (যাঁহারা) মদ্ভক্ত (অতএব) পরমশান্ত (তাঁহারাই সাধু) ॥১৮॥ তারপর [ততঃ

বিষয়ে মতি (জন্মে)। (যাঁহারা) মদ্ভক্ত (অতএব) পরমশান্ত (তাঁহারাই সাধু) ॥১৮॥ তারপর [ততঃ

তদা মদ্বিষয়া মতিঃ ॥১৮॥ মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা দুর্লভা জায়তে ততঃ। ততঃ স্বরূপবিজ্ঞান-মনায়াসেন জায়তে ॥১৯॥ তুলয়াম লবে-নাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥২০॥ সাধুসঙ্গাৎ হি বিমলা ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। ভক্তিরেব পরো লাভস্ততোঽন্যৎ নাস্তি কিঞ্চন ॥২১॥ যেষাং পাদোদকং তীর্থং তীর্থা-

---

আমার কথা শ্রবণে দুর্লভ শ্রদ্ধা জন্মে। [তখনই] (আমার) স্বরূপ বিজ্ঞান [ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান] অনায়াসে হইয়া থাকে ॥১৯॥ ভগবৎসঙ্গীর [ভক্তের] সঙ্গের কণামাত্রেরও সহিত [লবেনাপি] স্বর্গকে তুলনা করি না, মুক্তিকেও (তুলনা করি না) [অপুনর্ভবম্]। সেই মনুষ্যগণের (ইহলোকে) কল্যাণের ত কথাই নাই ॥২০॥ সাধুসঙ্গে নিশ্চয়ই বিমলা ও নৈষ্ঠিকী [সুদৃঢ়া] ভক্তি জন্মে। ভক্তিই পরম লাভ। তাহা ভিন্ন অন্য (লাভের বস্তু আর) কিছুই নাই ॥২১॥ যাঁহাদের পাদজল (পা-ধোওয়া জল) (সকল ব্যক্তিকে ভবসাগর হইতে) তরাইতে পারে (তীর্থ)

নামপি পাবনম্। ন পতন্তি গৃহে যত্র শ্মশানমিব তদ্গৃহম্ ॥২২॥ ন বিষ্ণু-কীর্ত্তনং যত্র ন চ ভাগবতা নরাঃ। তদ্গৃহং ফেরুসদনং তদ্-গৃহস্থজনির্বৃথা ॥ ২৩॥ অনন্যশরণাঃ শান্তাঃ সাধবো নরভূষণাঃ। যশো মুরারেঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি স্মরন্তি চ ॥২৪॥ নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে

(এমন কি) যে সকল স্থান জীবগণকে উদ্ধার করে [তীর্থ] তাহাদেরও পবিত্র করে (সেই পরম ভাগবতগণের শ্রীচরণ-রজঃ) যে [যত্র] গৃহে পতিত হয় না সে গৃহ শ্মশানতুল্য ॥২২॥ যেখানেতে শ্রীবিষ্ণুকীর্ত্তন নাই ও ভাগবত নরগণ নাই (যাঁহারা সংসার হইতে উদ্ধার হন তাঁহাদের 'নর' বলে। আর যাহারা সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মায় তাহাদের 'জন' বলে। নৃ = গতৌ। জন্ = জননে)—সে গৃহ শৃগালের গৃহ [ফেরু—শৃগাল। সদন—গৃহ], সেই গৃহস্থের জন্ম বৃথা ॥২৩॥ অনন্যশরণ (যাঁহারা ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও কাছে কিছু চাহেন না) শান্ত (চিত্ত) সাধুগণ নরগণের (যাঁহারা মুক্ত হন) ভূষণ স্বরূপ। (তাঁহারা) মুরারির যশঃ [লীলা] শ্রবণ করেন, বলেন ও স্মরণ করেন ॥২৪॥ আমি বৈকুণ্ঠে বাস

(তাঁহারা) মুরারির যশঃ [লীলা] শ্রবণ করেন, বলেন ও স্মরণ করেন ॥১৪॥ আমি বৈকুণ্ঠে বাস

যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥২৫॥ যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা-স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥২৬॥ আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরা-রাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং সম্যক্ তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥২৭॥ অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ। ন স ভাগবতো

করি না, যোগিগণের হৃদয়েও (বাস করি) না। আমার ভক্তগণ যেখানে (আমার লীলাকথা) গান করেন,—হে নারদ ! আমি সেই স্থানেই বাস করি ॥২৫॥ যাহারা আমার ভক্তজন, হে পার্থ ! তাহারা আমার ভক্ত নয়। (কিন্তু) যাঁহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত (বলিয়া) পরিজ্ঞাত [মতাঃ] ॥২৬॥ সকলের আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ ; তাহার চেয়েও কোটী গুণ [সম্যক্] শ্রেষ্ঠতর [পরতরং] তাঁহার আপনার জনগণের (অর্থাৎ ভক্তগণের) সম্যক্ প্রকারে অর্চ্চনা করা ॥২৭॥ শ্রীগোবিন্দকে অর্চ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি (যঃ) তাঁহার নিজজনগণকে (অর্থাৎ ভক্তগণকে)

জ্ঞেয়ো কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥২৮॥ ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগাঃ ন সাধবো ভাগবতা-স্তদাশ্রয়াঃ। ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥২৯॥ যত্র যত্র হরিকথা তত্তৎ তীর্থসমং মতম্। সাধুবাদ-রতানাং হি হরির্দেহং সমাশ্রয়েৎ ॥৩০॥

অর্চ্চনা করে না, তাহাকে ভাগবত বলিয়া জানিবে না। সে কেবল দাম্ভিক (বলিয়া) কথিত হয় ॥২৮॥ যেখানে বৈকুণ্ঠনাথের গুণগানরূপ অমৃত নদী সকল [আপগাঃ] (প্রবাহিত হয়) না, (যেখানেতে) তাঁহার আশ্রিত সাধু ভাগবতগণ নাই, যেখানে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর যজ্ঞ ও মহোৎসব হয় না, ইন্দ্রলোক হইলেও সেই লোক [স] কখনও সেবা করা উচিত নহে (অর্থাৎ তথায় বাস করিবে না) ॥২৯॥ যেখানে যেখানে শ্রীহরিকথা হয়, সেই সেই (স্থানই) তীর্থের সমান (বলিয়া) পরিজ্ঞাত [মতম্]। (যেহেতু) ভগবদ্ গুণকীর্ত্তনে [সাধুবাদ] নিরত (ভক্ত) গণের দেহ হরি বিশেষরূপে [হি]

(যেহেতু) ভগবদ্‌ গুণকীর্ত্তনে [সাধুবাদ] নিরত (ভক্ত) গণের দেহ হরি বিশেষরূপে [হি]

ভাগ্যোদয়েন বহুজন্মসমার্জিতেন সৎসঙ্গমঞ্চ লভতে পুরুষো যদা বৈ।
অজ্ঞান-হেতুকৃত-মোহ-মদান্ধকার-নাশং বিধায় হি তদোদয়তে বিবেকঃ
॥৩১॥ ভক্তানাং মম যোগিনাং সুবিমল-শান্তাতি-শান্তাত্মনাম্‌। মৎ-
সেবাভিরতাত্মনাঞ্চ বিমলজ্ঞানাত্মনাং সর্ব্বদা। সঙ্গং যঃ কুরুতে

একান্ত আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥৩০॥ পুনঃ পুনঃ (বিশেষ পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা) বহু বহু জন্মে সম্যক্‌ উপার্জ্জিত সৌভাগ্য যখন উদিত হয় [ভাগ্যোদয়েন] ও যখন পুরুষ সাধুসঙ্গ সম্যক্‌ [বৈ] লাভ করে তখনই (তদা) অজ্ঞানরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন মোহ ও মদ-রূপ অন্ধকার নাশ করিয়া বিবেক [সূর্য্য] নিঃসন্দেহ (হি) উদিত হয় [উদয়তে] ॥৩১॥ যাঁহারা আমার ভক্ত ও আমাতে যুক্ত (অতএব যাঁহাদের) আত্মা (অন্তঃকরণ) (সর্ব্বদা) শান্ত ; অতি শান্ত সুবিমল ও যাঁহারা আমার সেবায় (সর্ব্বদা) অনুরক্ত-চিত্ত (অতএব যাহারা) সর্ব্বদা বিমল জ্ঞানময়, তাঁহাদের যে ব্যক্তি সদা উত্থতমতি হইয়া সাধু

সদোদ্গতমতিঃ সৎসেবনানন্যধীঃ মোক্ষস্তস্য করে স্থিতোঽহমনিশং দৃশ্যো ভবে নান্যথা ॥৩১॥

সেবায় অনন্যচিত্ত হইয়া সঙ্গ করে, মোক্ষ তাঁহার করেই স্থিত (অনায়াসে মিলে) ও আমি সর্ব্বদা [অনিশম্] তাঁহার দৃশ্য হই [ভবে] (ইহার অন্যথা নাই) [নান্যথা] ॥৩২॥

৭। ভক্তমাহাত্ম্যম্।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥১॥ অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥২॥ নহি ধর্ম্মো ন হি তপঃ শ্রীকৃষ্ণসেবনাৎ পরম্। পরিশ্রমং চ বিফলং তপসা বৈষ্ণবস্থ চ ॥৩॥ ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ

যদি শ্রীহরি আরাধিত (হইয়া থাকেন) তবে তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি শ্রীহরি আরাধিত না (হইয়া থাকেন) তবে তপস্যায় কি হইবে ॥১॥ অন্তরে বাহিরে (সর্ব্বত্রই) যদি শ্রীহরি (বিরাজমান থাকেন) তবে তপস্যার প্রয়োজন কি? (আর) অন্তরে বাহিরে যদি হরি (বিরাজমান) না (থাকেন) তবে তপস্যা করিয়াই বা কি হইবে?॥২॥ শ্রীকৃষ্ণের সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [পরং] ধর্ম্ম নাই, শ্রেষ্ঠ তপস্যা (ও) নাই। তপস্যার পরিশ্রম বৈষ্ণবের (পক্ষে) বিফল ॥৩॥ যোগিগণ সকলে সেই

সর্ব্বে তত্তেজো ভক্তিপূর্ব্বকম্। সুপক্কভক্ত্যা কালেন যোগী চ বৈষ্ণবো ভবেৎ ॥৪॥ শ্রীহরের্ভক্তির্দাস্যং চ সর্ব্বমুক্তেঃ পরং মুনে। বৈষ্ণবানামভিমতং সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥৫॥ স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন কর্হিচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু-রেতস্যৈব হি কিঙ্করাঃ ॥৬॥ যস্মৈ দত্তং চ যজ্জ্ঞানং জ্ঞানদাতা হরিঃ স্বয়ম্। জ্ঞানেন তেন স স্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥৭। গুরু-র্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাৎ জননী

(শ্রীকৃষ্ণের) তেজঃ ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান [চিন্তা] করেন। সুপক্ক ভক্তিদ্বারা কালক্রমে যোগীই বৈষ্ণব হন ॥৪॥ শ্রীহরির প্রতি ভক্তি ও তাঁহার দাস্য, হে মুনে! সকল প্রকার মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [পরম্] বৈষ্ণবগণের বাঞ্ছিত, সারবস্তু হইতেও সারবস্তু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥৫॥ সর্ব্বদাই বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনই [কর্হিচিৎ] বিস্মৃত হইবে না। সমস্ত বিধি নিষেধ ইঁহারই অধীন [কিঙ্কর] সন্দেহ নাই [হি] ॥৬॥ যাহাকে যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, (কারণ জ্ঞান কেহ অর্জ্জন করিতে পারে না ও) স্বয়ং শ্রীহরিই

॥৭॥ যাহাকে যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, (কারণ জ্ঞান কেহ অর্জ্জন করিতে পারে না ও) স্বয়ং শ্রীহরিই

ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যান্ ন মোচয়েদ্ যঃ সমু-
পেত-মৃত্যুম্ ॥৮॥ স পিতা জ্ঞানদাতা যো জ্ঞানং তৎ কৃষ্ণভক্তিদম্। সা
ভক্তিঃ পরমা শুদ্ধা কৃষ্ণদাস্য-প্রদা চ যা ॥৯॥ তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা
বিদ্যা তন্মতি-র্যয়া। স বৈ প্রিয়তম-শ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি। ইতি বেদ
স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরু-র্হরিঃ ॥১০॥ তদ্দিনং সফলং ধন্যং যশস্যং

জ্ঞানদাতা, সেই জ্ঞান দ্বারাই সে [তাঁহার] স্তব করে। (ইহাতে তাহার ক্ষতি নাই কারণ)
শ্রীজনার্দ্দন ভাবগ্রাহী ॥৭॥ গুরু তিনি নহেন, আপনার লোক সে নহে, পিতা তিনি নহেন, মাতা তিনি
নহেন, দেবতা তিনি নহেন, পতি তিনি নহেন, যিনি যমভয় হইতে (সমুপেতমৃত্যুম্) মুক্ত করিতে
পারেন না ॥৮॥ তিনিই পিতা যিনি জ্ঞান দান করেন। তাহাই জ্ঞান, যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি দান করে,
সেই ভক্তিই পরা ও নির্ম্মল ভক্তি যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় (মতি) দান করে ॥৯॥ তাহাই (প্রকৃত) কর্ম্ম,
যাহার দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ জন্মে। তাহাই বিদ্যা যাহার দ্বারা (যয়া) তাঁহাতে মতি হয়। তিনিই প্রিয়তম
ও অন্তরাত্মা, যাঁহার কৃপায় (যতো) অণুমাত্রও ভয় থাকে না। ইহা যিনি জানেন, তিনিই বিদ্বান্।

সর্ব্বমঙ্গলম্। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং যত্র তত্রৈব নায়ুষো ব্যয়ঃ ॥১১॥ তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্। যদ্দিনং কৃষ্ণসংলাপ-কথাপীযূষ-বর্জ্জিতম্॥১২॥ সা বাগ্‌যয়া তদ্‌গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ। স্মরেদ্‌বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥১৩॥ শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গ-মানমেৎ তদেব যৎপশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ। অঙ্গানি বিষ্ণোরথ

যিনি এই প্রকার বিদ্বান্ তিনিই গুরু, তিনিই হরি ॥১০॥ সেই দিনই সফল ধন্য যশস্কর (যশস্যং) ও মঙ্গলময়, যে দিন (যত্র) শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন হয়। সে দিনে আয়ুঃক্ষয় হয় না ॥১১॥ সেই দিনকেই দুর্দ্দিন বলিয়া মনে করি, মেঘাচ্ছন্ন দিনকে দুর্দ্দিন বলিয়া মনে করি না, যেদিন শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সম্যক্ আলাপরূপ কথামৃত-বর্জিত (অর্থাৎ যে দিন শ্রীকৃষ্ণের কথা সুধা পান করা হয় না) ॥১২॥ তাহাই বাক্য, যাহা তাঁহার (শ্রীহরির) গুণরাজি কীর্ত্তন করে। তাহাই হস্তদ্বয়, যাহা তাঁহারই কর্ম্মে নিযুক্ত। তাহাই মন, যাহা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেই বিরাজিত (বসন্তং) শ্রীকৃষ্ণকে [অনুক্ষণ] স্মরণ করে (স্মরেৎ)।

মন, যাহা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেই বিরাজিত (বসন্তং) শ্রীকৃষ্ণকে [অনুক্ষণ] স্মরণ করে (স্মরেৎ)।

তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥১৪॥ লোকেঽস্মিন্ স্বামিনঃ সন্তি সেবকৈঃ পরিরক্ষিতঃ। ন তথায়ং হরিঃ স্বামী পাতি ভৃত্যান্ স্বয়ং যতঃ ॥১৫॥ ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণপ্রাণা হি বৈষ্ণবাঃ। ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণশ্চ বৈষ্ণবাংস্তথা ॥১৬॥ ন বাসুদেব-ভক্তানা-মশুভং

মূর্ত্তিকে (অর্থাৎ শ্রীভগবানের মূর্ত্তিকে ও ভক্তকে) প্রণাম করে। তাহাই চক্ষু, যাহা সেই উভয় লিঙ্গকে দর্শন করে। সেই সকলই অঙ্গ, যাহা বিষ্ণুর ও তাঁহার নিজ জনের (ভক্তের) পাদোদক [পা ধোয়া জল। পাদতীর্থ] নিত্য সেবা করে (ভজন্তি) ॥১৪॥ এই [অস্মিন্] সংসারে (লোকে) প্রভুগণই ভৃত্যগণের দ্বারা বিশেষরূপে রক্ষিত হন। কিন্তু শ্রীহরি (অয়ং হরিঃ) সেই প্রকার [তথা] প্রভু (স্বামী) নহেন। যেহেতু [যতঃ] (ইনি) স্বয়ং [প্রভু হইয়াও] ভৃত্যগণকে রক্ষা করেন ॥১৫॥ ভক্তই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ ও শ্রীকৃষ্ণই বৈষ্ণবগণের প্রাণ। বৈষ্ণবগণ (অনুক্ষণ) শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন ॥১৬॥ বাসুদেবের ভক্তগণের অমঙ্গল কদাচ [কুত্রাপি] কোনও প্রকারে হয় না। শ্রীহরির সুদর্শন চক্র

বিদ্যতে কচিৎ। হরেঃ সুদর্শনশ্চক্রং শশ্বদ্ রক্ষন্তি বৈষ্ণবান্ ॥১৭॥ দত্ত্বা চক্রং চ রক্ষার্থং ন নিশ্চিন্তো জনার্দ্দনঃ। স্বয়ং তন্নিকটং যাতি তং দ্রষ্টুং রক্ষণায় চ ॥১৮॥ এবম্ভূতো দয়াসিন্ধু-র্ভক্তানুগ্রহকাতরঃ। তৎপরো হি প্রিয়ো নান্যঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥১৯॥ রক্ষিতা যস্য ভগবান্ কল্যাণং তস্য সন্ততম্। স যস্য বিঘ্নকর্ত্তা চ কো বা তং রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥২০॥ স্মৃতিমাত্রেণ

সর্ব্বদাই বৈষ্ণবগণকে রক্ষা করেন ॥১৭॥ (ভক্তকে) রক্ষার জন্য সুদর্শন চক্র দিয়াও ভগবান্ (জনার্দ্দন) নিশ্চিন্ত থাকেন না। (পরন্তু) নিজে ভক্তকে দেখিবার ও রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যান ॥১৭॥ এইরূপ (শ্রীহরি) দয়াসিন্ধু ও ভক্তানুগ্রহ-কাতর [ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল]। তাঁহার ভক্তই (তৎপরঃ) পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, অন্য কেহ [অন্যঃ] তাঁহার প্রিয় নহে ॥১৯॥ শ্রীভগবান্ যাঁহার রক্ষক, তাঁহার সতত কল্যাণ হয়। আর তিনি যাহার বিঘ্নকর্ত্তা কেবা তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ? ॥২০॥ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবামাত্রই কৃষ্ণপরায়ণ নরগণ বিপদ হইতে মুক্ত (হন) [নির্ব্বিঘ্নাঃ]

সমর্থ ? ॥২০॥ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবামাত্রই কৃষ্ণপরায়ণ নরগণ বিপদ্ হইতে মুক্ত (হন) [নির্বিঘ্নাঃ]

নির্বিঘ্নাঃ যে চ কৃষ্ণপরায়ণাঃ। বিঘ্নং কর্ত্তুং কে সমর্থা-স্তেষাং চ মুনয়ঃ সুরাঃ ॥২১॥ কোপাগ্নীনাং স্থলং কুত্র স্তম্ভনস্য চ বা কুতঃ। দেবানাং বা মুনীনাং বা রক্ষণে-নেশ্বরেচ্ছয়া ॥২২॥ ঘোরারণ্যে সুখং শেতে যো হি কৃষ্ণেণ রক্ষিতঃ। নির্বন্ধো হি স্থিতো যস্য মরণং তস্য মন্দিরে ॥২৩॥ ন বাসুদেব-ভক্তানা-মশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। তস্য ভক্তোত্তমানাং তু সততং স্মরণেন

তাঁহাদের বিঘ্ন করিতে কে সমর্থ ? মুনিগণই (হউন) আর দেবতাগণই [হউন] কেহই বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না ॥২১॥ কোপাগ্নির অবকাশ কোথায় ? স্তম্ভনেরই বা (স্থল) কোথায় ? [ভক্তকে] ঈশ্বর রক্ষা করেন বলিয়া (রক্ষণেন ঈশ্বরেচ্ছয়া) দেবগণেরই হউক আর মুনিগণেরই হউক [কোপাগ্নির বা স্তম্ভনের স্থল নাই] ॥২২॥ ঘোর অরণ্য মধ্যেও সে সুখে নিদ্রা যায়, যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেন। (আর) যাহার নির্বন্ধ [মৃত্যু সময়] উপস্থিত, মন্দিরের মধ্যে থাকিলেও তাহার মৃত্যু হয় ॥২৩॥ বাসুদেবের ভক্তগণের অমঙ্গল কদাচ কুত্রাপি কোন প্রকারে হয় না। (যেহেতু) তাঁহার ভক্তোত্তমগণ সর্ব্বদা (তাঁহাকে স্মরণ করেন) ॥২৪॥ ভক্তের শ্রীচরণধুলিতে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। তাঁহার দর্শন ও

চ ॥২৪॥ ভক্তস্য পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা। তদ্দর্শনং স্পর্শনং চ বাঞ্ছন্তি মুনয়ঃ সুরাঃ ॥২৫॥ ন হি পূত-স্ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণসেবকাৎ পরঃ। পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি দূরতো দত্তদর্শনঃ ॥২৬॥ পুরুষাণাং সহস্রং চ পূতং তজ্জন্মমাত্রতঃ। পূজিতো বৈষ্ণবো যেন বিশ্বং তেন সুপূজিতম্ ।২৭॥ কন্যাদানং বৈষ্ণবায় পরং নির্ব্বাণকারণম্। পরং নির্ব্বাণবীজং চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনম্ ॥২৮॥ শ্রীকৃষ্ণবিমুখো ভূত্বা বিষয়ে যস্য মানসম্।

স্পর্শ, এমন কি মুনিগণ ও দেবতাগণও বাঞ্ছা করেন ॥২৫॥ ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণ-সেবক অপেক্ষা পবিত্রতর আর কেহ নাই। (শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত) সকল তীর্থকে দূর হইতে দর্শন দিয়া পবিত্র করেন ॥২৬॥ [তাঁহার] সহস্র পুরুষ তাঁহার জন্মমাত্রেই পবিত্র হন। যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের পূজা করে, সে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের উত্তমরূপে পূজা করে ॥২৭॥ বৈষ্ণবকে কন্যাদান মুক্তির শ্রেষ্ঠ কারণ। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ বীজ (কারণ) ॥২৮॥ শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া যাহার মন বিষয়ে [আসক্ত] হয়, সেই

মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ বীজ (কারণ) ॥২৮॥ শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া যাহার মন বিষয়ে [আসক্ত] হয়, সেই

বিষমত্তা-মৃতং ত্যক্ত্বা স চ মূঢ়ো নরাধমঃ ॥২৯॥ চণ্ডালাদধমঃ পাপী শ্রীকৃষ্ণবিমুখো নরঃ। নিষ্ফল-স্তস্য বৈ ধর্ম্মো নাধিকারী স কর্ম্মণাম্ ॥৩০॥ জীবন্মুক্তশ্চ মদ্ভক্তো জন্মমৃত্যু-জরাহরঃ। সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরঃ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ ॥৩১॥ ভবেদ্ যস্য সুকৃতিনঃ পুত্রঃ পরমবৈষ্ণবঃ কুলকোটিং চ তেষাং স উদ্ধরত্যবলীলয়া ॥৩২॥ আত্মনঃ কুলকোটিং

মূঢ় নরাধম ব্যক্তি বিষভোজী, অমৃত-ত্যাগী ॥২৯॥ শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম ও পাপী। তাহার ধর্ম্ম একেবারে নিষ্ফল। সে কোনও কর্ম্মেরই অধিকারী নহে ॥৩০॥ আমার (শ্রীহরির) ভক্ত জীবন্মুক্ত, জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিজয়ী, সকল সিদ্ধপুরুষগণের শ্রেষ্ঠ, শ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, পণ্ডিত ও কবি ॥৩১॥ যে সকল পুণ্যাত্মা নরগণের পুত্র পরম বৈষ্ণব হন, তাহাদের কোটি কুল, সেই পুত্র অবলীলাক্রমে উদ্ধার করেন ॥৩২॥ নিজ বংশের পূর্ব্বতন কোটি পুরুষ, মাতামহ বংশের পূর্ব্বতন শত পুরুষ ও শ্বশুর বংশের পূর্ব্বতন শত পুরুষ, অবলীলাক্রমে উদ্ধার করিয়া দাসদাসী, মাতা, পত্নী, পুত্র, ও পুত্র হইতে পরবর্ত্তী শত পুরুষকে কৃষ্ণ-

চ শতং মাতামহস্য চ। শ্বশুরস্য শতং পূর্ব্ব-মুদ্ধৃত্য চাবলীলয়া ॥৩৩॥
দাসং দাসীং প্রসূং ভার্য্যাং পুত্রাদপি পরঃ শতম্। উদ্ধরেৎ কৃষ্ণভক্তশ্চ
গোলোকং যাতি নিশ্চিতম্ ।৩৪॥ পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বং পূত-স্তজ্জন্ম-
মাত্রতঃ। স্বর্গস্থং নরকস্থং বা মুক্তিং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥৩৫॥ মদ্ভক্ত-
বান্ধবা যে যে তে তে পুণ্যধিয়ঃ শুভে। তে যান্তি রত্নযানেন গোলোকং
চ সুদুর্লভম্ ॥৩৬॥ যত্র তত্র মৃতা যে চ জ্ঞানাজ্ঞানেন বা সতি। জীবন্মু-

---

ভক্ত উদ্ধার করিয়া গোলোকে নিশ্চিত গমন করেন ॥৩৩-৩৪॥ পূর্ব্বতন শত পুরুষ তাঁহার জন্ম মাত্রেই পবিত্র
হন। (তাঁহারা) স্বর্গেই থাকুন বা নরকেই থাকুন তৎক্ষণাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত হন ॥৩৫॥ যাঁহারা যাঁহারা আমার
ভক্তের বন্ধু, হে কল্যাণি (শুভে) তাঁহারা তাঁহারাই পুণ্যাত্মা, তাঁহারা রত্ন-নির্ম্মিত যানে সুদুর্লভ বৈকুণ্ঠে
গমন করেন ॥৩৬॥ যাঁহারা যেখানে সেখানে (অর্থাৎ স্থানে অস্থানে) মারা গিয়াছেন, জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াই
... জীবন্মুক্ত ও পরম পবিত্র হন ॥৩৭॥

ক্তাশ্চ তে পূতা ভক্তসন্নিধিমাত্রতঃ ॥৩৭॥ বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো মিথ্যা-সাক্ষ্যপ্রদায়কঃ। ন্যাসহারী ভবেৎ পূতো মদ্ভক্ত-স্পর্শদর্শনাৎ ॥৩৮॥ ধর্ম্মং ভজস্ব সততং ত্যজ লোকধর্ম্মান্। সেবস্ব সাধুপুরুষান্ জহি কাম-তৃষ্ণাম্। অন্যস্য দোষগুণ-চিন্তন-মাশু ত্যক্ত্বা সেবাকথারসমহো নিতরাং পিব ত্বম্ ॥৩৯॥ ব্রহ্মেশ-শেষাদি-সুরৈ-রগম্যং ধ্যানৈর্ন কিঞ্চিৎ সনকাদি-ভিশ্চ। বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ নিরূপিতং ন ভজস্ব ভক্ত্যা নবনীতচৌরম্

বিশ্বাস-ঘাতক, মিত্র-হত্যাকারী, মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদাতা, গচ্ছিত বস্তু অপহরণকারী ব্যক্তিও আমার ভক্তকে দর্শন বা স্পর্শ করিবামাত্রই পবিত্র হয় ॥৩৮॥ (ভাগবত) ধর্ম্ম সতত ভজনা কর, লৌকিক ধর্ম্ম সকল ত্যাগ কর, সাধু পুরুষগণের সেবা কর, কামতৃষ্ণা (বিষয় বাসনা) ত্যাগ কর, অন্যের দোষগুণ-চিন্তা অবিলম্বে (আশু) ত্যাগ করিয়া সেবারস ও কথারস, আহা! প্রাণ ভরিয়া [নিতরাং] পান কর ॥৩৯॥ ব্রহ্মা, মহেশ্বর (ঈশ) ও অনন্তাদি দেবগণ যাঁহাকে জানিতে পারেন নাই, [অগম্যম্] ধ্যান দ্বারা

॥৪০॥ ব্রজে বসন্তং নবনীত-চৌরং গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরম্। অনেক-জন্মার্জ্জিত-পাপ-চৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥৪১॥

সনকাদি ঋষিগণ যাঁহাকে কিছুমাত্রও জানিতে পারেন না, বেদ ও পুরাণ সমুহ দ্বারা যিনি নিরূপিত হন না, সেই নবনীত চোরকে ভক্তি সহকারে ভজনা কর ॥৪০॥ যিনি ব্রজে বাস করিয়া নবনীত চুরি করিয়াছেন, যিনি গোপাঙ্গনাগণের বস্ত্র (দুকূল) হরণ করিয়াছেন, যিনি অনেক জন্মার্জ্জিত পাপরাশি চুরি করেন, সেই চৌরাগ্রগণ্য পুরুষকে (আমি) পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥৪১॥

৮। ভক্তি মাহাত্ম্যম্ ।

কৃষি-স্তদ্ভক্তিবচনো নশ্চ তদ্দাস্য-কারকঃ। ভক্তিদাস্যপ্রদাতা যঃ স কৃষ্ণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১॥ পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরান্ মধু। করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ ॥২॥ মুক্তিশ্চ সেবারহিতা ভক্তিঃ সেবাবিবর্দ্ধিনী। হরিভক্তি-স্বরূপা চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ

'কৃষি' (শব্দে) তাঁহাতে ভক্তি বুঝায়, আর ন (শব্দ) তাঁহার দাস্যকারক। যিনি ভক্তি ও দাস্য প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ॥১॥ পরিণামে অশুভ কর্ম্ম, সংসারী জীবগণের (ভ্রান্তানাং) (কাছে) মধুর হইতে মধুর। [এই কর্ম্ম] যিনি নাশ করেন, তিনি মধুসূদন ॥২॥ মুক্তিতে সেবার অভাব, আর ভক্তি সেবা বৃদ্ধি করে। হরিভক্তিস্বরূপা মুক্তিই বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছা করেন ॥৩॥ কৃষ্ণ-কথায় যাঁহার রতি, অশ্রুপাত ও পুলকোদ্গম হয় (শরীরে রোমাঞ্চ) ও তাহাতেই [যাঁহার] মন একেবারে নিমগ্ন

॥৩॥ রতিঃ কৃষ্ণকথায়াং চ যস্যাশ্রু-পুলকোদ্গমঃ। মনো নিমগ্নং তত্রৈব স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ ॥৪॥ মদ্গুণ-শ্রবণাৎ যে চ পুলকাঙ্কিত-বিগ্রহাঃ। গদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাশ্চ নরাস্তে বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥৫॥ পুত্রাদপি পরঃ স্নেহো ময়ি যেষাং নিরন্তরম্। গৃহাদ্যাশ্চ ময়ি ন্যস্তা-স্তে নরা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥৬॥ আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রনৃত্যন্তি পিতামহাঃ। বৈষ্ণবোঽস্মৎকুলে জাতঃ স নঃ সন্তারয়িষ্যতি ॥৭॥ ন জায়েতাং স মদ্বংশে জায়েত তদ্

হয় জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই ভক্ত বলেন ॥৪॥ (শ্রীহরি বলিতেছেন) আমার গুণ শ্রবণ-মাত্রেই যাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত (পুলকাঙ্কিত) হয় ও যাঁহারা গদ্গদবাক্য ও সাশ্রুনেত্র হন, সেই সকল মনুষ্যই বৈষ্ণবোত্তম ॥৫॥ পুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ যাঁহাদের আমাতে সর্ব্বদা (বিদ্যমান, থাকে) ও যাঁহারা গৃহাদিতে আসক্তি আমার জন্য একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল নরই বৈষ্ণবোত্তম ॥৬॥ পিতৃগণ আস্ফোটন করিয়া থাকেন (বাহুতে তাল ঠুকিতে থাকেন) ও পিতামহগণ উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে

বাহ্বাস্ফোট করিতে থাকেন (বাহুতে তাল ঠুকিতে থাকেন) ও পিতামহগণ উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে

বিপদ্যতাম্। আজন্ম-মরণং যস্য বাসুদেবো ন দৈবতম্ ॥৮॥ অবৈষ্ণবাৎ দ্বিজাৎ বিপ্র চণ্ডালো বৈষ্ণবো বরম্। সগণঃ শ্বপচো মুক্তো ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ॥৯॥ হরিভক্তিবিহীনাশ্চ মহাহঙ্কার-সংযুতাঃ স্বপ্রশংসা-রতা ধূর্ত্তাঃ শঠা বৈ সাধুনিন্দকাঃ ॥১০॥ বরং হুতবহ-জ্বালং ভক্তো বাঞ্ছতি পিঞ্জরম্। বরং চ কণ্টকে বাসঃ বরং চ বিষভক্ষণম্ ॥১১॥ হরি-

---

থাকেন যে আমাদের কুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমাদের (সংসার হইতে) সম্যক্ উদ্ধার করিবেন ॥৭॥ এমন পুত্র যেন আমার বংশে জন্মগ্রহণ না করে, যদি জন্মে তবে যেন মরিয়া যায়, যাহার জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত বাসুদেব দেবতা হইবেন না (অর্থাৎ যে জীবনে বাসুদেবের ভক্ত হইবে না) ॥৮॥ অবৈষ্ণব দ্বিজ হইতে, হে বিপ্র, চণ্ডাল বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ (যেহেতু) সপরিবারে [সগণঃ] (সেই বৈষ্ণব) চণ্ডাল মুক্ত হয় (কিন্তু সেই অবৈষ্ণব) ব্রাহ্মণ নরকেই গমন করে ॥৯॥ হরিভক্তি-বিহীন জনগণ অত্যন্ত অহঙ্কারী, আপনার প্রশংসায় রত, ধূর্ত্ত শঠ ও সাধুনিন্দাকারী ॥১০॥ অগ্নিসন্তপ্ত [হুতবহ = অগ্নি।

ভক্তি-বিহীনানাং ন সঙ্গং নাশকারণম্। স্বয়ং নষ্টো ভক্তিহীনঃ বুদ্ধি-ভেদং করোতি চ ॥১২॥ শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকো বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণ-বাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবন-ত্রয়ম্ ॥১৩॥ স কথং ব্রাহ্মণো যস্তু হরিভক্তি-বিবর্জ্জিতঃ। স কথং শ্বপচো যস্তু ভগবদ্‌ভক্তিম নসঃ ॥১৪॥

অগ্নির জ্বাল যাহাতে আছে] পিঞ্জর, ভক্ত বরং বাঞ্ছা করেন, কণ্টকে বাসও (ভক্ত) বরং [বাঞ্ছা করেন] বিষভক্ষণও (ভক্ত) বরং [বাঞ্ছা করেন] (তথাপি) হরিভক্তিবিহীন জনগণের সঙ্গ, [ভক্ত কদাচ বাঞ্ছা করেন] না, (যেহেতু উহাই) বিনাশের [নরকগমনের] একমাত্র কারণ। (কেননা) ভক্তিহীন ব্যক্তি স্বয়ং নষ্ট (বলিয়া) [অপরের] বুদ্ধিভেদ করিয়া থাকে। অর্থাৎ [বিপরীত বুদ্ধি দেয়] ॥১১-১২॥ চণ্ডালকে যেমন দেখিতে নাই (সেইরূপ) দৃষ্টিশীল নর [লোকঃ] অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে (দেখিবে না)। কেননা বৈষ্ণব চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত (অন্ত্যজ জাতি) হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন ॥১৩॥ সে কিরূপে ব্রাহ্মণ (হইবে) যে হরিভক্তি বিবর্জ্জিত। সে কিসে চণ্ডাল, যাঁর মন ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ॥১৪॥ স্মরণ করিলে কিম্বা

(হইবে) যে হরিভক্তি বিবর্জ্জিত। সে কিসে চণ্ডাল, যাঁর মন ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ॥১৪॥ স্মরণ করিলে কিম্বা

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম। পুনাতি ভগবদ্ভক্ত-শ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥১৫॥ ন তপোভি র্ন বেদৈশ্চ ন জ্ঞানেনাপি কর্ম্মণা। হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥১৬॥ নৃণাং জন্ম-সহস্রেণ ভক্তৌ প্রীতির্হি জায়তে। কলৌ ভক্তিঃ কলৌ ভক্তি-র্ভক্ত্যা কৃষ্ণঃ পুরঃস্থিতঃ ॥১৭॥ অলং ব্রতৈ-রলং তীর্থৈ-রলং যোগৈ-রলং মখৈঃ। অলং

সম্ভাষণ করিলে কিংবা পূজা করিলে, হে দ্বিজোত্তম! ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালও (সংসারী জীবকে) অনায়াসে [যদৃচ্ছয়া] পবিত্র করেন ॥১৫॥ তপস্যা দ্বারা নয়, জ্ঞানের দ্বারা নয়, ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরি মিলে; গোপিকাগণই এই বিষয়ে প্রমাণ ॥১৬॥ মনুষ্যগণ সহস্র সহস্র জন্ম ভগবৎ প্রাপ্তির চেষ্টা করিলে, ভক্তিতে প্রীতি জন্মে। কলিতে [কেবল] ভক্তি। ভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত হন ॥১৭॥ ব্রতগুলি পালনের দ্বারা কি হইবে, তীর্থ ভ্রমণে কি হইবে, যোগ করিয়া কি হইবে. যজ্ঞ করিয়াই কি হইবে, জ্ঞান চর্চ্চায় (কথালাপ) কি হইবে? ভক্তিই একমাত্র মুক্তিদায়িনী ॥১৮॥

জ্ঞান-কথালাপৈ-র্ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা ॥১৮॥ যৎফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা। তৎফলং লভতে সম্যক্ কলৌ কেশব-কীর্ত্তনাৎ ॥১৯॥ সত্যাদি-ত্রিযুগে বোধ-বৈরাগ্যৌ মুক্তি-সাধকৌ। কলৌ তু কেবলং ভক্তি-র্ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী ॥২০॥ পুরাণেষু চ বেদেষু চেতিহাসেষু সর্ব্বতঃ নিরূপিতং সারভূতং কৃষ্ণপাদাম্বুজার্চ্চনম্ ॥২১॥ দানানাং চ ব্রতানাং চ

যে ফল তপস্যায় মিলে না, যোগের দ্বারা (হয়) না, সমাধি দ্বারা (হয় না,) কলিকালে কেশব-কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল সম্যক্ লাভ হয় ॥১৯॥ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে [সত্যাদি-ত্রিযুগে] জ্ঞান ও বৈরাগ্য মুক্তির সাধক। কিন্তু কলিতে কেবল ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় ॥২০॥ পুরাণ সকলে, বেদ সকলে ও ইতিহাস সকলে (রামায়ণে ও মহাভারতে) সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পূজাই সারভূত (বলিয়া) নিরূপিত [হইয়াছে] ॥২১॥ দান, ব্রত, সিদ্ধি, তপস্যা, যোগ, বেদ (পাঠ) এ সকলেরই শ্রেষ্ঠ শ্রীহরির [গুণ]

[হইয়াছে] ॥২১॥ দান, ব্রত, সিদ্ধি, তপস্যা, যোগ, বেদ (পাঠ) এ সকলেরই শ্রেষ্ঠ শ্রীহরির [গুণ]

সিদ্ধীনাং তপসাং পরম্। যোগানাং চৈব বেদানাং কীর্ত্তনং সেবনং হরেঃ ॥২২॥ ঋষিভি-র্বহবো লোকে পন্থানঃ প্রকটীকৃতাঃ। শ্রমসাধ্যাশ্চ তে সর্ব্বে প্রায়ঃ স্বর্গফলপ্রদাঃ ॥২৩॥ বৈকুণ্ঠসাধকঃ পন্থাঃ স তু গোপ্যো হি বর্ত্ততে। তস্যোপদেষ্টা পুরুষঃ প্রায়ো ভাগ্যেন লভ্যতে ॥২৪॥ ইদং তত্ত্বমিদং তত্ত্বং মোহিতেনৈব মায়য়া। ভক্তিতত্ত্বং যদা প্রাপ্তং তদা বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥২৫॥ বারি ত্যক্ত্বা যথা হংসঃ পয়ঃ পিবতি

কীর্ত্তন ও পূজা ॥২২॥ ঋষিগণ দ্বারা (ইহ) সংসারে অনেক পথ প্রদর্শিত [হইয়াছে]। সে সকলই শ্রমসাধ্য (ও) সর্ব্বদা [প্রায়ঃ] স্বর্গফলপ্রদ ॥২৩॥ (আহা!) ভগবান্‌কে পাইবার পথ, সেটী কিন্তু গোপনীয় আছে। সেই পথের উপদেষ্টা পুরুষ বহুভাগ্যে লাভ হয় ॥২৪॥ এইটীই যথার্থ কথা (তত্ত্বং), মায়ায় বিমোহিত (জীব) যখন ভক্তিতত্ত্ব পায়, তখনই [তাহার] জগৎ বিষ্ণুময় (হয়) ॥২৫॥ (জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে) জল ত্যাগ করিয়া যেমন হংস সর্ব্বদাই দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ

নিত্যশঃ। এবং ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিষ্ণুভক্তিং সমাশ্রয়েৎ ॥২৬॥ তোয়ং বদ্ধ্বা তু বস্ত্রেণ কৃতং কার্য্যং কথং ভবেৎ। প্রাপ্য দেহং বিনা ভক্তিং ক্রিয়তে হি বৃথা শ্রমঃ ॥২৭॥ বাহুভ্যাং সাগরং তর্ত্তুং যথা মূঢ়োঽভি-বাঞ্ছতি। সংসার-সাগরং তদ্বৎ বিষ্ণুভক্তিং বিনা নরঃ ॥২৮॥ সন্তপ্তানাং মুনিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তি-সুধার্ণবম্। বিনান্যচ্ছরণং কিংবা ভবারণ্যে

সর্ব্বধর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্তি সম্যক্ আশ্রয় করিবে ॥২৬॥ কাপড়ের দ্বারা জল বান্ধিয়া (রাখা) কার্য্য কি করিয়া নিষ্পন্ন (কৃতম্) হইবে? দেহ পাইয়া ভক্তি বিনা [যাহা] করা যায় তাহা শ্রম মাত্র ॥২৭॥ বাহুর দ্বারা সাগর পার হইতে যেমন মূঢ়ই ইচ্ছা করে, সেইরূপ (তদ্বৎ) বিষ্ণুভক্তি বিনা নর সংসার সাগর (পার হইতে ইচ্ছা করে) ॥২৭॥ [সংসার দাবানলে] সন্তপ্ত জনগণের হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণুভক্তিরূপ সুধা-সাগর ভিন্ন (এই) ভয়ানক সংসার অরণ্যে অন্য উপায় আর কি-ই বা আছে? ॥২৯॥ ভগবৎ [সং]

ভয়ানকে ॥২৯॥ সংকথা শ্রবণে বুদ্ধি-র্যস্ত, যস্ত প্রবর্ত্ততে। স স এব স্বয়ং বিষ্ণুস্তস্মৈ তস্মৈ নমো নমঃ ॥৩০॥ বেদার্থ-শ্রবণে বুদ্ধিঃ পুরাণ-শ্রবণে তথা। সৎসঙ্গেঽপি হি যস্তাস্তি স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥৩১॥ বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়স্ততো ভবেজ্ জ্ঞানমতীব নির্মলম্। বিশুদ্ধ-তত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ সম্যগ্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ।৩২।

কথা শ্রবণে যাহার যাহার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়, সেই সেই ব্যক্তিই (অর্থাৎ তিনি যিনিই হউন না কেন) স্বয়ং বিষ্ণু, তাঁহাকে তাঁহাকেই পুনঃ পুনঃ প্রণাম (করি) ॥৩০॥ বেদার্থ শ্রবণে, পুরাণ শ্রবণে, তথা সৎসঙ্গে যাহার বুদ্ধি থাকে (প্রবৃত্তি থাকে) সেই ব্যক্তিই আমাদের [দেবগণের] পূজনীয় ও শ্রেষ্ঠ নর ॥৩১॥ বিষ্ণুভক্তি বিশেষরূপে বুদ্ধিকে নির্ম্মল করে, তাহাতে অতীব নির্ম্মল জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতে বিশুদ্ধ তত্ত্বানুভব হয় (তখন) সম্যক্ জ্ঞান [বিজ্ঞান] লাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয় ॥৩২॥ সকল ভুবন মধ্যে নির্ধন

সকল-ভুবন-মধ্যে নির্ধনাস্তেঽপি ধন্যা নিবসতি হৃদি যেষাং শ্রীহরে-র্ভক্তি-রেকা। হরিরপি নিজলোকং সর্ব্বথাঽতো বিহায় প্রবিশতি হৃদি তেষাং ভক্তিসূত্রোপনদ্ধঃ ॥৩৩॥

হইয়াও তাঁহারাই ধনী, যাঁহাদের হৃদয়ে কেবল শ্রীহরির ভক্তিই সম্যক্ রূপে বাস করিতে পারেন। কেননা, শ্রীহরিও নিজ লোক (বৈকুণ্ঠ) সর্ব্বথা ত্যাগ করতঃ ভক্তিসূত্রে আবদ্ধ [উপনদ্ধ] হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেন ॥৩৩॥

৯। ভগবৎ-প্রপত্তিঃ।

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥১॥ মদ্ভক্তি-বিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্। ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি ॥২॥ ন কর্ম্মণা ন তপসা ন জপৈ-র্নাসনাদিভিঃ। ন জ্ঞানেন ন চান্যেন বশ্যোঽহং শ্রদ্ধয়া

(শ্রীভগবান বলিতেছেন) একবার মাত্র [যে আমার] শরণাগত হয় ও 'আমি তোমার' (তবাস্মি) এই বলিয়া (ইতি) [আমার কৃপা যে] ভিক্ষা করে, (আমি) তাহাকেই অভয় দিই। কেননা এইরূপ করিলে কি পাপী, কি পুণ্যবান্, কি জ্ঞানী, কি জ্ঞানহীন, কি ভক্ত, কি অভক্ত, সকল জীবকেই আমি অভয় দান করি, ইহাই আমার ব্রত ॥১॥ (যাহারা) আমার প্রতি ভক্তিহীন (অতএব) [হি] যাহারা শাস্ত্ররূপ গর্ত্তে (পড়িয়া) মোহগ্রস্ত হয় তাহাদের [তেষাং] জ্ঞান ও মোক্ষ শত শত জন্মেও হয়

বিনা ॥৩॥ শ্রদ্ধা মষ্যস্তি চেৎ পুংসঃ যেন কেনাপি হেতুনা। বশ্যঃ স্পৃশ্যশ্চ দৃশ্যশ্চ পূজ্যঃ সম্ভাষ্য এব চ ॥৪॥ প্রসাদাদ্ দেবতা-ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ। যথেহাঙ্কুরতো বীজং বীজতো বা যথাঙ্কুরঃ ॥৫॥ মন্নামনিরতাবাণী বাঙ্‌মতা খলু নেতরা। মমোপচার-নিরতঃ কায়ঃ

না ॥২॥ কর্ম্মদ্বারা (আমি বশীভূত হই) না তপস্যা দ্বারাও নহে; জপ দ্বারাও নহে, আসনাদি [যোগাদি] দ্বারাও নহে, জ্ঞান দ্বারাও নহে। শ্রদ্ধা বিনা অন্য কোন উপায়েই (অন্যেন) আমি বশ হই না ॥২॥ যদি (চেৎ) কোনও পুরুষের [পুংসঃ] যে কোন কারণেই হউক (যেন কেনাপি হেতুনা) আমার প্রতি শ্রদ্ধা (ময়ি) থাকে, [তাহা হইলে আমিই তাহার] বশীভূত (বশ্যঃ) হই [অতএব সেই পুরুষের সকলে] চরণধূলি লইবে (স্পৃশ্যঃ) দর্শন করিবে [দৃশ্যঃ] পূজা করিবে ও তাহার সহিত আলাপ করিবে (সম্ভাষ্যঃ) ॥৪॥ [ভগবানের] প্রসাদেই (সন্তোষেই) ভগবানে [দেবতা] ভক্তি (জন্মে) ও (ভগবানের) প্রসাদ, ভক্তি হইতেই সম্ভূত হয়। যেজন্য এই সংসারে [ইহ] অঙ্কুর হইতে বীজ (জন্মে) ও বীজ হইতে অঙ্কুর (জন্মে) ॥৫॥ আমার নামে নিরত বাক্যই বাক্য [বলিয়া] পরিজ্ঞাত,

৯। ভগবৎ-প্রপত্তিঃ।

(ভগবানের) প্রসাদ, ভক্তি হইতেই সম্ভূত হয়। যেরূপ এই সংসারে [হয়] অঙ্কুর হইতে বীজ (জন্মে)
ও বীজ হইতে অঙ্কুর (জন্মে) ॥৫॥ আমার নামে নিরত বাকাই বাকা [বলিয়া] পরিজ্ঞাত,

কায়ো ন চেতরঃ ॥৬॥ অনুকূলস্য সঙ্কল্পঃ প্রতিকূলস্য বর্জ্জনম্ রক্ষিষ্য-
তীতিবিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা
শরণাগতিঃ ॥৭॥ অঙ্গীকৃত্যাত্ম-নিক্ষেপং পঞ্চাঙ্গানি সমর্পয়েৎ। ন হ্যস্য
সদৃশং কিঞ্চিদ্-ভুক্তি-মুক্ত্যোস্তু সাধনম্ ॥৮॥ মদ্ভক্ত-জন-বাৎসল্যং
পূজায়াং চানুমোদনম্। স্বয়মভ্যর্চ্চনং চৈব মদর্থে চাঙ্গচেষ্টিতম্ ॥৯॥ মৎ-

---

কোন মতেই (খলু) অন্য বাকা [ইতরা] (বাকা) নহে। আমার সেবা-নিরত দেহই দেহ। অন্য দেহ (ইতরঃ) [দেহ] নহে ॥৬॥ (ভগবানের) অনুকূল বিষয়ের সঙ্কল্প, প্রতিকূল বিষয়ের ত্যাগ [ভগবান্] রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস ও রক্ষকত্বে বরণ করা, (তাঁহার শ্রীপদে) আত্মসমর্পণ তথা দীনতা এই ছয় প্রকারে শরণাগতি (হয়) ॥৭॥ আত্মসমর্পণ [প্রভৃতি] অঙ্গীকার করিয়া পঞ্চ অঙ্গ সমর্পণ করিবে। ইহার (অস্য) তুল্য ভোগ ও মুক্তির সাধন কিন্তু [তু] কিছুই নাই ॥৮॥ আমার ভক্তের প্রতি বাৎসল্য

কথাশ্রবণে ভক্তিচ স্বর-নেত্রাঙ্গ-বিক্রিয়াঃ। মমানুস্মরণং নিত্যং বর্ত্তনং মদ্ব্যপাশ্রয়ম্ ॥১০॥ এবমষ্টবিধং চিহ্নং যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥১১॥ ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচোঽপি যঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো

(দোষে গুণ দেখা) [আমার] পূজার অনুমোদন, স্বয়ং পূজা করা, আমার জন্য অঙ্গচেষ্টা (শারীরিক সমুদয় কার্য্য) আমার কথা শ্রবণে ভক্তি তথা স্বর নেত্র ও অঙ্গের বিকার [অর্থাৎ গদগদ হওয়া অশ্রুপাত ও পুলক] আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ (ও) নিত্য আমাকে আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ। এই আট প্রকার চিহ্ন যে ম্লেচ্ছেও থাকে সেই (ম্লেচ্ছ) ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মুনি ও শ্রীমান্, তিনিই যতি তিনিই পণ্ডিত ॥৯—১১॥ চতুর্ব্বেদজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) আমার প্রিয় নহে তিনি [জাতিতে] চণ্ডাল হইলেও (শ্বপচোঽপি) তিনিই দানের

চতুর্ব্বেদজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) আমার প্রিয় নহে তিনি [জাতিতে] চণ্ডাল হইলেও (শ্বপচোঽপি) তিনিই দানের

হ্যহম্ ॥১২॥ অথ যে মানবা লোকে স্বেচ্ছয়া ধৃত-বিগ্রহাঃ। ভাবাতি-শয়সম্পন্নাঃ পূর্ব্বসংস্কার-সংযুতাঃ॥১৩॥ বিরক্তা বানুরক্তা বা স্ত্র্যাদীনাং বিষয়েষ্বপি। পাপৈ-র্ন তে বিলিপ্যন্তে পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১৪॥ নাস্তি কৃত্যমকৃত্যং চ সমাধি-র্বা পরায়ণম্। ন বিধি-র্ন নিষেধশ্চ তেষাং মম যথা তথা ॥১৫॥ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম পুরুষঃ সাধ্বসাধু বা। সর্ব্বং

উপযুক্ত পাত্র, তাঁহার নিকট হইতেই (দান) গ্রহণ করা উচিত। তিনিই আমার ন্যায় পূজ্য ॥১২॥ যে সকল মনুষ্য (এই) সংসারে নিজের ইচ্ছায় দেহ [বিগ্রহ] ধারণ করিয়াছেন, (অর্থাৎ প্রারব্ধবশে জন্মগ্রহণ করেন নাই) [অতএব যাঁহারা] অতিশয় ভক্তি (ভাব) সম্পন্ন [ও] পূর্ব্ব সংস্কার সংযুক্ত ॥১৩॥ স্ত্রী আদি বিষয়ে (তাঁহারা) অনুরক্তই [হউন] বা বিরক্তই (হউন) পদ্মপত্র জলে (অম্ভসা) যেমন [লিপ্ত হয় না] পাপে তাঁহারা [কখনই] লিপ্ত হন না। ॥১৪॥ (তাঁহাদের কোনও) কার্য্য ও নাই অকার্য্যও নাই, সমাধি কিংবা শরণাগতিও নাই, বিধি ও নাই, নিষেধও নাই। আমার যেমন (মম)

নারায়ণে ন্যস্য কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥১৬॥ অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষ-কাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥১৭॥ অযোগ্যানাঞ্চ কারুণ্যাদ্ ভক্তানাং পরমেশ্বরঃ। প্রসীদতি ন সন্দেহো বিগৃহ্য বিবিধান্ মলান্ ॥১৮॥ ত্রৈলোক্যে ভক্তিসদৃশঃ পন্থা নাস্তি সুখাবহঃ। চতুর্যুগেষু দেবেশি কলৌ তু সুবিশেষতঃ ॥১৯॥ যো ভক্তিমান্

তাঁহাদেরও তেমনই (তেষাং তথা) [নাই] ॥১৫॥ পুরুষ যাহা কিছু কর্ম্ম করে সে সৎকর্ম্মই হউক (সাধু) আর অসৎ কর্ম্মই হউক, সমস্তই নারায়ণে অর্পণ করিলে (সেই সকল কার্য্য) করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না ॥১৬॥ কামনা বিহীনই হউক, সর্ব্ব কামনা যুক্তই হউক, মোক্ষকামীই হউক; সুবুদ্ধি জন (উদারবুদ্ধি) (ব্যক্তি) তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরম পুরুষকে ভজনা করিবে ॥১৭॥ অযোগ্য ভক্তগণের [অযোগ্যানাং ভক্তানাম্] প্রতি করুণা বশতঃ ভক্তগণের পরমেশ্বর [তাহাদের] নানাবিধ পাপ গ্রহণ করতঃ (বিগৃহ্য বিবিধান্ মলান্) [তাঁহাদের প্রতি] প্রসন্ন হন, সংশয় নাই ॥১৮॥ ত্রিভুবনে ভক্তির মত সুখজনক পথ

পুমান্ লোকে সদাহং তৎসহায়কৃৎ। বিঘ্নকর্ত্তা রিপুস্তস্য দণ্ড্যো নাত্র চ সংশয়ঃ ॥২০॥ ভক্তাধীনোঽহমেবাস্মি তদ্বশাৎ সর্ব্বকার্য্যকৃৎ। অযথোচিত-কর্ত্তা হি প্রসিদ্ধো ভুবনত্রয়ে ॥২১॥ যদা যদা বিপত্তির্হি ভক্তানাং ভবতি ক্বচিৎ। তদা তদা হরাম্যাশু তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশঃ সদা ॥২২॥ যো ভাবগদ্‌গদো ভূত্বা রোদিত্যচ্যুত-সন্নিধৌ। তস্য কৃষ্ণঃ পরিক্রীত-স্তস্মাদ্

(পন্থাঃ) নাই। হে দেবেশি! চারিযুগে [ইহা সত্য] (কিন্তু) কলিযুগে বিশেষ করিয়া [ইহা সত্য] ॥১৯॥ এই সংসারে (লোকে) যে পুরুষ ভক্তিমান্, আমি সর্ব্বদাই তাহার সহায়তা করিয়া থাকি। তাহার বিঘ্নকারী শত্রু (সর্ব্বদাই আমার) দণ্ডনীয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥২০॥ আমি ভক্তের সম্পূর্ণ অধীন, তাঁহার বশে (আমি উচিত অনুচিত) সকল কার্য্যই করিয়া থাকি। [আমি ভক্তাধীন হইয়া] অযথোচিত কর্ত্তা (অন্যায়কারী) [ইহা] ত্রিভুবনে বিখ্যাত ॥২১॥ যখন যখন কোনও প্রকারে কোনও স্থানে (ক্বচিৎ) ভক্তগণের বিপদ্ হয় তখনই তখনই (আমি) শীঘ্র [আশু] তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা

বিভ্যতি দেবতাঃ ॥২৩॥ দানং ব্রতং তপো যজ্ঞঃ শ্রাদ্ধং বা পিতৃতর্পণম্।
সকলং নিষ্ফলং লোকে হরিসঙ্কীর্ত্তনং বিনা ॥২৪॥ ব্রতং ধর্ম্মং বরা-
রোহে মাঙ্গল্যং মুখ-নিঃসৃতম্। অহমেকো বিজানামি মদ্ভক্তা যে জনা
ভুবি ॥২৫॥ কিং তেষাং জীবিতেনেহ পশুবচ্চেষ্টিতেন চ। যেষাং ন
প্রবণং চিত্তং বাসুদেবে জগন্ময়ে ॥২৬। লোকে স ধন্যঃ স শুচিঃ স

(সেই বিপদ) নাশ করি ॥২২॥ যিনি ভক্তিতে গদ্গদ্ হইয়া অচ্যুত [যাঁহার দয়ার বিরাম নাই] শ্রীকৃষ্ণের
সন্নিধানে রোদন করেন, তাঁহার [নিকট] শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ বিক্রীত। তাঁহাকে [তস্মাৎ] দেবতাগণও
ভয় করেন ॥২৩॥ দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ কিংবা পিতৃতর্পণ, সংসারে [লোকে] এ সকলই নিষ্ফল,
যদি হরিসংকীর্ত্তন [যুক্ত] না [হয়] ॥২৪॥ মঙ্গলকর [মাঙ্গল্যং] (ও আমার) মুখ-নিঃসৃত ব্রত [ও]
ধর্ম্ম, হে বরারোহে। কেবল আমিই বিশেষ করিয়া জানি, আর পৃথিবীতে [ভুবি] যাঁহারা আমার
ভক্ত [তাঁহারাই জানেন] ॥২৫॥ সংসারে [ইহ] [illegible]

কেবল আমিই বিশেষ করিয়া জানি, আর পৃথিবীতে [ভূবি] যাহারা আমার ভক্ত [তাঁহারাই জানেন] ॥২৫॥ সংসারে [ইহ] তাহাদের জীবনধারণের কি প্রয়োজন ? পশুর ন্যায়

বিদ্বান্ মখৈস্তপোভিঃ স গুণৈর্বরিষ্ঠঃ। জ্ঞাতা স দাতা স হি সত্যবক্তা যস্যাস্তি ভক্তিঃ পুরুষোত্তমাখ্যে ॥২৭॥

(আহার বিহারের) চেষ্টার [কি প্রয়োজন], যাঁহাদের চিত্ত অন্তর্যামী (জগন্ময়ে) বাসুদেবে আসক্ত (প্রবণম্) [নহে] ? ॥২৬॥ সংসারে তিনিই ধন্য, তিনিই পবিত্র, তিনিই বিদ্বান্, যজ্ঞে তপস্যায় ও গুণে তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই দাতা, তিনিই সত্যবাদী, যাঁহার পুরুষোত্তম (শ্রীকৃষ্ণে) ভক্তি আছে ॥৩২॥

ধনং কলত্রাণি তথানুজীবিনঃ সুতাশ্চ ভূমিঃ সুহৃদোঽথ বান্ধবাঃ।
ভবে ভবে মে হ্যভবন্ননেকশঃ স্মরন্তি মাং তে ন ন তান্ স্মরাম্যহম্ ॥১॥
এবং সদা সকল-জন্মসু দেবদেব ভ্রাম্যন্ স্বভাব-বশগো নিজ-কর্ম্ম-যোগাৎ। দুঃখা-তি-দুঃখ-মনুভূয় বিবেকহীন-স্ত্বৎপাদ-পদ্মমভয়ং ন

ধন, স্ত্রী, ও (তথা) পরিজনবর্গ, পুত্র, ভূসম্পত্তি, সুহৃদ ও বান্ধব [এ সকল] জন্মে জন্মে আমার অনেকই হইয়াছে (কিন্তু) তাহারা আমাকে স্মরণ করে না [ও] আমিও তাহাদিগকে স্মরণ করি না ॥১
এইরূপে সর্ব্বদা সকল জন্মে, হে দেবদেব! স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নিজকর্ম্মবশে (সংসারে) পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করতঃ (ভ্রাম্যন্) দুঃখ হইতে অতি দুঃখ অনুভব করিয়াও বিবেকহীন আমি তোমার অভয়

পাদপদ্ম ভজনা করি না। (আমার ন্যায়) মূর্খ [আর নাই] ॥২॥ তুমি সর্ব্বলোকে ও বেদে পুরুষোত্তম

ভজামি মূর্খঃ ॥২॥ ত্বং লোকবেদবিদিতঃ পুরুষোত্তমোঽসি ক্ষান্তিশ্চ তে নিরবধিঃ প্রথিতা হি লোকে। ত্বৎপাদয়ো-র্নিপতিতস্য মমাপরাধান্ ক্ষন্তুং ত্বমর্হসি হরে পুরুষাধমস্য ॥৩॥ ব্রহ্মাদিভি-র্বুধবরৈ-র্নিজসূক্তি-ভি-স্তে সম্যক্ স্তুতোঽপি মহিমা মলিনত্বমেতি। এবং যদা কুমনুজেন ময়া কৃতং তে স্তোত্রং কথং ন ভবতীহ মহৎ-কুবাচ্যম্ ॥৪॥ তত্ত্বেন যস্য

বলিয়া বিদিত। তোমার ক্ষমার অবধি নাই (ইহ) জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে। আমি তোমার শ্রীপাদযুগলে নিপতিত। আমার অপরাধ সকল, হে হরে! কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা কর [কেননা আমি] পুরুষাধম (অতএব তোমার ক্ষমার একমাত্র পাত্র)। ব্রহ্মাদি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠগণ নিজ নিজ উত্তমবাক্য দ্বারা তোমার সম্যক্ স্তব করিলেও তোমার মহিমা মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় (এবং) যখন এই অধম মনুষ্য (কুমনুষ্য) আমি তোমার স্তব করিলাম [তখন] তাহা কেন না অতি কুবাক্য হইবে? ॥৪॥ যাঁহার মহিমা সমুদ্রের জলকণার [শীকর] অণুমাত্র মহাদেব ব্রহ্মাদি (শর্ব্বপিতামহাদ্যৈঃ) যথার্থরূপে [তত্ত্বেন]

মহিমার্ণব-শীকরাণুঃ শক্যো ন মাতুমপি শর্ব্ব-পিতামহাদ্যৈঃ। কর্ত্তুং তদীয়-মহিম-স্তুতি-মুদ্যতায় মহ্যং নমোঽস্তু কবয়ে নিরপত্রপায় ॥৫॥ অস্ত্বেব-মেব তদপীশ তথাপি দেব ত্বং সর্ব্বলোক-হিত-দানরতঃ পিতাসি। বাৎসল্যতো ভবিতু-মর্হতি মে বচোঽপি হৃদ্যং মনোহরতরং মধুরং তবেষ্টম্ ॥৬॥ কদা ত্বদীয়ৈ-র্গতমান-মৎসরৈ-র্দয়াপরৈ-র্হংসকুলৈ-

পরিমাণ করিতেও (মাতুমপি) সমর্থ নহেন [ন শক্যঃ] তাঁহারই মহিমার স্তুতি করিতে [আমি] উদ্যত। আমাকে প্রণাম। (আমি অতি) নির্লজ্জ কবি ॥৫॥ তাহা [তদপি] এইরূপ হউক [অস্তু এবমেব]। তথাপি [তদপি] হে ঈশ হে দেব তুমি সর্ব্বলোকের হিতসাধনে [হিতদান] নিযুক্ত [পরম] পিতা। [অতএব তোমার] বাৎসল্যগুণে [দোষকে গুণ জ্ঞান কর বলিয়া] আমার বাক্যও প্রিয় অতি মনোহর মধুর ও তোমার ইষ্ট (অভিলষিত) হইতে পারে [ভবিতুমর্হতি] ॥৬॥ কবে তোমার গতমান-মৎসর

(যাঁহাদের অভিমান ও মৎসর বিদূরিত হইয়াছে) দয়াপর [পরম [হংসকুলের নিরন্তর সঙ্গ (পরমঃ সঙ্গমঃ)

নিরন্তরম্। ভবাপহো মে পরমোঽত্র সঙ্গমো ভবেদ্ যথা ত্বদ্ বিষয়ে মনো বিশেৎ ॥৭॥ কিয়চ্চিরং রোদিমি দুঃখসাগরে বিনাবলম্বং নিতরাং দয়ানিধে। স্বদর্শনং দেহি তথা কিলৈকদা যথা স্মৃতিঃ স্যান্ মম নাথ সর্ব্বদা ॥৮॥ স্বপ্নেঽপি মে দেহি ভবদ্ বিলোকনং যথা কথং বাঽপি যথা ভবদ্রুচিঃ। মহাকুসঙ্গাদ্ হৃদয়ে প্রসঞ্জিতং মদীয়-নাস্তিক্য-

---

ইহা সংসারে [অত্র] আমার লাভ হইবে ? (মে ভবেৎ) যাহাতে [যথা] ভবব্যাধি বিনাশ হয় (ভবাপহঃ) ও তোমার বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয় (বিশেৎ) [অর্থাৎ আমার ভক্তি হয়] ॥৭॥ কত কাল আর [কিয়চ্চিরং] দুঃখ সাগরে আশ্রয় বিনা (বিনাবলম্বং) রোদন করিতে থাকিব ? হে একান্ত [নিতরাং] দয়ানিধে। একবার [একদা] সেইরূপে [তথা] নিজ দর্শন দাও যাহাতে [যথা] নিঃসন্দেহ [কিল] হে নাথ ! [তোমার] স্মৃতি আমার সর্ব্বদা থাকে [স্যাৎ] ॥৮॥ স্বপ্নেও আমাকে তোমার দর্শন [বিলোকন] দাও। যে কোন প্রকারে হউক [যথাতথম্] আর [অপি] যে রকমে তোমার রুচি হয় [সেই রকমেই

মপাকুরু প্রভো ॥৯॥ জ্ঞানঞ্চ শক্তিমপি ধৈর্য্যমথো বিবেকং ত্বদ্দত্তমেব সকলং লভতে মনুষ্যঃ। কিং মেঽস্তি যেন ভবতো বিদধামি চর্য্যাং স্বেনৈব তুষ্যতু ভবান্ করুণাগুণেন ॥১০॥ অবৈমি তে নাথ পরাং দয়াং তদা রুচির্যদৈবাত্মহিতেক্ষণে ভবেৎ। অনাত্মবিদ্যা-বশগস্য মে পুনঃ সদাঽনুতাপঃ স্বকৃতে কুকর্ম্মণি ॥১১॥ তস্মাদকিঞ্চন-মনন্যগতিঞ্চ দীনং

দর্শন দাও। (অনাদি কাল হইতে) মহাকুসঙ্গ বশতঃ [আমার] হৃদয়ে বিশেষ দৃঢ়ীভূত (প্রসজ্জিতং) আমার নাস্তিকতা, হে প্রভো! (কৃপাপূর্ব্বক) দূর কর [অপাকুরু] ॥৯॥ জ্ঞান, শক্তি, ধৈর্য্য ও বিবেক (এই সকল) কেবল [এব] তোমারই দান [রূপে] মনুষ্য [এই] সকল লাভ করে। আমার কি আছে, যদ্দারা তোমার পূজা (চর্য্যা) করিব? নিজেই দয়াগুণে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও ॥১০॥ হে নাথ তোমার পরম দয়া তখনই [তদা] জানিব [অবৈমি] যখন আমার আত্মহিত দর্শনে [আত্মহিতেক্ষণে]

তোমার নিকট যাইয়া তখনই [তদা] জানিব [অবৈমি] যখন আমার আত্মহিত দর্শনে [আত্মহিতেক্ষণে]

নো দুষ্কৃতা-দুপরতং ত্রিবিধা-দনল্পাৎ। কর্ম্মাদি-হীনমিহ নিত্য-সুখান-
ভিজ্ঞমেনং বিলোকয় হরে করুণাদ্র্-দৃষ্ট্যা ॥১২॥ সংসার-মরুকান্তার-
গত্যা শ্রান্তায় মে ভৃশম্। শরণং দেহি গোবিন্দ চরণং তে দয়ানিধে॥১৩॥
স্ব-সত্য-সঙ্কল্পবশেন কেবলং গৃহাণ কর্ত্তুং নিজ-নিত্য-কিঙ্করম্।
দুরাশিকাং মে বিনিবার্য্য সর্ব্বতো নিজাশয়া বর্দ্ধয় দীনচেতনম্॥১৪॥

হইবে ॥১১॥ অতএব এ দীনকে [দীনং] হে হরে! করুণাদৃষ্টিতে বিলোকন কর।] দীন কেন? যেহেতু আমি] অকিঞ্চন। অনন্যগতি। কায়মনোবাক্য-কৃত [ত্রিবিধাৎ] বহু [অনল্পাৎ] পাপ (দুষ্কৃতাৎ) হইতে বিরত নহি [নো উপরতং]। কর্ম্মাদিহীন ও নিত্য সুখ বিষয়ে অজ্ঞ ॥১২॥ সংসার রূপ মরুভূমির দুর্গম পথে (পুনঃ পুনঃ) গমনাগমন করিয়া আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি। হে গোবিন্দ! আমাকে শরণ দাও। হে দয়ানিধে! তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও ॥১৩॥ কেবল নিজ সত্য-সঙ্কল্প-বশে (আমাকে) গ্রহণ কর। (কেবল) নিজ নিত্য কিঙ্কর করিবার জন্যই [আমাকে গ্রহণ কর] আমার দুরাশাও

অপরাধ সহস্র-সঙ্কুলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে। অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবল-মাত্মসাৎ কুরু ॥১৫॥ যাদৃশ-স্তাদৃশো বাঽপি তব দাসোঽস্মি কেবলম্। ইতি বক্তার-মেনং মাং মা জহীহি রমাসখ ॥১৬॥ মহাপুরুষ-সিংহায় শ্রিতোত্তরণ-সেতবে। সর্ব্বলোক-শরণ্যায় নমো দীনার্ত্তিহারিণে ॥১৭॥ আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম নারায়ণানন্ত নিরা-

---

সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করিয়া স্বকীয় ইচ্ছা দ্বারা [নিজাশয়া] এই কুবুদ্ধি হইতে আমাকে [দীনচেতনম্] (সর্ব্বতোভাবে উন্নত কর। [অর্থাৎ আমার কুবুদ্ধি দূর করিয়া ভক্তি দাও] ॥১৪॥ আমি সহস্র সহস্র অপরাধ করি। [আমি] ভয়ানক ভবসমুদ্র গর্ভে পতিত। আমার অন্য গতি নাই। আমি শরণাগত। হে হরে! আপনি কেবল কৃপা করিয়া আমাকে আপনার অধীন দাস করুন ॥১৫॥ আমি যা হই তা হই [কিন্তু মুখেও বলি] আমি কেবল তোমারই দাস। এই কথা যে মুখেও বলিতেছি এজন্য এই অধম (এনং) আমাকে হে রমাসখ পরিত্যাগ করিও না ॥১৬॥ হে মহা-পুরুষ-সিংহ! হে আশ্রিত জনের

ময়েতি। বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিদহো জনানাং বাসনানি মোক্ষে ॥১৮॥ শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজ-মধুনো-র্মহদন্তরম্। তৎপায়িনো ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্তি যদপায়িনঃ ॥১৯॥ মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্ত-মেকান্ত-মিয়ন্ত-মর্থম। অবিস্মৃতি-স্তচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ

উদ্ধারের সেতু স্বরূপ (হে) সর্ব্বলোকের আশ্রয়! (হে) দীন ব্যক্তির আর্ত্তিহারিন্! তোমাকে প্রণাম ॥১৭॥ আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ, রাম; নারায়ণ, অনন্ত নিরাময় এই সকল নাম বলিতে সমর্থ হইলেও কেহই বলে না। অহো জনগণের মোক্ষ বিষয়ে (কি ভয়ানক) অনিচ্ছা [বাসনানি] ॥১৮॥ শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম (রূপ মধু ও সামান্য মধু এই) উভয় মধুর [মদ্যের] মধ্যে অনেক প্রভেদ। শ্রীগোবিন্দ পাদ-পদ্মরূপ মদ্যপানকারী মোহগ্রস্ত হয় না। আর যাহারা তাহা পান না করে (তাহারাই মোহগ্রস্ত হয়)। সামান্য মদ খাইলে নেশা হয়। না খাইলে নেশা হয় না। শ্রীগোবিন্দপাদপদ্ম রূপ মদ্য খাইলে সংসার নেশা ছুটে। (না খাইলে সংসার নেশা হয়) ॥১৯॥ হে মুকুন্দ! মস্তকের দ্বারা (মূর্দ্ধ্না) প্রণাম করতঃ

ময়েতি। বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিদহো জনানাং বাসনানি মোক্ষে ॥১৮॥ শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজ-মধুনো-র্মহদন্তরম্। তৎপায়িনো ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্তি যদপায়িনঃ ॥১৯॥ মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্ত-মেকান্ত-মিয়ন্ত-মর্থম্। অবিস্মৃতি-স্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ

উদ্ধারের সেতু স্বরূপ (হে) সর্ব্বলোকের আশ্রয়! (হে) দীন ব্যক্তির আর্ত্তিহারিন্! তোমাকে প্রণাম ॥১৭॥ আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ, রাম, নারায়ণ, অনন্ত নিরাময় এই সকল নাম বলিতে সমর্থ হইলেও কেহই বলে না। অহো জনগণের মোক্ষ বিষয়ে (কি ভয়ানক) অনিচ্ছা [বাসনানি] ॥১৮॥ শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম (রূপ মধু ও সামান্য মধু এই) উভয় মধুর [মদ্যের] মধ্যে অনেক প্রভেদ। শ্রীগোবিন্দ পাদ-পদ্মরূপ মদ্যপানকারী মোহগ্রস্ত হয় না। আর যাহারা তাহা পান না করে (তাহারাই মোহগ্রস্ত হয়)। সামান্য মদ খাইলে নেশা হয়। না খাইলে নেশা হয় না। শ্রীগোবিন্দপাদপদ্ম রূপ মদ্য খাইলে সংসার নেশা ছুটে। (না খাইলে সংসার নেশা হয়) ॥১৯॥ হে মুকুন্দ! মস্তকের দ্বারা (মূর্দ্ধ্না) প্রণাম করতঃ

॥২০॥ ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধী-রপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাংক্ষে ॥২১॥ অজাত-
পক্ষা ইব মাতরং খগা-স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ। প্রিয়ং প্রিয়েব
ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥২২॥ মমোত্তম-শ্লোক-

---

আপনার নিকট (ভবন্তং) এই অর্থ [ইয়ন্তমর্থং] একান্ত যাচ্ঞা করি তোমার শ্রীচরণারবিন্দে অবিস্মৃতি (সর্ব্বদা স্মরণ) [যেন] তোমার প্রসাদে জন্মে জন্মে হয় [ভবে ভবে] ॥২০॥ হে সমঞ্জস (সুন্দর) (আমি) তোমাকে ছাড়িয়া [বিরহয্য] (কিছুই) চাহি না স্বর্গরাজ্যও [নাকপৃষ্ঠং] নহে, ব্রহ্মপদ ও (পারমেষ্ঠ্যং) নহে, সার্ব্বভৌমপদও নহে, রসাতলের আধিপত্যও নহে, যোগসিদ্ধিও নহে, মুক্তিও নহে ॥২১॥ অজাতপক্ষ (যাহার পালক উঠে নাই) [ক্ষুধার্ত্ত] পক্ষি [শাবক] গণ [খগাঃ] যথা মাতাকে (মাতরং) দেখিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয় [দিদৃক্ষতে], ক্ষুধার্ত্ত বৎসতরগণ যথা (মাতৃ) স্তন্য (নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়), বিরহ-কাতরা স্ত্রী [বিষণ্ণা প্রিয়া] যথা বিদেশগত স্বামীকে (ব্যুষিতং)

জন্য (নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়), বিরহ-কাতরা স্ত্রী [বিষণ্ণা প্রিয়া] যথা বিদেশগত স্বামীকে (বুষিতং)

জনেষু সখ্যং সংসার-চক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ। তন্মায়য়াত্মা-ত্মজ-দার-গেহে-ষ্বাসক্ত-চিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥২৩॥ নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্ভব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহ-যুগগতা নিশ্চলা ভক্তি-

---

[প্রিয়ং] (দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়), হে কমললোচন! আমার মনও [তেমনই] তোমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। (ত্বাং দিদৃক্ষতে) ॥২২॥ আমার [যেন] উত্তম-শ্লোক-জনগণের (ভগবদ্ভক্তগণের) সহিত সখ্য [হয়]। সংসারচক্রে স্বকর্ম্মবশে (পুনঃ পুনঃ) ভ্রমিতে থাকি [তাহাতে ক্ষতি নাই] তোমার মায়ায় যে ব্যক্তি আত্মা (দেহ) ও পুত্র আত্মজা স্ত্রী দার গৃহ গেহ ইত্যাদিতে আসক্তচিত্ত এমন কোনও লোকের সহিত হে নাথ যেন সখ্য না হয় ॥২৩॥ আমার ধর্ম্মে আস্থা নাই। ধনরাশিতে আস্থা নাই। কামোপভোগেও আস্থা নাই। হে ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার যা হইবার তাহাই হউক। আমার এই প্রার্থনা ও ইহাই আমার বহুমত

রস্তু ॥২৪॥ ভবজলধি-গতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং সুত-দুহিতৃ-কলত্র-ত্রাণ-ভারাবৃতানাম্। বিষম-বিষয়-তোয়ে মজ্জতা-মপ্লবানাং ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥২৫॥

(পরম আদরের জিনিষ) (যেন) জন্মজন্মান্তরেও তোমার শ্রীপাদপদ্মযুগলে নিশ্চলা ভক্তি আমার থাকে ॥২৪॥ (যে সকল জনগণ) ভবসমুদ্রে পতিত সুখ-দুঃখাদি রূপ (দ্বন্দ্ব) বায়ু দ্বারা আহত, পুত্র কন্যা ও স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ-রূপ মহাভারে (সম্পূর্ণ) আচ্ছন্ন (আবৃত) বিষম (তরঙ্গায়িত) বিষয়রূপ জালে নিমগ্ন (অথচ) নৌকা (প্লব) বিহীন, (সেই সকল) জনগণের শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মরূপ নৌকাই (বিষ্ণুপোতঃ) একমাত্র (একো) আশ্রয় ॥২৫॥

১১। ভক্ত গীতম্।

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ। গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে গোবিন্দ গোবিন্দ নমামি নিত্যম্ ॥১॥ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণত-ক্লেশ-নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩॥ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং

হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ! হে হরে! হে মুরারে! হে গোবিন্দ! হে মুকুন্দ! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে গোবিন্দ! হে চক্রধর! হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ! আমি তোমাকে নিত্য প্রণাম করিতেছি ॥১॥ হে কৃষ্ণ! হে বাসুদেব! হে হরে! হে পরমাত্মন্! হে শরণাগত ব্যক্তির দুঃখ নাশকারিন্! হে গোবিন্দ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥২॥ ব্রহ্মণ্যদেবকে প্রণাম। গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতকারী তথা জগতের কল্যাণকারী শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥৩॥ অপবিত্রই হউক্ অথবা পবিত্রই হউক্

গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর-শুচিঃ ॥৪॥ শ্রীরাম-নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ। শ্রীকেশবানন্ত নৃসিংহ বিষ্ণো মাং ত্রাহি সংসার-ভুজঙ্গ-দষ্টম্ ॥৫॥ নমামি নারায়ণ-পাদপঙ্কজং করোমি নারায়ণ-পূজনং সদা। বদামি নারায়ণ-নাম-নির্ম্মলং স্মরামি নারায়ণ-তত্ত্বমব্যয়ম্ ॥৬॥ ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ

অথবা যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হউক না কেন, যে পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে সে বাহিরে ও ভিতরে পবিত্র হয় (অর্থাৎ তাহার ভিতর-বাহির সব নির্ম্মল হয়) ॥৪॥ হে শ্রীরাম! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে গোবিন্দ! হে বৈকুণ্ঠ! হে মুকুন্দ! হে কৃষ্ণ! হে শ্রীকেশব! হে অনন্ত! হে নৃসিংহ! হে বিষ্ণু! (তুমি) আমাকে রক্ষা কর। সংসাররূপ-সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে ॥৫॥ নারায়ণের পাদপঙ্কজে (সর্ব্বদা) প্রণাম করি। সর্ব্বদা নারায়ণকে পূজা করি, নারায়ণের নির্ম্মল নাম (সর্ব্বদা) উচ্চারণ করি। অব্যয় নারায়ণের তত্ত্ব (সর্ব্বদা) স্মরণ করি ॥৬॥ তুমিই (আমার) মাতা, তুমিই (আমার) পিতা, তুমিই

নারায়ণের তত্ত্ব (সর্ব্বদা) স্মরণ করি ॥৬॥ তুমিই (আমার) মাতা, তুমিই (আমার) পিতা, তুমিই

সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব-দেব ॥৭॥ মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্ ॥৮॥ স্মৃতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥৯॥ হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥১০॥

(আমার) বন্ধু, তুমিই আমার সখা। তুমিই [আমার] বিদ্যা, তুমিই (আমার) ধন [দ্রবিণং]। হে দেবদেব! তুমিই আমার সব ॥৭॥ যাঁহার কৃপা (যৎকৃপা) বোবাকে বাচাল করে [ও] পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি ॥৮॥ যাঁহাকে (যত্র) স্মরণ করিলে [স্মৃতে] (মনুষ্য) সকল কল্যাণের পাত্র হয়, সেই অজ নিত্য পুরুষ শ্রীহরির শরণ লই ॥৯॥ [হরির] নাম, (হরির) নামই আমার জীবন। কলিকালে অন্য গতি নাই, নাই, নাই ॥১০॥ কৃষ্ণে যাঁহারা রত ও

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণ-মনুস্মরন্তি রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে। তে ভিন্ন-দেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণম্ হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে ॥১১॥ হে জিহ্বে রস-সারজ্ঞে সর্ব্বদা মধুর-প্রিয়ে। নারায়ণাখ্য-পীযূষং পিব জিহ্বে নিরন্তরম্ ॥১২॥ এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থা যত্র সম্পূজ্যতে হরিঃ। কুপথং তং বিজানীয়াৎ গোবিন্দ-রহিতাগমম্ ॥১৩॥ বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেঽন্যং

কৃষ্ণকে অনুক্ষণ স্মরণ করেন তথা রাত্রিতেই পুনরায় (নিদ্রা হইতে) উঠিয়া যাঁহারা কৃষ্ণকে [স্মরণ করেন] তাঁহারা (কৃষ্ণ হইতে) অভিন্ন-দেহ ও কৃষ্ণেই প্রবেশ করেন। মন্ত্র পূর্ব্বক প্রদত্ত ঘৃত (হবিঃ) যেমন অগ্নিতেই [প্রবেশ করে] ॥১১॥ হে জিহ্বে! তুমি রসের সার গ্রহণ করিতে নিপুণ ও সর্ব্বদা মধুর দ্রব্য তোমার প্রিয়। (অতএব) হে জিহ্বে! নারায়ণ-নামামৃত, নিরন্তর পান কর ॥১২॥ ইহাই নিষ্কণ্টক পন্থা যাহাতে শ্রীহরি সম্যক্ পূজিত হন। (আর) তাহাকেই কুপথ (বলিয়া) জানিবে, যে পথ গোবিন্দ বিরহিত ॥১৩॥ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য

১১। ভক্তগীতম্। ৮৫

(বলিয়া) জানিবে, যে পথ গোবিন্দ বিরহিত ॥১৩॥ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য

দেবমুপাসতে। তৃষিতা জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছন্তি দুর্ভগাঃ ॥১৪॥ তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী সিন্ধুঃ সরস্বতী চ। সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গঃ ॥১৫॥ গোকোটিদানং গ্রহণেষু কাশী প্রয়াগ-গঙ্গাযুত-কল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণদানং গোবিন্দ নাম্না ন কদাপি তুল্যম্ ॥১৬॥ সা হানি-স্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধজড়মূকতা।

দেবতার উপাসনা করে, সেই দুর্ভাগাগণ, তৃষিত হইয়া জাহ্নবী-তীরে কূপ খনন করিতে বাঞ্ছা করে ॥১৪॥ সেই স্থানেই গঙ্গা যমুনা ও ত্রিবেণী, গোদাবরী, সিন্ধু ও সরস্বতী, সকল তীর্থই সেখানে বাস করেন যেখানে (ভগবান্) অচ্যুতের অত্যুত্তম লীলা-কথার প্রসঙ্গ হয় ॥১৫॥ গ্রহণের সময় কোটি কোটি গো-দান. কাশীস্থ ও প্রয়াগে গঙ্গাতীরে অযুতকাল কল্পবাস, অযুত যজ্ঞানুষ্ঠান, মেরুপর্ব্বত-তুল্য সুবর্ণ-দান (এ সকল) গোবিন্দনামের তুল্য কখনই হয় না ॥১৬॥ এক মুহূর্ত্ত বা একক্ষণও যে বাসুদেবের চিন্তা করে না ইহাই

যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্তিতঃ ॥১৭॥ শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং নিরন্তরম্। ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥১৮॥ অচ্যুতানন্ত-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভেষজাৎ। নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥১৯॥ আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা ঘোরেষু ব্যাঘ্রাদিষু বর্ত্তমানাঃ। সঙ্কীর্ত্ত্য নারায়ণ-শব্দমাত্রং বিমুক্ত-দুঃখাঃ

হানি, বিষম ত্রুটী ও ইহাই অন্ধ ও জড়জনের মূকতা (অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই একাধারে অন্ধ, জড়বুদ্ধি ও মূক) ॥১৭॥ এই শরীর নব-ছিদ্র-যুক্ত ও নিরন্তর ব্যাধিগ্রস্ত। গঙ্গাজলই [ইহার] ঔষধ ও স্বয়ং নারায়ণই বৈদ্য ॥১৮॥ অচ্যুত অনন্ত গোবিন্দ নামোচ্চারণরূপ ঔষধ দ্বারা সকল রোগ নষ্ট হয়। (ইহা) আমি সত্যই বলিতেছি ॥১৯॥ [যাহারা] আর্ত্ত, দুঃখিত, অবসন্ন, ভীত (ও যাহারা] ভয়ানক ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হয় (তাহারা নারায়ণ) শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিলেই সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখী হয় ॥২০॥ যিনি হংসগণকে শুক্লবর্ণ করিয়াছেন, টিয়াপাখীকে যিনি হরিদ্বর্ণ করিয়াছেন

১১। শুকগীতম্। ৮৭

বিমুক্ত হইয়া সুখী হয় ॥২০॥ যিনি হংসগণকে শুক্লবর্ণ করিয়াছেন, টিয়াপাখীকে যিনি হরিদ্বর্ণ করিয়াছেন

সুখিনো ভবন্তি ॥২০॥ যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ। ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি ॥২১॥ ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তা বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স ভক্তান্ কিমুপেক্ষতে ॥২২॥ রাম নাম দৃঢ়া নৌকা সংসারার্ণব-তারিণী। বিশ্বাসিনাং ফলং তত্র নান্যেষাং তু কদাচন ॥২৩॥ লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ। যেষামিন্দীবর-শ্যামো হৃদয়স্থো

(ও) ময়ূরগণকে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই তোমার জীবিকার বিধান করিবেন ॥২১॥ বৈষ্ণবগণ অন্ন বস্ত্রের জন্য বৃথা চিন্তা করেন না (কারণ) যিনি দেব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভরণ পোষণ করেন, তিনি কি ভক্তগণকে উপেক্ষা করেন? ॥২২॥ রামনামরূপ দৃঢ় নৌকা সংসারসমুদ্র পার করে। যাঁহাদের (ভগবানে) বিশ্বাস আছে তাঁহারাই ফল পান। অন্য জনগণের সে ফল কদাচ হয় না ॥২৩॥ ইন্দীবরশ্যাম জনার্দ্দন যাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজিত আছেন, লাভ তাঁহাদেরই, জয় তাঁহাদেরই। তাঁহাদের

জনার্দ্দনঃ ॥২৪॥ নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রী-নিত্যমঙ্গলম্। যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥২৫॥ নাহং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি। নাহং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি। ভক্ত্যা ত্বদীয়-চরণাম্বুজ-মন্তরেণ। শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্ ॥২৬॥ অহং তু নারায়ণদাস-দাস-দাসস্য দাসস্য চ দাস-দাসঃ। অন্যো ন

পরাজয় কোথায় ?॥২৪॥ মঙ্গলালয় ভগবান্ হরি (সর্ব্বদা) যাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন তাঁহাদের নিত্য উৎসব, নিত্যশ্রী ও নিত্য মঙ্গল হয় ॥২৫॥ তোমার শ্রীপাদপদ্ম ভিন্ন (ত্বদীয়-চরণাম্বুজমন্তরেণ) ভক্তিপূর্ব্বক আমি অন্য দেবতার নাম উচ্চারণ করি না, শ্রবণ করি না ও চিন্তা করি না। আমি অন্য কাহাকেও স্মরণ করি না ভজন করি না ও আশ্রয় করি না। হে শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম! (আমাকে তোমার) দাস্য প্রদান কর ॥২৬॥ আমি নারায়ণের দাসের দাসের দাসের দাসের দাস। অন্য কেহই

(তোমার) দাস্য প্রদান কর ॥২৬॥ আমি নারায়ণের দাসের দাসের দাসের দাসের দাস। অন্য কেহই

ঈশো জগতো নরাণাম্। তস্মাদহং ধন্যতমোঽস্মি লোকে ॥২৭॥ মজ্জন্ম-সাফল্যমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয়ং মদনুগ্রহ এষ এব। ত্বদ্-ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥২৮॥ জন্মান্তর-সহস্রেণ তপো-ধ্যান-সমাধিভিঃ। নরাণাং ক্ষীণ-পাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥২৯॥ নারায়ণো নাম নরো

নহে। এই হেতু লোকে আমি অতিশয় ধন্য হইয়াছি ॥২৭॥ হে মধুকৈটভারে! হে লোকনাথ! আমার জন্মের ইহাই সাফল্য, (ইহাই) আমার প্রার্থনীয় ও ইহাই [আমার প্রতি] অনুগ্রহ (যে তুমি) তোমার ভৃত্যের ভৃত্যের পরিচারকের ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্য বলিয়া আমাকে স্মরণ কর ॥১৮॥ সহস্র সহস্র জন্মের তপস্যা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা নরগণের পাপ ক্ষীণ (হইলে) শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে ॥২৯॥ নারায়ন নামে এক নর আছেন। তিনি মানবগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ চৌর বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত।

নরাণাম্। প্রসিদ্ধ-চৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্। অনেক-জন্মার্জ্জিত-পাপ-সঞ্চয়ম্। হরত্যশেষং স্মরতাং সদৈব ॥৩০॥

(যেহেতু তাঁহাকে) সর্ব্বদা স্মরণকারীর অনেক জন্মার্জ্জিত পাপরাশি তিনি নিঃশেষে [অশেষম্] হরণ করেন ॥৩০॥

বসন্তি প্রাণিনো যত্র কর্ম্ম-বন্ধ-নিবন্ধনাঃ। সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্ত ভগবন্ কিল ॥১॥ আয়ুষোঽন্তে তথা যান্তি যাতনা-স্তৎ-প্রচোদিতাঃ। যাতনাভ্যঃ পরিভ্রষ্টা দেবাদ্যাস্বথ যোনিষু। জন্তবঃ পরিবর্ত্তন্তে শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ ॥২॥ দীনঃ কুটুম্ব-ভরণে ব্যাপৃতাত্মাঽজি-

---

প্রাণিগণ যেখানেই বাস করুক (বসন্তি) কর্ম্মবশে তাহারা সকলেই [মৃত্যুকালে] যমের বশবর্ত্তী হয়। হে ভগবন্! ইহাতে সংশয় নাই (কিল) ॥১॥ আয়ুক্ষয় হইলে সেই কর্ম্মবশে [তৎপ্রচোদিতাঃ] পুনশ্চ (তথা) যাতনাগৃহে [নরকে] যায় (যাতনাঃ যান্তি)। যাতনা [নরক] হইতে মুক্ত হইয়া তদনন্তর (অথ) দেবতাদি যোনিতে জন্তুগণ [সংসারে পুনঃ পুনঃ জায়মান মনুষ্যগণ] ভ্রমণ করিতে থাকে (পরিবর্ত্তন্তে), শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত ॥২॥ [জনগণ] ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া (অজিতেন্দ্রিয়ঃ) নিজ

তেন্দ্রিয়ঃ। ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরু-বেদনয়াঽস্তধীঃ ॥৩॥ যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভ-সেক্ষণৌ। স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃৎ-মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥৪॥ যাতনাদেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধ্বা গলে বলাৎ। পথি শ্বভি-র্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্ ॥৫॥ ক্ষুত্তৃট্-পরীতোঽর্ক-দবানলানিলৈঃ

পরিবার প্রতিপালনে (কুটুম্বভরণে) কায়মনোবাক্যে আসক্ত [ব্যাপৃতাত্মা] ও দুঃখে কাতর (দীনঃ) হয়। (অতএব মৃত্যুকালে) গুরুতর বেদনায় [উরুবেদনয়া] অজ্ঞান (অস্তধীঃ) [হইয়া] মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় (ম্রিয়তে)। আত্মীয়গণও [স্বানাঃ] সেই সময় কেবল কাঁদিতেই থাকে (অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করাইয়া তাহার নরক-মুক্তির উপায়ের চেষ্টা করে না। পরন্তু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাহাকে নরকে পাঠাইবারই সুব্যবস্থা করে ॥৩॥ তখনই দুইজন যমদূত উপস্থিত হয়। (তাহারা) দেখিতে ভয়ানক ও (তাহাদের) দৃষ্টি ক্রোধপূর্ণ। সেই [মুমূর্ষু] ব্যক্তি (তাহাদের দেখিয়া) ভয়ে বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে ॥৪॥ (যমদূতদ্বয় তাহাকে) যাতনা দেহে (নরক-দুঃখ ভোগ-হেতু-রচিত দেহে) প্রবেশ করাইয়া অবরুদ্ধ করতঃ বলপূর্ব্বক [বলাৎ] গলে রজ্জু দ্বারা বান্ধিয়া (লইয়া যায়)।

প্রবেশ করাইয়া অবরুদ্ধ করতঃ বলপূর্ব্বক [বলাৎ] গলে রজ্জু দ্বারা বান্ধিয়া (লইয়া যায়)।

সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্ত-বালুকে। কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কশয়া চ তাড়িত-
শ্চলত্য-শক্তোঽপি নিরাশ্রমোদকে ॥৬॥ তত্র তত্র পতাঞ্ছ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ
পুনরুত্থিতঃ। ত্রিভি-র্মুহূর্ত্তৈ-র্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥৭॥
আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ। আত্মমাংসাদনং কাপি
স্বকৃত্তং পরতোঽপি বা ॥৮॥ জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারঃ শ্ব-গৃধ্রৈ-র্যমসাদনে।

পথে তাহাকে কুকুরে ভক্ষণ করে, (অতএব) আর্ত্ত হইয়া আপনার [স্বয়ং] পাপ (অঘং) অনুক্ষণ স্মরণ করিতে থাকে ॥৫॥ ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়। সূর্য্য [অর্ক) দাবানল ও বায়ু দ্বারা তপ্ত-বালুকাময় পথে অত্যন্ত তাপিত হয় [সন্তপ্যমানঃ] পৃষ্ঠে চর্ম্ম নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা (কশয়া) তাড়িত হয়। অশক্ত হইয়াও বিশ্রামস্থানহীন ও জলহীন (পথে) অতি কষ্টে (কৃচ্ছ্রেণ) চলিতে থাকে ॥৬॥ যেখানে পা ফেলে সেই সেই স্থানেই (তত্র তত্র) শ্রান্তি বশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ও পুনর্ব্বার উঠে। তিন কিংবা দুই মুহূর্ত্তে যমদূতদ্বয়ের দ্বারা যম-ভবনে নীত হইয়া যমযাতনা ভোগ করে ॥৭॥ (সেই সকল যাতনা এই :—) নিজ গাত্রের [চতুর্দ্দিকে] জ্বলন্ত কাষ্ঠাদি দ্বারা (উল্মুকাদিভিঃ) বেষ্টন করিয়া অগ্নিদান

সর্প-বৃশ্চিক-দংশাদ্যৈ-র্দশদ্ভি-শ্চাত্মবৈশসম্ ॥৯॥ কৃন্তনং চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্। পাতনং গিরি-শৃঙ্গেভ্যো রোদনং চাম্বুগর্ত্তয়োঃ ॥১০॥ যাস্তামিস্রান্ধতামিস্রা রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ। ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নির্ম্মিতাঃ ॥১১॥ সোঽহমিচ্ছামি তৎ শ্রোতুং

(আদীপনম্) আপনার মাংস ভোজন। কোথায়ও বা (সেই আত্মমাংস) স্বহস্তে ছেদন, (কোথায়ও) বা (সেই আত্ম-মাংস পরহস্তে ছেদন) ॥৮॥ যমালয়ে [যমসদনে] কুক্কুর ও শকুনিদ্বারা [শ্বগৃধ্রৈঃ] জীবন্তাবস্থায় নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করা [অন্ত্রাভ্যুদ্ধারঃ] (কখনও বা) সর্প বৃশ্চিক ও দংশাদি দ্বারা দংশনের পীড়া [বৈশসম্] ॥৯॥ [কখনও বা অস্ত্র দ্বারা] দেহ ছেদন, গজাদি দ্বারা শরীর বিদারণ, গিরিশৃঙ্গ হইতে ফেলিয়া দেওয়া [অথবা] জলে ও বিষ্ঠার গর্ত্তে ডুবাইয়া রাখা ॥১০॥ [এক কথায়] যে সকল তমিস্র, অন্ধ তামিস্র ও রৌরবাদি যাতনা (অন্যত্র বর্ণিত আছে) [সেই সকল], নরই হউক আর নারীই হউক ভোগ করে। [এই সকল] যাতনা পরস্পর [মিথঃ] সম্বন্ধ-জনিত পাপের দ্বারা নির্ম্মিত [অর্থাৎ প্রাপ্ত] ॥১১॥ (অতএব) আমি নরক-ভয়ে ভীত হইয়া [সোঽহম্] তাহাই শুনিতে ইচ্ছা

[অর্থাৎ প্রাপ্ত] ॥১১॥ (অতএব) আমি নরক-ভয়ে ভীত হইয়া [সোঽহম্] তাহাই শুনিতে ইচ্ছা

যমস্য বশবর্ত্তিনঃ। ন ভবন্তি নরা যেন তৎকর্ম্ম কথয়স্ব মে ॥১২॥ নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ। কিন্ত্বয়া নার্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥১৩॥ নারায়ণেতি শব্দোঽস্তি বাক্ চাপি বশবর্ত্তিনী। তথাপি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীতি কিমদ্ভুতম্ ॥১৪॥ জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্-গুণ-নামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় নো নমতি

করি, যে কি উপায়ে (যেন) নরগণ যমের বশবর্ত্তী হয় না [ন ভবতি]। সেই কর্ম্ম [কি] আমাকে (মে) বলুন ॥১২॥ নরকে যে পচিতেছে তাহাকে যম বলেন, তুমি কি দেব কেশবকে, যিনি সকল সংসারী জীবের ক্লেশ নাশ করেন, (তাঁহাকে) পূজা কর নাই ? ॥১৩॥ 'নারায়ণ' এই শব্দও আছে আর জিহ্বাও বশে (আছে) তথাপি মূঢ়গণ নরকে পতিত হয়, ইহা [ইতি] কি অদ্ভুত ! ॥১৪॥ [হে দূতগণ] যাহাদের জিহ্বা ভগবানের গুণ ও নাম বলে না [ন বক্তি], যাহাদের চিত্ত তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক (যচ্ছিরঃ) শ্রীকৃষ্ণকে একবারও প্রণাম করে না, তাহাদিগকে আনয়ন কর [আনয়ধ্বম্]

যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতো-হকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥১৫॥ বাসুদেব তরুচ্ছায়া নাতিশীতাতি-তাপদা। নরক-দ্বার-শমনী সা কিমর্থং ন সেব্যতে ॥১৬॥ ভ্রাম্যতাং তত্র সংসারে নরাণাং কর্ম্মদুর্গমে। হস্তাবলম্বনং হ্যেকং যেন তুষ্যেজ্জনার্দ্দনঃ ॥১৭॥ তজ্জ্ঞানং যত্র গোবিন্দঃ সা কথা

(কেননা তাহারা) অসৎ (যেহেতু তাহারা) শ্রীবিষ্ণুর প্রতি উচিত কার্য্য করে নাই ॥১৫॥ বাসুদেব (রূপ) তরুর ছায়া অতি শীতলও নয়, অতি উত্তপ্তও নয়। [উহা] নরকদ্বার নিবারণকারী। (জনগণ) কিজন্য তাহা সেবন করে না? ॥১৬॥ এই [তত্র] কর্ম্মদুর্গম সংসারে যে সকল নর পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ [ভ্রাম্যতাং] করে তাহাদের (তাহাই (একমাত্র আশ্রয় [হস্তাবলম্বনম্], যে কর্ম্মের দ্বারা (যেন) জনার্দ্দন তুষ্ট হন (অর্থাৎ ভগবৎ-সন্তোষই সংসার হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়) ॥১৭॥ তাহাই জ্ঞান যাহাতে গোবিন্দ (প্রাপ্তি হয়), তাহাই কথা, যাহাতে কেশব [কীর্ত্তিত হন], তাহাই কর্ম্ম, যাহা তাঁহার

কিমন্যৈ-র্বহুভাষিতৈঃ ॥১৮॥ অন্তর্গতোঽপি বেদানাং সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-পারগঃ। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্ত-স্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্ ॥১৯॥ শক্তৌ নাপি নমস্কারঃ প্রযুক্তশ্চক্রপাণয়ে। সংসার-তৃণবর্গাণামুদ্বেজন-করো হি সঃ ॥২০॥ ন শৃণোতি গুণান্ দিব্যান্ দেব-দেবস্য চক্রিণঃ। স নরো বধিরো জ্ঞেয়ো সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিস্কৃতঃ ॥২১॥ নাম্নি সঙ্কীর্ত্তিতে বিষ্ণো-র্যস্য ন

নিমিত্ত (করা যায়) অন্য কথা বলার কি প্রয়োজন [তাহা] অত্যুক্তি মাত্র ॥১৮॥ যে (যঃ) বেদ-সকলের সম্যক্ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে (ও) সর্ব্বশাস্ত্রার্থ পারগ [হইয়াছে] (সে যদি) জগদীশ্বরের ভক্ত না (হয়), তাহাকে পুরুষাধম [বলিয়া] জানিবে ॥১৯॥ শক্তি থাকিতেও (যে) চক্রপাণি নারায়ণকে নমস্কার করে না, সে (সঃ) সংসারের তৃণ সমুহেরও উদ্বেগকারী, ইহা নিশ্চয় [হি] ॥২০॥ (যে জন) দেবদেব চক্রপাণির (দেবদেবস্য চক্রিণঃ) দিব্য গুণ সকল শ্রবণ করে না, সেই নর বধির বলিয়া জানিবে, [সে সর্ব্বধর্ম্ম-বহিস্কৃত অর্থাৎ কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অধিকারী নহে] ॥২১॥ [শ্রীবিষ্ণুর নাম

পুলকোদ্গমঃ। কায়ো নরপশোস্তস্য বিজ্ঞেয়ঃ কুণপোপমঃ ॥২২॥ শ্রীরাম-চন্দ্রেঽখিললোকসারে ভক্তির্দৃঢ়া নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধা। ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায় নান্যৎততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ ॥২৩॥ সংসার-বিষ-বৃক্ষস্ত দ্বে ফলে হ্যমৃতোপমে। কদাচিৎ কেশবে ভক্তি-স্তদ্ভক্তৈর্বা সমাগমঃ

সঙ্কীর্ত্তন হইলে যাহার পুলকোদ্গম (শরীরে রোমাঞ্চ) না [হয়], সেই নরপশুর দেহ শবদেহের ন্যায় (কুণপ) বলিয়া জানিবে ॥২২॥ অখিল জগতের সারভূত শ্রীরামচন্দ্রে দৃঢ়া ভক্তি [ই] (ভব সমুদ্র পারের) দৃঢ়া তরণী (ইহা) প্রসিদ্ধ। সংসার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য (ভবমোক্ষণায়) ভক্তি (ই) প্রসিদ্ধ (উপায়)। তাহা অপেক্ষা [ততঃ] অন্য কোন উপায় (সাধনম্) নাই ॥২৩॥ এই সংসার বিষবৃক্ষ। ইহার দুইটী অমৃততুল্য ফল আছে, ইহাতে সংশয় নাই [হি]। (সে দুইটী এই) কদাচিৎ কেশবে ভক্তি ও তাঁহার ভক্তগণের [সহিত] সমাগম। (এই দুইটীর কোনটীও মহামহাপুণ্য ফলে লাভ হয় না। কেবল ভগবানের প্রসাদেই লাভ হইতে পারে। ইহাই বুঝাইবার জন্য কদাচিৎ শব্দ ব্যবহৃত

১২। নরক-ভয়-নিবারণম্। ৯৯

॥২৪॥ তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈ-র্বিবদন্তু বাদৈ-র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥২৫॥

হইয়াছে) ॥২৭॥ [অগ্নি আদির] তাপ দ্বারাই সন্তাপিত হউক, পর্ব্বত হইতেই পতিত হউক, তীর্থ সকলই ভ্রমন করুক, বেদ সকলই পাঠ করুক, যজ্ঞই করুক তথা শাস্ত্র বিচারই করুক শ্রীহরির কৃপা বিনা কিছুতেই (এব) সংসার [মৃতিম্] (সাগর) হইতে তরিতে পারা যায় না ॥২৫॥

১৩। কলি-কল্মষ-নাশনম্।

নিত্যো নিত্যানাং চেতন-শ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তং পীঠগং যেহনুভজন্তি ধীরা-স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥১॥ এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥২॥ যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেহপি

(যিনি) নিত্য বস্তুগণের মধ্যে নিত্য, চেতনগণের মধ্যে চেতন, [যিনি] বহুর মধ্যে এক, যিনি বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, সেই অন্তর্য্যামী (ভগবান্‌কে) যে ধীর ব্যক্তিগণ অনুক্ষণ ভজনা করেন তাঁহাদেরই চিরস্থায়ী (শাশ্বতম্) সুখ হয়, অপর কাহারও [হয়] না ॥১॥ ভূতগণের আত্মা একই, সংশয় নাই (হি)। জীবে জীবে থাকিয়া একও বহু দেখায়, (কম্পিত) জলে চন্দ্রের ন্যায় ॥২॥ জগৎ সর্ব্ব (অর্থাৎ) যাহা

১৩। কলি-কল্মষ-নাশনম্।

জীবে থাকিয়া একও বহু দেখায়, (কম্পিত) জলে চন্দ্রের ন্যায় ॥২॥ জগৎ সর্ব্ব (অর্থাৎ) যাহা

বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥৩॥ চিন্ময়স্যা-দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা-শরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥৪॥ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥৫॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলি-কল্মষ-নাশনম্। নাতঃ-পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥৬॥ মচ্চিন্তনং মৎকথন-মন্যোন্যং

কিছু দেখা যায় বা শুনা যায় সেই সমস্ত ব্যাপিয়া অন্তরে ও বাহিরে নারায়ণ বিদ্যমান আছেন ॥৩॥ চিন্ময় অদ্বিতীয় পূর্ণ [নিষ্কল] অশরীরী পরব্রহ্মের [ব্রহ্মণঃ] রূপ-কল্পনা উপাসকের প্রয়োজন-নিমিত্ত (করা হইয়াছে) ॥৪॥ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥৫॥ এই ষোড়শ নামে কলি-কল্মষ (কলির পাপ) নাশ হয়। (কলির পাপ নিবারণের) ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ

মৎপ্রভাষণম্। মদেকপরমো ভূত্বা কালং নয় মহামতে ॥৭॥ আদরেণ যথা স্তৌতি ধনবন্তং ধনেচ্ছয়া। তথা চেদ্ বিশ্বকর্ত্তারং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৮॥ যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধি-র্যস্য ন লিপ্যতে। কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥৯॥ অবিশেষেণ সর্ব্বং তু যঃ পশ্যতি

উপায় আর সর্ব্ব বেদে দেখা যায় না ॥৬॥ আমার চিন্তা, আমার গুণকীর্ত্তন, পরস্পর (অন্যোন্যং) আমারই আলাপ (করিয়া) ও আমাতে একনিষ্ঠ হইয়া হে মহামতে কালক্ষেপ কর ॥৭॥ আদর পূর্ব্বক যেমন ধনবান্‌কে ধনলাভের আশায় (সংসারী জীব) স্তব করে [স্তৌতি] সেইরূপ যদি বিশ্বকর্ত্তাকে (স্তুতি করে, তাহা হইলে) কে না [সংসার] বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ? যাঁহার অহঙ্কার নাই, বুদ্ধি যাঁহার [বিষয়ে] লিপ্ত হয় না, তিনি কার্য্য করুন বা না করুন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥৯॥ প্রভেদ [বিশেষ] না করিয়া

লিপ্ত হয় না, তিনি কার্য্য করুন বা না করুন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥৯॥ প্রভেদ [বিশেষ] না করিয়া

চিদন্বয়ম্। স এব সাক্ষাদ্‌বিজ্ঞানী স শিবঃ স হরির্বিধিঃ ॥১০॥ তদ্দর্শনেন সকলং জগৎ পবিত্রং ভবতি। তৎসেবাপরোঽজ্ঞোঽপি মুক্তো ভবতি ॥১১॥ যথাক্ষণং যথাপাত্রং যথাদেশং যথাসুখম্। যথাসম্ভব-সৎসঙ্গ এব মোক্ষপথক্রমঃ ॥১২॥ দুর্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্। দুর্লভা

সমস্ত বস্তুই যিনি চিদন্বিত দেখেন (চিদন্বয়ং—ব্রহ্মময়) [অর্থাৎ যিনি ভেদবুদ্ধি বিরহিত] তিনিই সাক্ষাৎ বিজ্ঞানী, তিনিই শিব, তিনিই বিষ্ণু [তিনিই] ব্রহ্মা ॥১০॥ তাঁহার দর্শন লাভে সকল জগৎ পবিত্র হয়। তাঁহার সেবারত অজ্ঞও মুক্ত হয় ॥১১॥ অবসর [ক্ষণঃ] পাইলেই, পাত্র পাইলেই; দেশ (স্থান) পাইলেই সুখে যথাসম্ভব সৎসঙ্গ (কর), ইহাই মোক্ষপথের সোপান ॥১১॥ বিষয়-ত্যাগ (বৈরাগ্য) দুর্লভ। ভগবদ্‌-জ্ঞান দুর্লভ, সহজাবস্থা দুর্লভ। (যদি সদ্‌গুরুর করুণা লাভ না হয়) এই সংসারে জীব কর্ম্মবন্ধনে অশীতি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে। যখন তাহার মুক্তির সময় উপস্থিত হয়, তখন সে নরদেহ প্রাপ্ত হয়। অতএব

সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা। সকৃজ্‌-জ্ঞানেন মুক্তিঃ স্যাৎ সম্যগ্ জ্ঞানে স্বয়ং গুরুঃ ॥১৩॥ সর্ব্বগং সচ্চিদানন্দং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষতে। অজ্ঞানচক্ষু-র্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ ॥১৪॥ নৈষা তর্কেণ মতিরাপ-নেয়া। প্রোক্তান্যনেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ॥১৫॥ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য

মানুষের ভগবৎপ্রাপ্তিই সহজাবস্থা ॥১৩॥ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ সচ্চিদানন্দ (ভগবান্‌কে) জ্ঞানিগণের চক্ষুই স্পষ্ট দেখিতে পায়। জ্ঞানহীনের চক্ষু দীপ্তিমান্ (ভাস্বন্তং) সূর্য্যকেও অন্ধবৎ দেখিতে পায় না (নেক্ষেত) ॥১৪॥ এইরূপ (এষা) মতি [ভগবানে মতি] তর্কের দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য [আপনেয়া] নহে। (কেননা) অন্যের দ্বারা (অন্যেন) বিশেষ রূপ কথিত [প্রোক্ত] (বাক্য ও) কখনই (এব) উত্তম জ্ঞান দিতে সমর্থ (হয় না)। হে প্রিয়তম, তাঁহাকে [ভগবানকে] বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য সে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছেই (গুরুং এব) হস্তে যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া [সমিৎপাণিঃ] যাইবে [অভিগচ্ছেৎ] ॥১৫॥ উঠ জাগ। শ্রেষ্ঠ

১৩। কলি-কল্মষ-নাশনম্। ১০৫

বরান্‌ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথ-স্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥১৬॥ যস্য দেবে পরা ভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥১৭॥ ঘটমধ্যে যথা দীপো বাহ্যে নৈব প্রকাশতে। ভিন্নে তস্মিন্‌ ঘটে চৈব দীপজ্বালা চ ভাসতে ॥১৮॥ স্বকায়ং ঘটমিত্যুক্তং তথা জীবো হি তৎপদম্‌। গুরুবাক্য-সমাভিন্নে

লাভ কর (নিবোধত)। এই পথ ক্ষুরের শাণিত ধারের [ন্যায়] অত্যন্ত দুর্গম ও গহন (অর্থাৎ প্রথমতঃ দুর্জ্ঞেয় দ্বিতীয়তঃ জানিতে পারিলেও দুর্গম) [দুর্গং] (ইহা) জ্ঞানিগণই [কবয়ঃ] জানেন ॥১৬॥ যাঁহার ভগবানে পরাভক্তি (ও) ভগবানে যেরূপ গুরুকেও সেইরূপ [পরাভক্তি] সেই মহাত্মারই (তস্য মহাত্মনঃ) [কাছে] এই কথিত অর্থ সকল নিঃসংশয় (হি) প্রকাশ পায় ॥১৭॥ ঘটের মধ্যস্থিত দীপ যথা বাহিরে কিছুতেই (এব) প্রকাশ পায় না ও সেই ঘট ভগ্ন করিলে দীপালোক প্রকাশ পায় ॥১৮॥ নিজের দেহকে ঘট বলে ও অন্তর্যামী ভগবান্‌ দীপস্বরূপ। গুরুবাক্য দ্বারা (এই অহংঘট) চূর্ণ বিচূর্ণ

ব্রহ্মজ্ঞানং প্রকাশতে ॥১৯॥ দিবা ন পূজয়েদ্‌বিষ্ণুং রাত্রৌ নৈব প্রপূজয়েৎ।
সততং পূজয়েদ্‌বিষ্ণুং দিবারাত্রং ন পূজয়েৎ ॥২০॥ যথা সুনিপুণঃ সম্যক্‌
পরদোষেক্ষণে রতঃ তথা চেন্‌-নিপুণঃ স্বেষু কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥২১॥
কর্ম্মকর্ত্তব্য-মিত্যেব বিহিতেষ্বেব কর্ম্মসু। বন্ধনং মনসো নিত্যং কর্ম্ম-
যোগঃ স উচ্যতে ॥২২॥ যত্তু চিত্তস্য সততমর্থে শ্রেয়সি বন্ধনম্‌। জ্ঞান-

---

হইলে (সমাভিন্নে) ভগবদ্‌জ্ঞান প্রকাশ পায় [অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশে দেহাভিমান একেবারে দূরীভূত হইলে অন্তঃস্থিত ভগবদ্‌জ্ঞান প্রকাশ পায়] ॥১৯॥ কেবল দিবাকালে বিষ্ণুপূজা করিবে না। কেবল রাত্রিকালে ও (তাঁহার) পূজা করিবে না। নিরবচ্ছিন্ন বিষ্ণুপূজা করিবে। দিবা-রাত্র (অবচ্ছিন্ন ভাবে) পূজা করিবে না ॥২৩॥ (সংসারী জীব) যথা পরদোষ দর্শনে রত ও সুনিপুণ, সেইরূপ যদি নিজদোষ দর্শনে (স্বেষু) [রত ও সুনিপুণ হয়] কে না সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥২১॥ কর্ম্ম (করা) কর্ত্তব্য এই জ্ঞানেই (ইতি) [বদ] বিহিত কর্ম্মে মনের নিত্য-বন্ধনকেই কর্ম্মযোগ বলে ॥২২॥ আর [তু]

এই জ্ঞানেই (ইতি) [বদ] বিহিত কর্ম্মে মনের নিত্য-বন্ধনকেই কর্ম্মযোগ বলে ॥২২॥ আর [তু]

যোগঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব-সিদ্ধিকরঃ শিবঃ ॥২৩॥ তত্ত্বাববোধ এবাসৌ বাসনা-তৃণ-পাবকঃ। প্রোক্তঃ সমাধি-শব্দেন ন তু তূষ্ণীমবস্থিতিঃ ॥২৪॥ কৃপণং তু মনো ব্রহ্মন্ গোষ্পদেঽপি নিমজ্জতি। কার্য্যে গোষ্পদ-তোয়েঽপি বিশীর্ণো মশকো যথা ॥২৫॥ সমাসক্তং যদা চিত্তং জন্তো-বিষয়-গোচরম্। যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাৎ তৎ কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥২৬। বিষয়ং

যাহা ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে (অর্থে শ্রেয়সি) তাহাকেই জ্ঞানযোগ [বলিয়া] বিশেষরূপে জানিবে। (ইহা) সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা ও কল্যাণরূপী ॥২৩॥ ঐ [প্রসিদ্ধ] (অসৌ) তত্ত্বজ্ঞানই বাসনা তৃণকে অগ্নির ন্যায় দহন করে। সমাধি শব্দে (এই তত্ত্ব জ্ঞানকেই) বুঝায়। চুপ করিয়া থাকাকে [বলে] না ॥২৪॥ হে ব্রহ্মন্ ! মন কৃপণ (নির্বীর্য্য) কার্য্যরূপ গোষ্পদেও [কার্য্যে গোষ্পদেপি] একেবারে ডুবিয়া যায় (অর্থাৎ সামান্য কার্য্যেই হাবুডুবু খায়)। যথা মশক গোষ্পদ-জলেও বিনষ্ট হয় [বিশীর্ণ] ॥২৫॥ জন্তুর (যে সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মে) বিষয়-গোচরে [ভোগ বিষয়ে] চিত্ত যথা সম্যক্ আসক্ত, যদি এইরূপ

ধ্যায়তঃ পুংসো বিষয়ে রমতে মনঃ। মামনুস্মরত-শ্চিত্তং ময্যেবাত্র বিলীয়তে ॥২৭॥ কর্ত্তৃত্বাদ্যহঙ্কার-সঙ্কল্পো বন্ধঃ। যমাদ্যষ্টাঙ্গ-যোগ-সঙ্কল্পো বন্ধঃ। কেবল-মোক্ষাপেক্ষা-সঙ্কল্পো বন্ধঃ। সঙ্কল্প-মাত্র-সম্ভবো বন্ধঃ ॥২৯॥ নিত্যানন্দং পরমসুখদ কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্। বিশ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি-লক্ষ্যম্। একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী-

---

ভগবানে (সমাসক্ত) হয় তাহা হইলে কে না [সংসার] বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥২৬॥ ইহ সংসারে (অত্র) (ভোগ) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে মনুষ্যের [ভোগ] বিষয়েই মন আনন্দে মগ্ন হয় (রমতে)। আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে করিতে চিত্ত আমাতেই সম্পূর্ণ বিলীন হয় ॥২৭॥ কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কারের সঙ্কল্প, বন্ধের কারণ। যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-সঙ্কল্প বন্ধের কারণ। কেবল মোক্ষপ্রাপ্তির সঙ্কল্পও বন্ধের কারণ। সঙ্কল্প-মাত্র হইতেই (সংসার) বন্ধন উৎপত্তি হয় [সম্ভবঃ] ॥২৮॥ (যিনি নিত্যানন্দ-রূপ পরমসুখদ, কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি (পরম জ্ঞানী) বিশ্বাতীত আকাশ-সদৃশ [তৎ ত্বং অসি] ইত্যাদি (বাক্য) যিনি লক্ষিত হন,

১৩। কলি-কল্মষ-নাশনম্। ১০৯

জ্ঞানমূর্ত্তি (পরম জ্ঞান) বিশ্বাতীত আকাশ-সদৃশ [তৎ ত্বং অসি] ইত্যাদি (বাক্য) যিনি লক্ষিত হন,

সাক্ষি-ভূতম্। ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥২৯॥
যোগৈশ্বর্য্যং চ কৈবল্যং জায়তে যৎপ্রসাদতঃ। তদ্বৈষ্ণবং যোগতত্ত্বং
রামচন্দ্র-পদং ভজে ॥৩০॥ শঙ্খচক্র-গদাপাণে দ্বারকা-নিলয়াচ্যুত।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাং শরণাগতম্ ॥৩১॥

যিনি একমেবাদ্বিতীয় নিত্য-পাপশূন্য, নাশরহিত ও সকল বুদ্ধির সাক্ষী-স্বরূপ, [অন্তর্যামী] যিনি ভাবাতীত ও ত্রিগুণ-রহিত (গুণাতীত) সেই সদ্গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥২৯॥ যোগৈশ্বর্য্য ও মুক্তি যাঁহার প্রসাদে লাভ হয় সেই বৈষ্ণবগণের যোগতত্ত্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র পদ ভজনা করি ॥৩০॥ হে শঙ্খ-চক্র-গদাপাণে হে দ্বারকাবাসিন্ হে অচ্যুত হে গোবিন্দ হে পুণ্ডরীকাক্ষ (আমি) শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন ॥৩১॥

১৪। তত্ত্ব-রহস্যম্।

উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং মতম্। তত্রোচ্ছাস্ত্র-মনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্ ॥১॥ বিমূঢ়াঃ কর্ত্তুমুদ্যুক্তা যে হঠাচ্চেতসো জয়ম্। তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্র-মুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ ॥২॥ স্বদেহাশুচি-

---

শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও শাস্ত্রের অনুকূল, এই দুই প্রকার পুরুষকার। উহাদের মধ্যে উচ্ছাস্ত্র (শাস্ত্রবিহিত নহে) অনর্থেরই কারণ ও শাস্ত্রিত (শাস্ত্রবিহিত) পুরুষকার পরমার্থ লাভের কারণ ॥১॥ যে সকল অত্যন্ত মূঢ় লোক (বিমূঢ়া) হঠ পূর্ব্বক চিত্ত জয় করিতে উদ্যত, তাহারা উন্মত্ত নাগেন্দ্রকে মৃণাল তন্তু সমূহের দ্বারা বাঁধিতে চেষ্টা করে (বিস—মৃণাল। তন্তু—সূত্র) [মৃণালের সূতা বহু সংখ্যক একত্র করিলেও দড়ি হয় না] ॥২॥

চেষ্টা করে (বিস—মৃণাল। তন্তু—সূত্র) [মৃণালের সূতা বহু সংখ্যক একত্র করিলেও দড়ি হয় না] ॥২॥

গন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্। বিরাগ-কারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে ॥৩॥ বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্‌বাসনাক্ষয়ঃ। বাসনাং সম্পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ ॥৪॥ অভেদ-দর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ। স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ ॥৫॥ অহং মমেতি বিণ্মূত্র-লেপগন্ধাদি-মোচনম্। শুদ্ধশৌচমিতি প্রোক্তং মৃজ্জলাভ্যাং তু

নিজ দেহের দুর্গন্ধে যে ব্যক্তি বিরক্ত হয় না (তথাপি দেহে আসক্তি থাকে) তাহাকে বৈরাগ্যের অন্য কি কারণ উপদেশ করা যায় ॥৩॥ (বিষয়) বাসনা দ্বারা বদ্ধ জীবই বদ্ধ [ও] (বিষয়) বাসনা নাশই মোক্ষ। (অতএব) [বিষয়] বাসনা সম্যক্ পরিহার করতঃ মোক্ষেচ্ছাও ত্যাগ কর ॥৪॥ অভেদ দর্শনকেই জ্ঞান (বলে)। মনকে বিষয় বাসনা শূন্য করার চেষ্টাকে ধ্যান [বলে]। মনের ময়লা ত্যাগের নামই স্নান। ইন্দ্রিয় সংযমই শৌচ ॥৫॥ অহঙ্কার রূপ বিষ্ঠা (বিট্) ও মমকার রূপ মূত্র ইহাদের দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় গন্ধাদি মল দূর করাকেই শুদ্ধ শৌচ বলে।মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা (শৌচকে) লৌকিক শৌচ [বলে] ॥৬॥

লৌকিকম্ ॥৬॥ অসংশয়বতাং মুক্তিঃ সংশয়াবিষ্ট-চেতসাম্। ন মুক্তি-র্জন্ম-জন্মান্তে তস্মাদ্ বিশ্বাসমাপ্নুয়াৎ ॥৭॥ বিরক্তঃ প্রব্রজেদ্‌ধীমান্ সরক্তস্তু গৃহে বসেৎ। সরাগো নরকং যাতি প্রব্রজন্ হি দ্বিজাধমঃ ॥৮॥ সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্‌বিজেত বিষাদিব। অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষে-দবমানস্য সর্ব্বদা ॥৯॥ প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা-সমা গীতা

যাঁহাদের (চিত্তে) সংশয় নাই তাঁহাদের মুক্তি হয়। যাহাদের চিত্ত সংশয়াবিষ্ট তাহাদের জন্মজন্মান্তরেও মুক্তি হয় না। অতএব বিশ্বাস করিতে শিখ ॥৭॥ বৈরাগ্যের উদয় হইলেই বুদ্ধিমান্ (নর) প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবে। [যতক্ষণ] আসক্তি থাকে (ততক্ষণ) গৃহে বাস করিবে। [যে ব্রাহ্মণ] আসক্তি থাকিতে সন্ন্যাস লয় (প্রব্রজন্) [সে] নরকে যায়। (সে) দ্বিজাধম ॥৮॥ সম্মান লাভে ব্রাহ্মণ নিত্য উদ্বিগ্ন হইবে। যেমন (জনগণ) বিষভয়ে [সকলেই উদ্বিগ্ন হয়]। পুনশ্চ অমৃতের ন্যায় (ব্রাহ্মণ) অবমান আকাংক্ষা করিবে ॥৯॥ প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠাতুল্য, মহর্ষিরা (এই কথা) বলিয়াছেন। অতএব এই

অবমান আকাংক্ষা করিবে ॥৯॥ প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠাতুল্য, মহর্ষিরা (এই কথা) বলিয়াছেন। অতএব এই

মহর্ষিভিঃ। তস্মাদেনাং পরিত্যজ্য কীটবৎ পর্য্যটেৎ যতিঃ ॥১০॥ অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্বা চরতি যো মুনিঃ। ন তস্য সর্ব্বভূতেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥১১॥ নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্। অতিবাদাংস্ত্যজেৎতর্কান্ পক্ষং কঞ্চন নাশ্রয়েৎ ॥১২॥ নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়ান্ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ। জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোকমাচরেৎ

প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া যতি কীটবৎ (নীচ ও দীন হীন হইয়া) ভ্রমণ করিবেন ॥১০॥ সকল জীবকে অভয় দান করিয়া যে মুনি (এই পৃথিবীতে) বিচরণ করেন তাঁহার জগতের কোনও প্রাণী হইতে কদাচ কোন প্রকারেও কোনও স্থানে ভয় উৎপন্ন হয় না ॥১১॥ অসৎ শাস্ত্রে (যাহার দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির সাহায্য হয় না) আসক্ত হইও না বা জীবিকা অবলম্বন করিও না। অতিবাদ [তিরস্কার ও পরুষ বাক্য] ও তর্ক ত্যাগ করিবে। কোনও পক্ষ আশ্রয় করিও না ॥১২॥ জিজ্ঞাসা না করিলে (নাপৃষ্টঃ) কাহাকেও বলিবে না। অন্যায় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবে না। বুদ্ধিমান্ [নরঃ]

॥১৩॥ বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ । নাত্মনো বোধরূপস্য মম তে সন্তি সর্ব্বদা । ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥১৪॥ গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেকবর্ণতা । ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা ॥১৫॥ আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ ।

সংসারের সমস্ত বিষয় (লোকং) জানিয়াও জড়বৎ আচরণ করিবে ॥১৩॥ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম মায়ার দ্বারাই দেহে পরিকল্পিত হইয়াছে। আমি জ্ঞানরূপ আত্মা। আমার সেই (বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম) গুলি কথনই নাই। বেদান্ত দ্বারা ইহা যিনি জানেন, তিনিই অতি বর্ণাশ্রমী ॥১৪॥ গরু নানা বর্ণের হইলেও দুগ্ধ (ক্ষীর) একই বর্ণ (শ্বেতবর্ণ) হয়। জ্ঞানী ক্ষীর দেখেন, [অর্থাৎ তাঁহার ভেদবুদ্ধি যাইয়া সমদর্শন লাভ হইয়াছে]। দেহিগণ (লিঙ্গিনঃ) [অর্থাৎ যাহারা দেহকে আপন করে] গরুদিগের মধ্যে (অনেক বর্ণ সেইরূপ নানা দেখে) [অর্থাৎ সংসারী জীবে নানা দেখে ও জ্ঞানী সেই নানাকে একই পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি জ্ঞানে সমভাবে দেখেন]॥১৫॥ যিনি [যঃ] নিজের ন্যায় সকল জীবকে দেখেন,

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি জ্ঞানে সমভাবে দেখেন]॥১৫॥ যিনি [যঃ] নিজের ন্যায় সকল জীবকে দেখেন,

স্বভাবাদেব ভীতে-র্ন যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥১৬॥ দগ্ধস্য দহনং নাস্তি পক্বস্য পচনং যথা। জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-দেহস্য ন চ শ্রাদ্ধং ন চ ক্রিয়া ॥১৭॥ সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্। তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥১৮॥ অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।

(পশ্যতি) পরদ্রব্য-সকলকে লোষ্ট্রবৎ (ঢিলের মত) [দেখেন] (যিনি) ভয়বশতঃ [ভীতেঃ] না দেখিয়া (ন) স্বভাবতঃ (স্বভাবাৎ এব) [এইরূপ] (দেখেন) তিনিই জ্ঞানী ॥১৬॥ পোড়া জিনিষকে আর পোড়াইতে হয় না। পাক করা জিনিষ আর পাক করিতে হয় না। (সেইরূপ) যাঁহার দেহ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ, তাঁহার শ্রাদ্ধও নাই, কর্ম্মও নাই ॥১৭॥ সূচনা করে বলিয়া (জ্ঞানিগণ যজ্ঞোপবীতকে) সূত্র বলেন। সূত্র বলিলে পরম পদ বুঝায়। যিনি সেই সূত্র জানিতে পারিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণই বেদ-পারগ ॥১৮॥ যাঁহার শিখা জ্ঞানময়ী ও অগ্নির শিখার ন্যায় ও অপর বস্তুর (ন্যায়) নহে [নান্যা] সেই জ্ঞানবান্‌ই (বিদ্বান্) শিখী [ইহা জ্ঞানিগণ] বলেন। অন্য জনগণ (ইতরে) [শিখী] নহে। (তাহারা কেবল) কেশধারী [মাত্র] ॥১৯॥ বিদ্যাকে দিবা বলে (কেন না ইহা) প্রকাশ করিতে পারে। অবিদ্যাকে

স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্ নেতরে কেশধারিণঃ ।।১৯।। বিদ্যা দিবা প্রকাশত্বাদবিদ্যা রাত্রিরুচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদো যঃ স দিবাস্বাপ উচ্যতে ।।২০।। উপ সমীপে যো বাসো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু কায়স্য শোষণম্ ।।২১।। কায়-শোষণ-মাত্রেণ কা তত্র হ্যবিবেকিনাম্। বল্মীক-তাড়নাদেব মৃতঃ কিং নু মহোরগঃ ।।২২।। বিষং

রাত্রি বলে। বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদকেই দিবানিদ্রা বলে ।।২০।। জীবাত্মা ও পরমাত্মার উপ (অর্থাৎ সমীপে) বাসকেই উপবাস বলে। কায়-শোষণকে [অনাহারকে] (উপবাস বলে) না ।।২১।। কেবল কায়-শোষণ দ্বারা অবিবেকিগণের কি হইতে পারে ? (যে বল্মীকে উঁইঢিবিতে মহাসর্প বাস করিতেছে সেই) বল্মীক তাড়না করিলে কি মহাসর্প মৃত হয় ? [সেই বল্মীক দেহ ও দেহাভিমান মহাসর্প। দেহের তাড়না করিলে কি দেহাভিমান বিনষ্ট হয় ?] ।।২২।। বিষয় বৈষম্যই বিষ (ভেদবুদ্ধি) ও [সামান্য] বিষ বিষ নহে।

কি দেহাভিমান বিনষ্ট হয়?] ॥২২॥ বিষয় বৈষম্যই বিষ (ভেদবুদ্ধি) ও [সামান্য] বিষ বিষ নহে।

বিষয়-বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে। জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একজন্মহরং বিষম্ ॥২৩॥ সংসার এব দুঃখানাং সীমান্ত ইতি কথ্যতে। তন্মধ্যে পতিতে দেহে সুখমাসাদ্যতে কথম্ ॥২৪॥ ন চর্ম্মণো ন রক্তস্য ন মাংসস্য নচাস্থিনঃ। ন জাতিরাত্মনো জাতি-র্ব্যবহারঃ প্রকল্পিতা॥২৫॥ অভক্ষ্যস্য নিবৃত্ত্যা তু বিশুদ্ধং হৃদয়ং ভবেৎ। আহারশুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধির্ভবতি

(কেননা) বিষয় সকল জন্মজন্মান্তর বিনাশ করে ও বিষ কেবল এক জন্মই নাশ করিতে পারে ॥২৩॥ সংসারই দুঃখের সীমান্ত (চরম সীমা) ইহা [জ্ঞানিগণ] বলেন। তাহার মধ্যে দেহ পতিত (আছে) তাহাতে সুখ কি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে? ॥২৪॥ চর্ম্মের (জাতি) [ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি] নাই। রক্তের (জাতি) নাই। মাংসের [জাতি] নাই। অস্থিরও (হাড়েরও) জাতি নাই। আত্মারও জাতি নাই। (তথাপি মনুষ্যের) জাতি, ব্যবহার দ্বারা কল্পিত হইয়াছে ॥২৫॥ অভক্ষ্য ত্যাগে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। আহার শুদ্ধ হইলে স্বতঃই চিত্ত বিশুদ্ধি লাভ করে। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে ক্রমে জ্ঞান

স্মৃতঃ। চিত্তশুদ্ধৌ ক্রমাজ্‌জ্ঞানং ক্রট্যন্তি গ্রন্থয়ঃ স্ফুটম্‌ ॥২৬॥ মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্‌ ॥২৭॥ মন এব জগৎ সর্ব্বং মন এব মহারিপুঃ। মন এব হি সংসারো মন এব জগন্ময়ম্‌ ॥২৮॥ ধনবৃদ্ধা বয়োবৃদ্ধা বিদ্যাবৃদ্ধাস্তথৈব চ। তে সর্ব্বে জ্ঞানবৃদ্ধস্য কিঙ্করাঃ শিষ্য-কিঙ্করাঃ ॥২৯॥ তরবোঽপি হি

উৎপন্ন হয় (ক্রট্যন্তি) মোহগ্রন্থি ছিন্ন হয় ॥২৬॥ মনই মনুষ্যদিগের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্ত (মন) বন্ধের কারণ। বিষয়-বাসনা-হীন [নির্ব্বিষয়ং] (মন) মুক্তির কারণ ॥২৭॥ মনই সর্ব্ব জগৎ (সৃষ্টি করে)। মনই মহারিপু। মনই সংসার। মনই ত্রিজগতের (কারণ) ॥২৮॥ যাহারা ধনে বৃদ্ধ (শ্রেষ্ঠ) বয়সে বৃদ্ধ, বিদ্যায় বৃদ্ধ [শ্রেষ্ঠ] তাহারা সকলেই জ্ঞানীর (জ্ঞানবৃদ্ধ) কিঙ্করের কিঙ্করের কিঙ্কর ॥২৯॥ বৃক্ষগণও জীবিত আছে মৃগপক্ষিরাও জীবিত আছে (সংসারী জীবগণের সহিত) কোনও পার্থক্য

॥২৯॥ বৃক্ষগণও জীবিত আছে মৃগপক্ষিরাও জীবিত আছে (সংসারী জীবগণের সহিত) কোনও পার্থক্য

জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ। স জীবতি মুনো যস্য মননেনোপজীবতি ॥৩০॥ জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ। যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জরঠ-গর্দ্দভাঃ ॥৩১॥ ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন জন্তবঃ। ধরা-বিবর-মগ্নানাং কীটানাং সমতাং গতাঃ ॥৩২॥ অজ্ঞানোপহতো বাল্যে যৌবনে বনিতা-হতঃ। শেষে কলত্র-চিন্তার্ত্তঃ কিং করোতি নরাধমঃ ॥৩৩॥

নাই (হি) [পরন্তু] সেইই [তিনিই] প্রকৃত জীবন ধারণ করে, যাহার মন (ভগবচ্চরণ) মনন দ্বারা জীবিত থাকে ॥৩০॥ এই জগতে পুনঃ পুনঃ জায়মান জীবগণ (জন্তবঃ) তখনই [প্রকৃত] জন্মলাভ করে, যাঁহাদের জীবন সাধু (অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ব্যয়িত) [অতএব] যাঁহারা পুনর্ব্বার এই সংসারে (ইহ) জন্মগ্রহণ করেন না। অন্যান্য জন জরঠগর্দভবৎ [জরাজীর্ণ গর্দভবৎ] ॥৩১॥ ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ্ব (সুখ দুঃখ) জাত মোহের দ্বারা [সংসারী] জনগণ ধরা বিবরে মগ্ন (কীটতুল্য) হইয়াছে ॥৩২॥ বাল্যকালে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, যৌবনকালে স্ত্রীজিত, শেষে পুত্রাদির ভরণপোষণাদি চিন্তায় (সদাই)

অন্তস্তৃষ্ণোপতপ্তানাং দাব-দাহ-ময়ং জগৎ। ভবত্যখিলজন্তূনাং যদন্তস্তদ্বহিঃ স্থিতম্ ॥৩৪॥ ঘনো যদাঽর্ক-প্রভবো বিদীর্য্যতে চক্ষুঃস্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা। যদা হ্যহংকার-উপাধি-রাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥৩৫॥ অধীত্য চতুরো বেদান্ দর্পাপহতচেতনঃ। ব্রহ্মতত্ত্বং

ব্যস্ত (সেই) নরাধম [ভগবৎপ্রাপ্তির আর] কি (চেষ্টা) করিবে? ॥৩৩॥ যাহাদের অন্তর তৃষ্ণার তাপে তপ্ত তাহাদের জগৎ অগ্নিময় (দাবদাহ) বোধ হয়। অখিল সংসারী জনগণের [এই নিয়ম]। যাহা অন্তরে স্থিত তাহাই বহিঃ (জগতে) স্থিত [বলিয়া প্রতীত হয়] (অর্থাৎ যে যেমন মানুষ সে তেমন দেখে) ॥৩৪॥ সূর্য্যকিরণজাত (অর্কপ্রভবো) মেঘ [ঘনঃ] যখন দূরীভূত হয় (বিদীর্য্যতে) চক্ষু তখন সূর্য্যকে দেখিতে পায়। [সেইরূপ] যখন আত্মার উপাধি রূপ অহঙ্কার (তত্ত্ব) জিজ্ঞাসার দ্বারা বিনষ্ট হয় তখনই [দেহী ভগবান্‌কে] সর্ব্বদা স্মরণ করে ॥৩৫॥ চারি বেদ [অর্থাৎ সকল শাস্ত্র] পড়িয়াও [সংসারী জীব] ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে না [কেন না] তাহার চেতনা [বুদ্ধি] দর্পের দ্বারা অপহৃত [বিনষ্ট] [সে কিরূপে সম্ভব?]। যথা, দর্ব্বী [হাতা] পাক রসে ডুবিয়া

অপহৃত [বিনষ্ট] [সে কিরূপে সম্ভব ?]। যথা, দর্ব্বী [হাতা] পাক রসে ডুবিয়া

জানাতি রসং যথা ॥৩৬॥ ভারো বিবেকিনঃ শাস্ত্রং ভারো জ্ঞানং চ রাগিণঃ। অশান্তস্য মনো ভারো ভারোঽনাত্মবিদো বপুঃ ॥৩৭॥ উলূকস্য যথা ভানুরন্ধকারঃ প্রতীয়তে। স্বপ্রকাশে পরানন্দে তমো মূঢ়স্য জায়তে ॥৩৮॥ চক্ষুর্দৃষ্টিনিরোধেঽভ্রৈঃ সূর্য্যো নাস্তীতি মন্যতে।

সেই রসের আস্বাদ পায় না) ॥৩৬॥ অবিবেকিগণের শাস্ত্র ভার (রূপে পরিণত হয়)। বিষয়াসক্ত জন-গণের জ্ঞানই ভার (হয়)। অশান্তের মনই ভার (হয়)। যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে তাহাদের দেহই ভার (হয়) [অর্থাৎ বহন করাই সার বিশেষ কোনও কাজ দেয় না] ॥৩৭॥ পেচকের পক্ষে সূর্য্যই (অর্থাৎ সূর্য্যালোকই) যেমন অন্ধকার [বলিয়া] প্রতীয়মান হয় (তথা) মূঢ়জনের স্বপ্রকাশ আনন্দঘন [ভগবানে] অজ্ঞান (তমঃ) জন্মে [অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ ভগবান্‌কেও দেখিতে পায় না] ॥৩৮॥ মেঘ সমূহের দ্বারা (অভ্রৈঃ) নেত্রের দৃষ্টি নিরোধ হইলে সূর্য্য নাই বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ দেহাভিমানী জীব (দেহী) অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ভগবান্ নাই মনে করে ॥৩৯॥ সাক্ষাৎ ভগবদ্‌রূপ (পরতত্ত্বাত্মা)

তথা জ্ঞানাবৃতো দেহী ব্রহ্ম নাস্তীতি মন্যতে ॥৩৯। শ্রীগুরুং পর-তত্ত্বাখ্যং ভাস্বন্তং চক্ষুরগ্রতঃ। ভাগ্যহীনা ন পশ্যন্তি অন্ধঃ সূর্য্যমিবোদিতম্‌ ॥৪০॥ অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে। প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ ॥৪১॥

শ্রীগুরু, চক্ষুর অগ্রে (স্বজ্যোতিঃতে) ভাসিতেছেন। যাহারা ভাগ্যহীন, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যথা অন্ধগণ উদিত সূর্য্যকেও দেখিতে পায় না ॥৪৩॥ অনুভব বিনা মূঢ় জন বৃথা আনন্দ করে (অর্থাৎ) ভগবান্‌কে অনুভব না করিলে সবই বৃথা) [কিরূপ বৃথা] বৃক্ষের শাখা (জলে) প্রতিবিম্বিত হইলে সেই প্রতিবিম্বিত শাখার অগ্রভাগে স্থিত ফল আস্বাদনের আনন্দের ন্যায় (মিথ্যা) ॥৪১॥

১৫। বাসুদেব-গীতম্।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥১॥ বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২॥ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা

(আত্মা) কখনও [কদাচিৎ] জন্মগ্রহণ করেন না বা (কখনও) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন না। এই আত্মা জন্মিয়া পুনরায় (ভূয়ঃ) বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন না। ইনি [অয়ং] জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও (আত্মা) বিনষ্ট হয়েন না ॥১॥ জীর্ণ বস্ত্র সকল [বাসাংসি] পরিত্যাগ করিয়া (বিহায়) যেমন [যথা] মনুষ্য অপর নূতন বস্ত্রসকল গ্রহণ করে, সেইরূপ (তথা) দেহী [আত্মা] জীর্ণ শরীর সকল পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ সকল ধারণ করিয়া থাকেন (সংযাতি) ॥২॥ কর্ম্মেই তোমার

ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফল-হেতু-র্ভূ-র্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৩॥ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ-মিতি মন্যতে ॥৪॥ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন-কর্ম্ম-কৃৎ ॥৫॥ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম-হবি-র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম-সমাধিনা ॥৬॥ তদ্বিদ্ধি

(তে) অধিকার আছে [কিন্তু] কর্ম্মফলে (তোমার অধিকার) কদাচ নাই [মা]। (যেন) তোমার ফল-কামনায় কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয়। কর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার (যেন) প্রবৃত্তি [সঙ্গঃ] না হয় ॥৩॥ প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কর্ম্ম সকল সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন হয় (ক্রিয়মাণানি)। অহঙ্কারে বিমূঢ় ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ মনে করে ॥৪॥ যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, (পশ্যেৎ), তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই, যোগী ও তিনিই সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥৫॥ (আহুতি) দান [অর্পণ] ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যিনি হোম করিতেছেন তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপ, কর্ম্মেতে যাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি হইয়াছে

১৫। বাসুদেব-গীতম্। ১২৫

এইরূপ, কর্ম্মেতে যাহার ব্রহ্মবুদ্ধি হইয়াছে

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং, জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-দর্শিনঃ ॥৭॥ উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৮॥ বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ। অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৯॥ যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র

(ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা) তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥৬॥ [ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে] সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া (প্রণিপাতেন) যথান্যায়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও [তাঁহার] সেবা করিয়া সেই জ্ঞান (তৎ) শিক্ষা কর (বিদ্ধি)। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে [-তে] জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥৭॥ আপনা দ্বারাই (আত্মনা) আপনাকে (আত্মানং) উদ্ধার করিবে [উদ্ধরেৎ]। আপনাকে অবসন্ন করিবে না (অবসাদয়েৎ) যেহেতু (হি) আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু ॥৮॥ যিনি আপনি আপনাকে জয় করিয়াছেন তিনিই আপনি আপনার বন্ধু আর যে আপনি আপনাকে জয় করিতে পারে নাই [অনাত্মনঃ] সেই অজিতাত্মার আত্মাই (বহিঃ) শত্রুর ন্যায় আত্মার পরম শত্রু ॥৯॥ যিনি আমাকে সর্ব্বত্র অর্থাৎ জগতের সকল পদার্থে

সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥১০॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং
কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥১১॥ দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১২॥ ন মাং দুষ্কৃতিনো
মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃত-জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ

দেখেন (পশ্যতি) ও আমাতে [ময়ি] সকল পদার্থ দেখেন, তাঁহার নিকট আমি অদৃশ্য হই না [ন প্রণশ্যামি] ও তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না ॥১০॥ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ [কশ্চিৎ] জ্ঞান লাভের জন্য (সিদ্ধয়ে) যত্ন করে [যততি]। সিদ্ধিলাভার্থ যত্নবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ আমাকে স্বরূপতঃ (তত্ত্বতঃ) জানে ॥১১॥ এই ত্রিগুণময়ী আমার দৈবী মায়া দুরতিক্রমা, ইহা নিশ্চিত [হি]। আমাকেই যাঁহারা (শরণাগত হইয়া) ভজনা করেন [প্রপদ্যন্তে] এই মায়া তাঁহারাই (তে) উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥১২॥ পাপ-কর্ম্মা মূঢ় নরাধমগণ আমাকে (মাং) ভজনা করে না [ন প্রপদ্যন্তে]। (তাহাদের) জ্ঞান মায়া

পাপ-কর্ম্মা মূঢ় নরাধমগণ আমাকে [মাং] ভজনা করে না [ন প্রপদ্যন্তে]। (তাহাদের) জ্ঞান মায়া

॥১৩॥ চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৪॥ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৫॥ বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥১৬॥ যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তে

কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে ও (তাহারা) আসুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥১৩॥ হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জ্ঞান-লাভেচ্ছু (জিজ্ঞাসু) ইহলোকে [অর্থার্থী] সুখাকাঙ্ক্ষী ও জ্ঞানী (এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী [সুকৃতিনঃ] জনগণ আমাকে ভজনা করে ॥১৪॥ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই আমাতে যুক্ত, অনন্যভক্ত জ্ঞানী সর্ব্বোৎকৃষ্ট (বিশিষ্যতে)। যেহেতু [হি] আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় ॥১৫॥ অনেক জন্মের পর জ্ঞানবান্ [ব্যক্তি] সমস্ত জগৎ (সর্ব্বং) বাসুদেবরূপ এই প্রকার [বুঝিয়া] আমাকে লাভ করেন। অতএব সেই মহাত্মা

দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥১৭॥ যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ ॥১৮॥ অনন্য-চেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য-যুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৯॥ সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥২০॥

অতি দুর্লভ ॥১৬॥ যে সকল পুণ্যশীল জনগণের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে (অন্তগতং) সেই [তে] দ্বন্দ্ব ও মোহশূন্য দৃঢ়ব্রত (ব্যক্তিগণ) আমাকে ভজনা করেন ॥১৭॥ [জীব] যে যে ভাব স্মরণ করিয়া মৃত্যু কালে (অন্তে) কলেবর ত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়! সর্ব্বদা সেই ভাব-চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি (তদ্‌ভাব-ভাবিতঃ) সেই সেই ভাবই (তং তং এব) প্রাপ্ত হয় [এতি] ॥১৮॥ অনন্য-চিত্ত [হইয়া] সর্ব্বদা যিনি আমাকে দীর্ঘকাল [নিত্যশঃ] স্মরণ করেন, হে পার্থ! সমাহিতচিত্ত [নিত্যযুক্তস্য] সেই [তস্য] যোগীর পক্ষে আমি সুলভ ॥১৯॥ [তাঁহারা] সর্ব্বদা আমার গুণ কীর্ত্তন করতঃ [মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ] প্রযত্ন পূর্ব্বক] যতন্তঃ] দৃঢ়ব্রত

সুলভ ॥১৯॥ [তাহারা] সর্ব্বদা আমার গুণ কীর্ত্তন করতঃ [মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ] প্রযত্ন পূর্ব্বক] যতন্তঃ] দৃঢ়ব্রত

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারং ঋক্ সাম-যজুরেব চ ॥২১॥ গতি-র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজ-মব্যয়ম্ ॥২২॥ অনন্যা-শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং

হইয়া আমাকে (মাং) নমস্কার করেন ও ভক্তিপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া [আমার] উপাসনা করেন ॥২০॥ আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। আমিই জ্ঞেয় (বেদ্যং) ও পবিত্র। [আমিই] ওঁকার, ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ (স্বরূপ) ॥২১॥ [আমিই] গতি, (আমিই) পোষণ কর্ত্তা, [ভর্ত্তা] (আমিই) প্রভু, (আমিই) সাক্ষী, (আমিই) নিবাসস্থান, (আমিই) রক্ষক, (আমিই) সুহৃৎ, (আমিই প্রভব, (আমিই) প্রলয়, [আমিই] স্থান, (আমিই) নিধান ও [আমিই] অবিনাশী বীজ (স্বরূপ) ॥২২॥ যাঁহারা [যে জনাঃ] অনন্যচিত্তে আমাকে চিন্তা করতঃ [চিন্তয়ন্তঃ] (আমার) সম্যক্‌রূপে উপাসনা করেন সর্ব্বদা সম্যকরূপে যুক্ত (অভিযুক্তানাং) সেই সকল ব্যক্তির যোগক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি। অর্থাৎ

বহাম্যহম্ ॥২৩॥ যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ-তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৪॥ অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্-ব্যবসিতো হি সঃ ॥২৫॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥২৬॥ মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।

তাঁহাদের অপ্রাপ্ত বস্তু প্রদান (যোগ) করি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা [ক্ষেম] করি ॥২৩॥ (তুমি) যাহা কিছু কর্ম্ম কর, যাহা ভোজন কর, হে কৌন্তেয়! সেই সমস্তই (তৎ) আমাতে অর্পণ করিবে ॥২৪॥ যদি (চেৎ) অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্ত হইয়া [অনন্যভাক্] আমাকে ভজনা করে, (তবে) সে ব্যক্তি সাধু বলিয়াই পরিগণিত হয় [মন্তব্যঃ] যেহেতু (হি) সে সম্যক্ যত্নশীল [ব্যবসিতঃ] অর্থাৎ তাহার যত্ন অতি সাধু ॥২৫॥ (সে ব্যক্তি) শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় (ও) নিত্য [শশ্বৎ] শান্তি লাভ করে (নিগচ্ছতি) (হে) কৌন্তেয়! আমার ভক্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, [ইহা] নিশ্চয় জানিও (প্রতিজানীহি) ॥২৬॥ মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ (ব্যক্তিগণ) আমাকে বিদিত হয়েন [বোধয়ন্তঃ] ও সর্ব্বদা (নিত্যং) পরস্পর

মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ (ব্যক্তিগণ) আমাকে বিদিত হয়েন [বোধয়ন্তঃ] ও সর্ব্বদা (নিত্যং) পরস্পর

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥২৭॥ তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥২৮॥ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব-ভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥২৯॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৩০॥ মন্মনা

(আমার গুণ) কীর্ত্তন করিয়া [কথয়ন্তঃ] সন্তোষ (তুষ্যন্তি) ও শান্তিলাভ করেন [রমন্তি চ] ॥২৭॥ সতত যুক্ত (ও) প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীল সেই সকল ব্যক্তিকে [তেষাং] সেই [তং] বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহা দ্বারা [যেন] তাঁহারা [তে] আমাকে লাভ করিয়া থাকেন [উপযান্তি] ॥২৮॥ হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন [তিষ্ঠতি]। [নিজ] মায়া দ্বারা [মায়য়া] সকল প্রাণীকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া [অধিষ্ঠান করিতেছেন] ॥২৯॥ হে ভারত! ইহা সর্ব্বতোভাবে (সর্ব্বভাবেণ) তাঁহারই শরণাগত হও (শরণং গচ্ছ) তাঁহার কৃপায় পরম শান্তি ও নিত্যধাম [শাশ্বতং স্থানং] প্রাপ্ত হইবে ॥৩০॥ (তুমি) আমাতে মন রাখ [মন্মনাঃ] (তুমি) আমার ভক্ত [হও]। (তুমি) আমার

ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৩১॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৩২॥

জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকেই প্রণাম কর। (তাহা হইলে তুমি) আমাকেই প্রাপ্ত হইবে [এষ্যসি]। (ইহা আমি) তোমার নিকট [তে] সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি (প্রতিজানে)। [কেননা) (তুমি) আমার প্রিয় ॥৩১॥ (তুমি) সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, শোক করিও না। (এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ জীবের কর্ত্তব্য ও পরার্দ্ধ ভগবান্ করিবেন অর্থাৎ জীব সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে সংসার হইতে মুক্ত করিবেন, ইহাই শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা বাক্য) ॥৩২॥

আচারঃ পরমো ধর্ম্ম আচারঃ পরমং তপঃ। আচারঃ পরমং জ্ঞানং আচারাৎ কিং ন সাধ্যতে ॥১॥ গ্রাসাদপি তদর্দ্ধঞ্চ দানে বৈ সুমহৎ ফলম্। ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি ॥২॥ বরং পিতৃবধং ব্রহ্মন্ মাতৃণাং গমনং বরম্। একাদশ্যাং বৈষ্ণবস্তু ন ভুঞ্জীত কদাচন ॥৩॥ অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্। বৈষ্ণবাশ্চন খাদন্তি

আচারই পরম ধর্ম্ম, আচারই পরম তপস্যা, সদাচার (ই) পরম জ্ঞান, সদাচার দ্বারা কি না সাধন করিতে পারা যায় ॥১॥ আপনার গ্রাস হইতেও তাহার অর্দ্ধাংশ দান (অর্থাৎ নিজের দৈনিক খাদ্য হইতে কিয়দংশ দানে) সুমহৎ ফল হয়, ইহা নিশ্চিত [বৈ]। ইচ্ছানুরূপ সম্পত্তি কখন কাহার হয়? ॥২॥ হে ব্রাহ্মণ! পিতৃহত্যাও ভাল [বরং] মাতৃগমনও ভাল তথাপি একাদশীতে বৈষ্ণব কদাচ (অন্ন) ভোজন করিবে না ॥৩॥ যাহা বিষ্ণুকে নিবেদন করা না হয় (সেই) অন্ন বিষ্ঠা ও সেই জল মূত্রবৎ। বৈষ্ণবেরা

নৈবেদ্য-ভোজিনঃ সদা ॥৪॥ অশ্রুত্বা ভগবদ্‌বার্ত্তাং যো ভুঞ্জীত গৃহেষু বা। অন্নং পীয়েত বা পানং পাপভুক্ সোঽধমো মতঃ ॥৫॥ বাসুদেবার্চ্চনং হিত্বা দুষ্কর্ম্মাণি করোতি যঃ। কামধেনু-মতিক্রম্য অর্কক্ষীরং স ইচ্ছতি। ॥৬॥ সংপ্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্ম্মসু পরাঙ্‌মুখঃ। পীযূষ-কলশং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি ॥৭॥ অন্যস্থানে সুখং জন্ম নিষ্ফলং চ গতাগতম্।

(তাহা) ভোজন করেন না [তাঁহারা] সর্ব্বদা (বিষ্ণুর) নৈবেদ্য ভোজন করেন ॥৪॥ ভগবদ্বার্ত্তা না শুনিয়া যে গৃহে অন্ন ভোজন করে বা জলপান করে সেই অধম পাপ-ভোজনকারী [ইহাই জ্ঞানিগণের] মত ॥৫॥ বাসুদেবের পূজা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম [বাসুদেবের পূজা ব্যতীত কর্ম্ম] সকল করে সে কামধেনু পরিত্যাগ করিয়া আকন্দের আঠা [অর্কক্ষীরম্] (পান করিতে) ইচ্ছা করে ॥৬॥ ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করিয়া (যে ব্যক্তি) সৎকর্ম্মে পরাঙ্‌মুখ হয়, সে অমৃত-কলস পরিত্যাগ করিয়া বিষভাণ্ড ইচ্ছা করে ॥৭॥ (ভারতবর্ষ ব্যতীত) অন্যস্থানে সুখকর জন্ম [ও] নিষ্ফল ও যাতায়াত (মাত্র) সার। ভারতবর্ষে

করে ॥৭॥ (ভারতবর্ষ ব্যতীত) অন্যস্থানে সুখকর জন্ম [ও] নিষ্ফল ও যাতায়াত (মাত্র) সার। ভারতবর্ষে

ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্ম্মদম্। ৮॥ জন্ম তচ্ছোভনং জন্তো-
র্জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্। মনো-বাক্-কায়-কর্ম্মৈর্যং সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ
॥৯॥ বিচিত্রা দেহ-সম্পত্তিরীশ্বরায় নিবেদিতুম্। পূর্ব্বমেব কৃতা ব্রহ্মন্
হস্ত-পাদাদি-সংযুতা ॥১০॥ সুখানুধ্যান-নিরতা জীবা মায়া-বিমোহিতাঃ।
যথার্থ-সুখ-হেতুং তং ন ধ্যায়ন্তি হৃদীশ্বরম্ ॥১১॥ হিতাহিতং ন জানন্তি

ক্ষণকালের নিমিত্ত জন্মও সার্থক ও পুণ্যবশেই লাভ হয় ॥৮॥ জীবের (জন্তোঃ) সেই জন্মই শোভন ও সেই জীবনধারণই সার্থক (সুজীবিত), যে জন্মে কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বর শ্রীহরির সেবা করা হয় ॥৯॥ (এই) দেহসম্পত্তি বিচিত্র। ভগবান্‌কে নিবেদন করিবার জন্যই হে ব্রহ্মন্ পূর্ব্বেই হস্তপাদাদিযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে ॥১০॥ জীব সদাই সুখ চিন্তায় মগ্ন (কিন্তু) মায়া বিমোহিত হইয়া যথার্থ সুখের কারণ জগদীশ্বরকে চিন্তা করে না ॥১১॥ (তাহারা) ইহলোকের বা পরলোকের হিতাহিত জানে না। সুখলালসারূপ

নৈহিকং পারলৌকিকম্। তৃষ্ণা-নীহার-নষ্টাক্ষো ন জানাতি বয়োগতম্ ॥১২॥ মায়য়া নিয়তং বদ্ধা মুনয়ঃ কোটিশঃ মুনে। যোগিনো মোহিত-শ্চান্যে বঞ্চিতাঃ সন্তি সংসৃতৌ ॥১৩॥ বক্তারো বহবঃ সন্তি পরেষাং বুদ্ধিদা ভুবি। দামোদর-বশে। ভক্তো দুর্ল্লভঃ খলু ভূতলে ॥১৪। অকৃত্যং

কুজ্ঝটিকায় দৃষ্টি নষ্ট হওয়ায় (দিন দিন) [যে] আয়ু (বয়ঃ) গত [ক্ষয়] হইতেছে (তাহা) [তাহারা] জানিতে পারে না ॥১২॥ হে মুনে! কোটি কোটি মুনিগণ মায়া দ্বারা নিয়ত বদ্ধ (আছেন) যোগিগণও (ইহাতে) মোহিত। অন্য সকলে সংসারে [সংসৃতৌ] (মায়া দ্বারা) বঞ্চিত [হইয়া] আছে ॥১৩॥ পৃথিবীতে (ভুবি) পরের [পরেষাং] বুদ্ধিদাতা অনেক বক্তা আছে। (কিন্তু) দামোদরের বশীভূত ভক্ত [এই] ভূতলে নিশ্চয়ই (খলু) দুর্ল্লভ ॥১৪॥ মনুষ্য বাসনা দ্বারা চালিত হইলে অকার্য্যকে কার্য্য মনে

১৬। আচার-মাহাত্ম্যম্। ১৩৭

ভক্ত [এই] ভূতলে নিশ্চয়ই (খলু) দুর্ল্লভ ॥১৪॥ মনুষ্য বাসনা দ্বারা চালিত হইলে অকার্য্যকে কার্য্য মনে

সুদুর্গমম্। অভক্ষ্যং মন্যতে ভক্ষ্যং বাসনা-প্রেরিতো জনঃ ॥১৫॥
অহঙ্কারোঽভিমানশ্চ বিমোহয়তি মানসম্। পরমার্থো ন দৃশ্যেত
তন্নিরাকরণাদৃতে ॥১৬॥ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥১৭॥ নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম
জন্মান্তরশতৈরপি। মদ্ভক্ত্যা তদ্বহুঃ স্বল্পং বিপরীত-মভক্তিতঃ ॥১৮॥

করে ও অভক্ষ্য বস্তুকে ভক্ষ্য মনে করে ॥১৫॥ অহঙ্কার ও অভিমান মনকে বিমোহিত করে। তাহা দূর না করিলে (তন্নিরাকরণাদৃতে) পরমার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥১৬॥ [যিনি আপনাকে] তৃণাপেক্ষাও অতি নীচ (বলিয়া জানেন) [যিনি] বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু (তথা) [যিনি] নিজে মান চাহেন না (কিন্তু) অপরকে সম্মান দান করেন, তিনিই সর্ব্বদা শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে পারেন ॥১৭॥ ভোগ ব্যতিরেকে শত জন্মেও কর্ম্মক্ষয় হয় না। ভক্তি দ্বারাই সেই কর্ম্ম বহু হইলেও অতি অল্প (হইয়া যায়) ও অভক্তি দ্বারাই

পরনিন্দা ন কর্ত্তব্যা বিনা বিষ্ণু-বিরোধিনঃ। কালো নেয়ো বৃথা নৈব বিনা শ্রীকৃষ্ণ-সেবয়া ॥১৯॥ গৃহেঽরণ্যে জলে চাগ্নৌ পর্ব্বতে রিপু-সঙ্কটে। স এব রক্ষিতা শশ্বদ্ গর্ভে রক্ষতি যো বিভুঃ ॥২০॥ যত্র ধর্ম্মসুতো রাজা গদাপাণি-র্বৃকোদরঃ। কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডীবং চাপং সুহৃৎকৃষ্ণ-স্ততো বিপৎ ॥২১॥ ন যথা সুধিয়ঃ স্তেনং দর্শয়ন্তি নিজং ধনম্। তথৈব

বিপরীত হয় অর্থাৎ অতি অল্প কর্ম্মেও বহু ফল হয় ॥১ ॥ পরনিন্দা করিবে না। ভগবদ্-বিমুখ জন সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে না। শ্রীকৃষ্ণসেবা বিনা (অন্যকার্য্যে) বৃথা কালক্ষেপ করা কখনও উচিত নয় ॥১৯॥ গৃহে, অরণ্যে, জলে, অগ্নিতে, পর্ব্বতে ও শত্রু হইতে বিপদ্ উপস্থিত হইলে তিনিই সর্ব্বদা [শশ্বৎ] রক্ষা করেন। যে বিভু মাতৃগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন ॥২০॥ যেথানে ধর্ম্মপুত্র রাজা (যুধিষ্ঠির), গদাপাণি ভীম, অস্ত্রধারী অর্জ্জুন [কৃষ্ণ] গাণ্ডীব ধনুঃ, সখা শ্রীকৃষ্ণ (বিদ্যমান), সেখানেও [ততঃ] বিপদ্ ॥২১॥ যেমন সুবুদ্ধি জনগণ

১৬। আচার-মাহাত্ম্যম্। ১৩৯

যে বিভু মাতৃগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন ॥২০॥ যেখানে ... বিপন্ন ॥২১॥ যেমন সুবুদ্ধি জনগণ

[কৃষ্ণ] গাম্ভীর ধনঃ, যথা শ্রীকৃষ্ণ (বিরাজমান), সেখানেও [তত্র]

জ্ঞানিনো ভক্তাঃ হৃদয়স্থ-মহাধনম্ ॥২২॥ যৎ প্রাতঃ-সংস্কৃতং চান্নং সায়ং তচ্চ বিনশ্যতি। তদীয়-রস-সংপুষ্টে কায়ে কা নাম নিত্যতা ॥২৩॥ তচ্চিন্তনং তৎকথন-মন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্। তদেক-পরতান্তে চ ইত্যভ্যাসং বিদু-র্বুধাঃ ॥২৪॥ দিশং দিশং ভ্রমিত্বাপি ন লব্ধ্বা সুখমাত্মনঃ ক্লান্তো বিহঙ্গমঃ সায়-মায়াতি স্বালয়ং যথা ॥২৫॥ তথাহং সাম্প্রতং

চোরকে (স্তেনং) আপনার ধন দেখায় না, সেইরূপ জ্ঞানী ভক্তগণ [আপনার] হৃদয়স্থ মহাধন (শ্রীহরিপ্রেম) (অভক্তজনকে দেখান না) ॥২২॥ যে অন্ন প্রাতঃকালে পাক করা হইয়াছে [সংস্কৃতং] তাহা সায়ংকালে নষ্ট হইয়া যায়, সেই অন্নরসে সংপুষ্ট দেহে কি নিত্যতা থাকিতে পারে ? ২৩ ॥ সেই বিষয়ের চিন্তা, সেই বিষয় কথন, পরস্পর সেই বিষয়ে আলাপ ও শেষে অনন্যভাবে তাহাতেই নিষ্ঠা হওয়া, ইহাকেই পণ্ডিতেরা 'অভ্যাস' বলেন ॥২৪॥ (ভক্ত কহিতেছেন) নানাদিকে ভ্রমণ করিয়াও নিজে [আত্মনঃ] সুখ না পাইয়া ক্লান্ত হইয়া পক্ষী সন্ধ্যাকালে যেমন নিজ বাসায় আসে, সেইরূপ আমি সম্প্রতি কর্ম্ম-দুর্গম

ভ্রান্ত্বা সংসারে কর্ম্ম-দুর্গমে। খিন্নঃ ক্লান্তো বিশীর্ণাত্মা যাস্যেহদ্য ত্বৎ-পদাশ্রয়ম্ ॥২৬॥ স্ব-নাভি-গন্ধমজ্ঞাত্বা যথা কস্তূরিকা-মৃগঃ। বনাৎ বনান্তরং গত্বা দুঃখং হি লভতে মৃষা ॥২৭॥ তথাহং ত্বামবজ্ঞায় ভক্তানুগ্রহ-কাতরম্। ধাবামি সুতরাং শীর্ণো ভবারণ্যে ভয়ানকে ॥২৮॥ হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন। মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং

সংসারে ভ্রমণ করতঃ (ভ্রান্ত্বা) খিন্ন ক্লান্ত ও নির্ভিন্ন হৃদয় হইয়া তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥২৫-২৬॥ নিজ নাভিগন্ধ (কোথা হইতে আসিতেছে) না জানিতে পারিয়া যেমন কস্তূরিকা মৃগ সেই গন্ধদ্রব্য লাভের আশায় বন হইতে বনান্তরে গমন পূর্ব্বক বৃথা (মৃষা) দুঃখ লাভ করে, সেইরূপ আমি ভক্তানুগ্রহ-কাতর তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া (বৃথা সুখলাভের আশায়) ভয়ানক সংসার অরণ্যে সর্ব্বদা ধাবমান হইতেছি, অতএব (কেবল) অত্যন্ত শীর্ণ হইতেছি ॥২৭-২৮॥ হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! হে আর্ত্তিনাশন! হে গোবিন্দ! দুঃখসাগরে [বৃজিনার্ণবে] মগ্ন এই দীন আমাকে উদ্ধার কর ॥২৯॥ তুমিই

ধাবমান হইতেছি, অতএব (কেবল) অত্যন্ত ক্ষীণ হইতেছি ॥২৭-২৮॥ হে দয়ানাথ! হে অনাথ! হে

বৃজিনার্ণবে ॥২৯॥ ত্বং মে প্রাণপতিঃ সম্যগ্ গতি-স্ত্বং মম জীবনম্। নান্যং স্মরামি মনসা বচসা ন বদামি চ ॥৩০॥

আমার প্রাণপতি (আমার) সম্যক্ গতি ও [তুমিই] আমার জীবন। (তোমা ভিন্ন) অন্য কাহাকেও মনে মনেও স্মরণ করি-ও না। (অথবা) বাক্য দ্বারাও [কাহারও নাম] উচ্চারণ করি-ও না ॥৩০॥

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রৈলোক্য-নাথা-নত-পাদ-পঙ্কজম্। প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ড-বিভিন্ন-চেতসঃ ॥১॥ কর্ম্মণা কর্ম্ম-নির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে। অবিদ্ব-দধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥২॥ প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরাঙ্‌মুখম্।

হে রাজন্! কলিকালে অখিল জগতের পরম গুরু ও ত্রৈলোক্যনাথ (ব্রহ্মা) যাঁহার পাদপঙ্কজে (সদাই) প্রণত [আনত] সেই ভগবান্ অচ্যুতকে মনুষ্যগণ (মর্ত্ত্যাঃ) প্রায়ই পূজা করিবে না [ন যক্ষ্যন্তি] যেহেতু পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক তাহাদের চিত্ত বিভিন্ন হইবে (অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইবে) ॥১॥ কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের নিশ্চয় নাশ (নির্হারঃ) সমূলে [আত্যন্তিক] হয় না, যেহেতু অজ্ঞানীই (অবিদ্বৎ) [সেই কর্ম্মের] অধিকারী। (ও) জ্ঞানই [বিমর্শনম্] (প্রকৃত) প্রায়শ্চিত্ত ॥২॥ প্রায়শ্চিত্ত সকল [সম্যক্] অনুষ্ঠিত হইলেও নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে, হে রাজেন্দ্র! সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না। [ন নিষ্পুনন্তি] যেমন

১৭। প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণম্। ১৪৩

ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভ-মিবাপগাঃ ॥৩॥ সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদার-বিন্দয়ো-র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ। ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণ-নিষ্কৃতাঃ ॥৪॥ নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতে-ঽপি নিষ্কৃতং মনঃ পুন-র্ধাবতি চেদসৎপথে। তৎকর্ম্ম-নির্হার-মভীপ্সতাং

সুধাকুম্ভকে নদী সকল (আপগাঃ) [পবিত্র করিতে পারে না] ॥৩॥ যাঁহারা এই সংসারে (যৈরিহ) একবারও (সকৃৎ) [নিজ] মন কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া [তদ্গুণরাগি] কৃষ্ণপদারবিন্দে নিবেশিত করিয়াছেন তাঁহারা যম কিম্বা তাঁহার পাশহস্ত (পাশভৃতঃ) দূতগণকে [ভটান্] স্বপ্নেও দেখেন না কেননা তাঁহারা সম্যক্ [হি] কর্ম্মক্ষয় করিয়াছেন [চীর্ণ-নিষ্কৃতাঃ] ॥৪॥ সেই প্রায়শ্চিত্ত (তৎ-নিষ্কৃতং) সম্যক্ আচরিত হইলেও [কৃতেঽপি] একান্ত হয় না (কেননা) মন পুনর্ব্বার অসৎ পথে ধাবিত হয়। যাঁহারা সেই কর্ম্ম সমূলে নাশ (নির্হার) করিতে ইচ্ছা করেন শ্রীহরির গুণানুবাদই [সাধুমুখে শ্রবণ ও

হরে-র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥৫॥ স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্য-প্রতিহতা যযাত্মা সংপ্রসীদতি।৬॥ বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যত্তদহৈতুকম্ ॥৭॥ ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৮॥ অতঃ পুম্ভি-র্দ্বিজ-

---

পশ্চাৎ কীর্ত্তন] (তাহাদের একমাত্র উপায়) [যেহেতু ইহাই] সত্ত্বগুণ উৎপন্ন করে ॥৫॥ তাহাই পুরুষ-গণের ধর্ম্ম, যাহা হইতে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে) ভক্তি হয়। (যে ভক্তি) অহৈতুকী [নিষ্কাম] ও অপ্রতিহতা ও যাহার দ্বারা আত্মা সম্যক্ প্রসন্ন হন ॥৬॥ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে শীঘ্র [আশু] বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান উৎপাদন করে (জনয়তি) ॥৭॥ ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি মনুষ্যগণের (পুংসাং) বাসুদেবের কথায় [বিষ্বক্সেন-কথাসু] রতি উৎপাদন না করে (তবে উহা) কেবল পরিশ্রম মাত্র, ইহাতে সংশয় নাই [এব হি] ॥৮॥ অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরুষগণের দ্বারা (পুংভি)

মাত্র, ইহাতে সংশয় নাই [এব হি] ॥৮॥ অতএব ...

শ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধি-র্হরিতোষণম্ ॥৯॥ তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥১০॥ শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথা-রুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাৎ ॥১১॥ নষ্টপ্রায়েষ্ব-ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তি-র্ভবতি

সম্যক্ অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের একমাত্র সার্থকতা (সংসিদ্ধিঃ) শ্রীহরির সন্তোষ [অর্থাৎ শ্রীহরির সন্তোষ না হইলে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানই নিরর্থক] ॥৯॥ অতএব একাগ্রমনে সর্ব্বদা (নিত্যদা) সাধুগণের পতি ভগবানের [গুণরাজি] শ্রবণ করিবে ও কীর্ত্তন করিবে তথা (তাঁহাকে) চিন্তা ও পূজা করিবে ॥১০॥ হে বিপ্রগণ ! (বিপ্রাঃ) পবিত্র তীর্থ সেবন করিলে [পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাৎ] (সাধুসঙ্গ লাভ হয়), সাধু সেবা দ্বারা (মহৎ সেবয়া) [বাসুদেব-কথা শুনিতে ইচ্ছা করে] হরিগুণ-শ্রবণেচ্ছুগণের [তাহাতে শ্রদ্ধা জন্মে] (তাহা হইতেই) বাসুদেবের কথায় রুচি জন্মে [স্যাৎ] ॥১১॥ নিত্য সাধু সেবা দ্বারা (ভাগবত সেবয়া)

নৈষ্ঠিকী ॥১২॥ তং সুখারাধ্য-মৃজুভি-রনন্যশরণৈ-র্নৃভিঃ । কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্য-মসাধুভিঃ ॥১৩॥ যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরা-মতিতরন্ত্যথ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃশ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে॥১৪॥ অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণ-কামং

অমঙ্গল সকল (অভদ্রেষু) বিনষ্ট-প্রায় হইলে উত্তমশ্লোক ভগবানে দৃঢ়া [নৈষ্ঠিকী] ভক্তি জন্মে ॥১২॥ সরল স্বভাব (ঋজুভিঃ) ও অনন্যশরণ নরগণ কর্ত্তৃক [নৃভিঃ] (ভগবান্) সুখারাধ্য। তাঁহাকে (তং) কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা করিবে না ? (তিনি) অসাধু ব্যক্তিগণের দুরারাধ্য ॥১৩॥ যাঁহাদের প্রতি সেই অনন্ত (অর্থাৎ অনন্ত কল্যাণ-গুণ-বিশিষ্ট) ভগবান্ দয়া করেন [দয়য়েৎ] (তাঁহারা) যদি কায়-মনো-বাক্যে [সর্ব্বাত্মনা] ও অকপটে (নির্ব্যলীকং) সেই ভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন [শ্রিতপদঃ] তাহা হইলেই (অথ) তাঁহারা দুস্তর দেবমায়া অতিক্রম করেন [অতিতরন্তি]। ইহাদেরই (এষাং) কুক্কুর শৃগালের ভক্ষ্য শরীরে (শ্ব-শৃগাল ভক্ষ্যে) আমি 'আমার' ('মম', 'অহং') ভাব বুদ্ধি হয় না ॥১৪॥ সেই

স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্। বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্ব-লাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥১৫॥ স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্ত-বীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ। যোঽমায়য়া সন্ততয়াঽনুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদ-সরোজ-গন্ধম্ ॥১৬॥ নাতঃ পরং কর্ম্ম-নিবন্ধ-কৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানু-

---

বিস্ময়রহিত (কেন না) নিজলাভ দ্বারা পরিপূর্ণ-কাম (অতএব) সম ও প্রশান্ত [বাসুদেব] বিনা যে অপরকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে (উপসর্পতি) সেই মহামূর্খ [বালিশঃ] কুকুরের লাঙ্গুল আশ্রয় করিয়া সমুদ্রপার হইতে ইচ্ছা করে (অতিতিতর্ত্তি) ॥১৫॥ সেই ব্যক্তিই জগতের পালন কর্ত্তার [ধাতুঃ] লীলা (পদবীং) জানিতে পারেন, যিনি অকপটভাবে (অমায়য়া) অবিচ্ছিন্নভাবে [সন্ততয়া] ও শাস্ত্রানুকূল আচরণের দ্বারা (অনুবৃত্ত্যা) তাঁহার শ্রীচরণ কমল ভজনা করেন (অন্য কেহ জানিতে পারে না)। [যেহেতু তিনি] পরমাত্মা (পরস্য) ও তাঁহার লীলার অন্ত করা সুকঠিন [দুরন্তবীর্য্যস্য]। অথচ তিনি চক্রধারী [রথাঙ্গপাণেঃ] (অর্থাৎ ভগবান্ পরমাত্মা ও তাঁহার লীলা একেবারে দুর্ব্বোধ্য)। অতএব কেহই তাঁহার

কীর্ত্তনাৎ। ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোহন্যথা ॥১৭॥ বাসুদেব-পরা বেদা বাসুদেব-পরা মখাঃ। বাসুদেব-পরা যোগা বাসুদেব-পরাঃ ক্রিয়াঃ ॥১৮॥ বাসুদেব-পরং জ্ঞানং বাসুদেব-পরং তপঃ। বাসুদেব-পরো ধর্ম্মো বাসুদেব-পরা গতিঃ ॥১৯॥

মায়া জানিতে পারে না। কিন্তু ভক্ত তাঁহার মায়া জানিতে পারেন, কেন না ভগবান্ ভক্তের সাহায্যের জন্য এত ব্যস্ত যে কখন ভক্ত তাঁহার সাহায্য চাহিবে এই ভাবিয়া আগে থাকিতেই সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া আছেন (ও সুদর্শনরূপ জ্ঞান-চক্রের দ্বারা তিনি ভক্তের মায়া মোহ নিরসন করেন) ॥১৬॥ মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের (মুমুক্ষতাং) ভগবানের [তীর্থপদ] গুণরাজি সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদা কীর্ত্তন ভিন্ন (অনুকীর্ত্তনাৎ) কর্ম্মপাশ-ছেদনের [নিবন্ধ—দৃঢ় বন্ধন। কৃন্তন—ছেদন] শ্রেষ্ঠ (পরং) [উপায় আর] নাই। যেহেতু (যৎ) [তাহা হইলে] পুনরায় মন কর্ম্মে আসক্ত হয় না। অন্যথা (মন) রজোগুণে ও তমোগুণে সর্ব্বদা মলিন (কলিলং) [থাকে] ॥১৭॥ সমস্ত বেদেরই প্রতিপাদ্য বিষয়—বাসুদেব। সমস্ত যজ্ঞেই বাসুদেবেরই আরাধনা হয়। সকল যোগশাস্ত্রেরই বাসুদেব প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য ও আসন প্রাণায়ামাদি

সমাশ্রিতা যে পদ-পল্লব-প্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ। ভবাম্বুধি-র্বৎসপদং পরং পদং পদং পদম্ যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ।২০॥

সমস্ত ক্রিয়াই বাসুদেব প্রাপ্তির জন্য ॥১৮॥ বাসুদেবের জ্ঞানই জ্ঞান, বাসুদেব প্রাপ্তিই পরম তপস্যা, বাসুদেবের সন্তোষই একমাত্র ধর্ম্ম ও বাসুদেবই একমাত্র গতি ॥১৯॥ যাঁহারা (যে) পুণ্যযশঃ মুরারির সুকোমল (পল্লব) শ্রীচরণরূপ নৌকাকে [প্লবং] সম্যক্ আশ্রয় করিয়াছেন (যাহা) সাধুগণের আশ্রয়ভূত (মহৎপদম্) [তাঁহাদের] ভবসমুদ্র বৎসপদ (প্রমাণ হয়। অর্থাৎ বাছুরের খুরের আঘাতের পর গর্ত্তের ন্যায় ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম হয়), পরম পদ [পরং পদং] প্রাপ্ত হয়। (পদং) ও যাহা বিপদের পদ [বিষয়] (তাহা) তাঁহাদের কখনও [প্রাপ্তি]হয় না ॥২০॥

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্। ময়ানু-কূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥১॥ যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বার-মপাবৃতম্। গৃহেষু খগবৎ সক্ত-স্তমারূঢ়চ্যুতং

মনুষ্যদেহ (সকল বাঞ্ছিত ফলের) মূল কারণ [আদ্য]। (ইহা ভগবান্ কৃপা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া) সুলভ [পরন্তু অশীতিলক্ষ যোনিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে একবার মাত্র মিলে, অতএব] সুদুর্লভ। (এই মনুষ্য দেহই ভবসাগর পারের) নৌকা [প্লবম্]। ইহা সকল কার্য্য করিতে সমর্থ (সুকল্পং)। গুরু ইহার কর্ণধার। আমার (শ্রীভগবানের) অনুকূল বায়ু দ্বারা (নভস্বতা) [অর্থাৎ আমার কৃপাবায়ু দ্বারা] (এই নৌকা) চালিত [ঈরিত]। (তথাপি যে) মনুষ্য ভবসাগর পার হয় না [ন তরেৎ] সে আত্মঘাতী ॥১॥ যে মনুষ্যজন্ম (লোকং) পাইয়া [অতএব] মুক্তির দ্বার খোলা পাইয়াও [অপাবৃতম্] যে জন গৃহে পক্ষীর ন্যায় (খগবৎ) আসক্ত [থাকে] তাহাকে (জ্ঞানিগণ বৈকুণ্ঠে) আরোহণ করিয়া (বৈকুণ্ঠ হইতে)

বিদুঃ ॥২॥ আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ। অপ্রমত্ত
ইদং পশ্যেদ্-গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥৩॥ যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি-
দ্রব্যেষু মায়া-রচিতেষু মূঢ়ঃ। প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগ-বুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্-
নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥৪॥ লোকঃ স্বয়ং শ্রেয়সি নষ্টদৃষ্টি-র্যোঽর্থান্ সমীহেত

পতিত (আরূঢ়চ্যুতং) বলিয়া জানেন ॥২॥ [তখনই সে] নিজেই নিজের রক্ষাকর্ত্তা (গোপ্তা) হয় যখন (যদা) [তাহার চিত্ত] সমস্ত (ভোগ্য বস্তু) হইতে [অখিলাৎ] বিরত হয় (নির্বিদ্যেত)। অপ্রমত্ত-ভাবে এই জগৎকে কালরূপ সর্পদ্বারা (কালাহিনা) গ্রস্ত বলিয়া দেখিবে [পশ্যেৎ] ॥৩॥ কামিনী (যোষিৎ) কাঞ্চন আভরণ ও বস্ত্রাদি (অম্বরাদি) মায়া-রচিত দ্রব্যে মূঢ়ব্যক্তি ভোগ্যবস্তু জ্ঞানে [উপভোগ-বুদ্ধ্যা] প্রলোভিতচিত্ত [আত্মা = মন] হইয়া নষ্টদৃষ্টি (হয়) ও পতংগের ন্যায় নষ্ট হয় ॥৪॥ [সেই] মনুষ্য নিজ কল্যাণ বিষয়ে (শ্রেয়সি) জ্ঞানহীন [নষ্টদৃষ্টিঃ] যে অত্যন্ত ভোগাভিলাষী (নিকামকামঃ) [অতএব] বিষয় সুখের জন্য (অর্থান্) প্রাণপণে চেষ্টা করে [সমীহেত]। (অপিচ) সুখের লেশমাত্রের জন্য

নিকাম-কামঃ। অন্যোহন্যবৈরঃ সুখ-লেশ-হেতোরনন্ত--দুঃখং চ ন বেদ মূঢ়ঃ ॥৫॥ অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥৬॥ যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্ নিবেদয়েন্ মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥৭॥ প্রায়েণ ভক্তি-যোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব। নোপায়ো বিদ্যতে সধ্র্যঙ্

পরস্পর (অন্যোন্য) শত্রুতা করে। (সংসারে যে) অনন্ত দুঃখ [তাহা সেই] মূঢ় জানে না ॥৫॥ অণু হইতে ও মহৎ হইতে ও শাস্ত্র হইতে ও সকল বস্তু হইতেই [সর্ব্বতঃ] কুশল ব্যক্তি সার গ্রহণ করিবে। পুষ্প সকল হইতে যেমন ভ্রমর [ষট্পদঃ] (সার গ্রহণ করে) সেইরূপ॥৬॥ সংসারে (লোকে) যাহা যাহা অত্যন্ত অভিলষিত বস্তু (ইষ্টতমম্) তথা যাহা কিছু নিজের (আত্মনঃ) প্রিয় সে সকলই (তৎ তৎ) আমাকে (ভগবান্‌কে) নিবেদন করিলে, তাহা (তোমার) অসীম ফলজনক (আনন্ত্যায়) হইবে (কল্পতে) ॥৭॥ প্রায়শঃ ভক্তিযোগ ও সৎসঙ্গ বিনা, হে উদ্ধব! মুক্তির সমীচীন (সধ্র্যঙ্) উপায় আর কিছুই নাই।

॥৭॥ প্রায়শঃ ভক্তিযোগ ও সৎসঙ্গ বিনা, হে উদ্ধব! মুক্তির সমীচীন (সপ্রাপ্ত) উপায় আর কিছুই নাই।

প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥৮॥ যথা সঙ্কল্পয়েদ্ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্। ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে॥৯॥ বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ। আত্মান-মাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥১০॥ ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানং চৈবাত্ম্যদর্শনম্।

যে হেতু (হি) সাধুদিগের আমিই পরম আশ্রয় [প্রায়ণম্] ॥৮॥ মৎপরায়ণ (মৎপর) মনুষ্য সত্যাত্মক আমাতে (ময়ি সত্যে) মন নিযুক্ত করিয়া [যুঞ্জন্] বুদ্ধিপূর্ব্বক (বুদ্ধ্যা) যেরূপ [যথা] কিংবা যখন (যদা বা) সঙ্কল্প করেন [তিনি] তখনই সেইরূপ তাহা সম্যক্ লাভ করেন [সমুপাশ্নুতে] ॥৯॥ বাক্য সংযত কর (যচ্ছ), মন সংযত কর, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল সংযত কর; নিজের দ্বারা নিজেকে সংযত কর (তাহা হইলে) পুনঃ (সংসার) পথে (অধ্বনে) আসিতে হইবে না [ন কল্পসে] ॥১০॥ যাহা আমাতে ভক্তি উৎপাদন করে (তাহাই) ধর্ম্ম। অন্তর্য্যামিত্ব দর্শনই জ্ঞান (অর্থাৎ সকল জীবই ভগবানের মূর্ত্তি ইহা সর্ব্বদা ও সম্যক্ দেখার নাম জ্ঞান)। সংসারের ভোগ্য বস্তুতে [গুণেষু] অনাসক্তিই বৈরাগ্য।

গুণেষসঙ্গো বৈরাগ্যং ঐশ্বর্য্যং চাণিমাদয়ঃ ॥১১॥ স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ। গুণ-দোষ-বিধানেন সঙ্গানাং ত্যজনেচ্ছয়া ॥১২॥ ক্বচিৎ গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ। গুণ-দোষার্থ-নিয়ম-স্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥১৩॥ পর-স্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি। স আশু

অণিমাদিই (যোগসিদ্ধি) ঐশ্বর্য্য ॥১১॥ নিজ নিজ অধিকারে সুদৃঢ় অবস্থানই [নিষ্ঠা] গুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। স্বভাবতঃ (জাতি) অশুদ্ধ কর্ম্ম সকলের এইরূপে [অনেন] সঙ্কোচ (নিয়মঃ) করা হইয়াছে। গুণ ও দোষের বিধান দ্বারা (কর্ম্মের) আসক্তি সকল ত্যাগ করাইবার হেতু ॥১২॥ বিধি অনুসারে (বিধিনা) কোথায়ও গুণও দোষ হয় [আবার] দোষও গুণ হয়। গুণ-দোষ সূচক নিয়ম, গুণ ও দোষের যাহারা প্রভেদ করে তাহাদিগকেও বাধা দেয় ॥১৩॥ পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকলের যে প্রশংসা বা নিন্দা করে সে শীঘ্র স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় (কেননা) সে অসত্য বিষয়ে [মন] অভিনিবেশ

প্রশংসা বা নিন্দা করে সে শীঘ্র স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় (কেননা) সে অসত্য বিষয়ে [মন] অভিনিবেশ

ভ্রশ্যতি স্বার্থা-দসত্যা-ভিনিবেশতঃ ॥১৪॥ কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ । বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥১৫॥ আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ । ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ॥১৬॥ এতদ্‌বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নৈপুণম্ ।

করে ॥১৪॥ দ্বৈতের (দ্বৈতস্য) [অতএব] মিথ্যাবস্তুর (অবস্তুনঃ) তাহার আর ভালই [ভদ্রং] বা কি মন্দই (অভদ্রং) বা কি ? বাক্যের দ্বারা যাহা বলা যায় তাহাই মিথ্যা। মনের দ্বারা যাহাই চিন্তা করা যায় (তাহাই মিথ্যা) [অর্থাৎ সংসার মিথ্যা] অতএব যাহা কিছু বলা যায় বা ভাবা যায় সবই মিথ্যা। তাহার আর ভাল মন্দ কি করিয়া হইতে পারে ? ॥১৫॥ সেই পরমাত্মাই এই বিশ্ব। তিনিই প্রভু। তিনিই বিশ্বাত্মা। তিনিই ঈশ্বর। (তিনি নিজেই) সৃষ্ট হন (সৃজ্যতে) [নিজেই] সৃষ্টি করেন ও (নিজেই) রক্ষিত হন (ত্রায়তে)। নিজেই রক্ষা করেন ও (নিজেই) হৃত হন [হ্রিয়তে] ও (নিজেই) হরণ করেন ॥১৬॥ আমার কথিত (মদুদিতং) এই [এতৎ] জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কৌশল যিনি জানেন (বিদ্বান্) (তিনি কাহাকেও) নিন্দা করেন না [বা] প্রশংসা করেন না (অর্থাৎ) জগতে (লোকে) সূর্য্যের ন্যায়

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ ॥১৭॥ যথা হি ভানো-রুদয়ো নৃ-চক্ষুষাং তমো নিহন্যান্ ন তু সদ্‌বিধত্তে। এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥১৮॥ নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ। স্পর্দ্ধাসূয়া-তিরস্কারাঃ সাহংকারা বিয়ন্তি হি ॥১৯॥ বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াং চ দৈহিকীম্। প্রণমেদ্দণ্ড-

---

(নিরপেক্ষ ভাবে) বিচরণ করেন ॥১৭॥ যেমন সূর্য্যের উদয় (ভানোরুদয়ঃ) মনুষ্য চক্ষুর অন্ধকার [তমঃ] নষ্ট করে মাত্র (নিহন্যাৎ) অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান বস্তুকে সৎ (বিদ্যমান) করিতে পারে না [ন তু বিধত্তে] সেইরূপ (এবং) আমার [মে] জ্ঞান (সমীক্ষা) সম্যক্ [নিপুণ] ও সাধু (সতী) [হইলে] পুরুষের বুদ্ধির অজ্ঞানকে (তমিস্রং) নাশ করে ॥১৮॥ সকল মানবেই [নরেষু] সর্ব্বদা (অভীক্ষ্ণম্) ভগবদ্-ভাব ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্যের (পুংসঃ) অচিরাৎ স্পর্দ্ধা, অসূয়া, তিরস্কার ও (অহঙ্কার বিগত হয় [বিয়ন্তি] ইহাতে সংশয় নাই (হি) ॥১৯॥ হাস্যপরায়ণ [স্ময়মানান্] স্বজনগণকে (স্বান্) ত্যাগ করিয়া [বিসৃজ্য] ও

ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্যেষ (...) ... স্বজনগণকে (স্বান্) ত্যাগ করিয়া [...] ও
ইহাতে সংশয় নাই (হি) ॥১৯॥ হাস্যপরায়ণ [স্ময়মানান্] স্বজনগণকে (স্বান্) ত্যাগ করিয়া [...] ও

বদ্-ভূমা-বাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥২০॥ অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম। মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনো-বাক্-কায়-বৃত্তিভিঃ ॥২১॥ এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি-র্মনীষা চ মনীষিণাম্। যৎ সত্য-মনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥২২॥

দেহের প্রতি লজ্জার দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া ভুমিতে দণ্ডবৎ হইয়া কুকুর (শ্ব) চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ [খর পর্য্যন্ত] (আ) সকলকেই প্রণাম করিবে ॥২০॥ সকল কল্পেই আমার এই [অয়ং] সমীচীন (সধ্রীচীনঃ) মত [যে] কায়মনোবাক্যে (মনো-বাক্-কায়-বৃত্তিভিঃ) সর্ব্বভূতে আমাকে চিন্তা করিবে ॥২১॥ ইহাই বুদ্ধিমান্ জনগণের বুদ্ধির পরিচয় (বুদ্ধিঃ) ও মনীষিগণের মনীষার পরিচয় যে মিথ্যা [অনৃতেন] মর্ত্ত্য দেহ দ্বারা (মর্ত্ত্যেন) ইহ সংসার (ইহ) সত্যাত্মক (সত্যম্) মুক্তিদাতা (অমৃতম্) আমাকে লাভ করিতে পারে (আপ্নোতি) (অর্থাৎ ভগবান্ সত্যাত্মক ও নিত্য। এই জগতের যাবতীয় ভোগ্য বস্তুই মিথ্যা ও দেহ অনিত্য। এই সত্যাত্মক ও নিত্য ভগবানের নিমিত্ত যে ব্যক্তি এই মিথ্যা ভোগ্যবস্তু ও অনিত্য দেহ ত্যাগ করে অর্থাৎ বিষয়াসক্তি ও দেহাভিমান ত্যাগ করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্) ॥২২॥

জিহ্বাং লব্ধ্বাপি যো বিষ্ণুং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ। লব্ধ্বাপি মোক্ষ-নিঃশ্রেণীং নারোহতি স দুর্মতিঃ ॥১॥ ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভি-নিরূপিতো যদুত্তমশ্লোক-গুণানুবর্ণনম্ ॥২॥ এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মন্ তাপত্রয়-

---

জিহ্বা লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি কীর্ত্তনীয় বিষ্ণুর কীর্ত্তন না করে সেই ব্যক্তিই দুর্মতি (স দুর্মতিঃ), (সে) মোক্ষের সিঁড়ি [মোক্ষ-নিঃশ্রেণীম্] লাভ করিয়াও আরোহণ করে না ॥১॥ ইহাই মনুষ্যের (পুংসঃ) তপস্যার, শাস্ত্র শ্রবণের, সুবিহিত যজ্ঞের (সু ইষ্টস্য) সদুক্তির [সু + উক্তস্য] বুদ্ধির ও দানের (দত্তঃ) সুনিশ্চিত [অবিচ্যুতঃ] অর্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে—ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনই (সদা কার্য্য) [উত্তম শ্লোক = ভগবান] যাঁহার চরিত্র (শ্লোক) শ্রবণ করিলে মনের তমঃ উদ্‌গত [দূরীভূত]

কার্য্যা) [উত্তম শ্লোক = ভগবান] যাঁহার চরিত্র (শ্লোক) শ্রবণ করিলে

চিকিৎসিতম্‌। যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্‌ ॥৩॥ আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্‌ ॥৪॥ ধর্ম্মং তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ। ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতশ্চ বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ

হয়। (অনু = পশ্চাৎ। সর্ব্বদা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন) ॥২॥ হে ব্রহ্মন্‌! ইহাই ত্রিবিধ দুঃখের (তাপত্রয়ের) চিকিৎসা [বলিয়া] সম্যক্‌রূপে সূচিত (সংসূচিতম্‌) যে সর্ব্বশক্তিময় (ঈশ্বরে) ভগবান্‌ ব্রহ্মেই কর্ম্ম সমর্পিত [ভাবিতং] হয় ॥৩॥ প্রাণিগণের (ভূতানাং) যে রোগ [যশ্চ আময়ঃ] যাহা দ্বারা জন্মে, হে সুব্রত! সেই রোগের উৎপাদক দ্রব্যই (আময়ঃ দ্রব্যম্‌) কি রোগ দূর করে না (ন পুনাতি)? যদি উহা। চিকিৎসিত [সংশোধিত] করিয়া লওয়া হয়? (অর্থাৎ যে দ্রব্যে রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাতেই রোগের নিবৃত্তিও হয় যদি উহা সংস্কার করিয়া লওয়া হয়) ॥৪॥ ধর্ম্ম কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবানের প্রণীত, (তাহা) ঋষিরাও জানেন না, দেবতারাও জানেন না, শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ [সিদ্ধমুখ্যা] বিদ্যাধর চারণাদিও জানেন না, অসুর ও মনুষ্যের ত দূরের কথা (কুতঃ) ॥৫॥ ইহাই এই জগতের পুরুষ-

ত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্ ॥১২॥ বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো। ভবতো দর্শনং যৎস্যা-দপুনর্ভব-দর্শনম্ ॥১৩॥ পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমর্হত্তমার্পিতম্। যং ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদ-শ্চাদিশন্তি হি ॥১৪॥ কিমাত্মনাঽনেনে জহাতি যোঽন্ততঃ কিং রিক্‌থহারৈঃ

যাহার অহঙ্কার পরিবর্দ্ধিত (এধমানমদঃ) [সেই] পুরুষ তোমায় ডাকিতেই পারে না। (কেন না তুমি যে) অকিঞ্চনেরই গোচর ।১২॥ বিপদের উপর বিপদ্ সকল আমাদের (নঃ) সর্ব্বদা [শশ্বৎ] হউক। যাহাতে (যৎ) সেই সেই বিপদে [তত্র তত্র] হে জগদ্‌গুরু! আপনার দর্শন পাই, আর জন্মিতে (ভবদর্শন করিতে) না হয় ॥১৩॥ হে পূজ্যতম ! (অর্হত্তম) [তোমা কর্ত্তৃক] অর্পিত দণ্ড পুরুষদিগের অতীব শ্লাঘার বিষয় মনে করি (মন্যে)। সে দণ্ড—মাতাপিতা ভ্রাতা ও সুহৃদ্‌গণও দিতে পারেন না [ন আদিশন্তি] ॥১৪॥ এই (অনেন) দেহের দ্বারা [আত্মনা] কি হইবে (কিম্) ? যাহা অন্তকালে (অন্ততঃ) ত্যাগ করে ? ধনহারী (রিক্‌থ = ধন) স্বজন নামে পরিচিত দস্যুগণ লইয়া কি হইবে ? মানুষের [মর্ত্ত্যস্য] গৃহেরই বা কি প্রয়োজন ? কিন্তু যাহারা তোমার চরণসরোজে (সরসীরুহ) ভক্তিহীন তাহাদের ঐ সকল [শাস্ত্রগ্রন্থ] দ্বারাও প্রকৃত জ্ঞান (যথার্থ-বোধঃ) কিছুতেই [এব] হয় না ॥১৫॥ (কেন না) স্থাবা হইলে পর

স্বজনাখ্য-দস্যুভিঃ। কিং জায়য়া সংসৃতি-হেতুভূতয়া মর্ত্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ ॥১৫॥ যে তু ত্বদঙ্ঘ্রি-সরসীরুহ-ভক্তিহীনা-স্তেষা-মমীভিরপি নৈব যথার্থ-বোধঃ। পিত্তঘ্ন-মঞ্জন-মনাপ্লুষি জাতু নেত্রে নৈব প্রভাভিরপি শঙ্খসিতত্ব-বুদ্ধিঃ ॥১৬॥ অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানা-মনোরথ-ধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ। দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥১৭॥ যেঽন্তে-ঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-

---

পিত্তনাশক অঞ্জন নেত্রে না পড়িলে [অনাপ্লুষি] কখনই (জাতু) শত শত আলোকের দ্বারা (প্রভাভিঃ) শঙ্খের শ্বেতত্ব-বুদ্ধি [শাঁখ যে সাদা এই জ্ঞান] জন্মিতে পারে না ॥১৬॥ হে দেব, ঋষিরাও (ঋষয়োঽপি) তোমার গুণগানে বিমুখ হইলে [যুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখাঃ] এই সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করেন (ইহ সংসরন্তি)। [তাঁহাদের] ইন্দ্রিয় সকল (করণ) দিবাকালে [অহ্নি] বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া (আপৃত) আর্ত্ত হইয়া পড়ে, রাত্রিকালে [নিশি] তাঁহারা নিদ্রাহীন হয় (নিঃশয়ানা) [কেননা] নানা প্রকার বাসনা বুদ্ধিদ্বারা (নানা মনোরথধিয়া) ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হয় [ক্ষণ-ভঙ্গ-নিদ্রাঃ] অথচ প্রারব্ধ

মানিন-স্ত্বয্যস্ত-ভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো নাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥১৮॥ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো ॥১৯॥ যে তু ত্বদীয়-চরণাম্বুজ-কোশগন্ধং

কর্ম্মবশে (দৈব) [সংসারে বীতরাগ হওয়াতে তাঁহাদের] বিষয় সুখ (অর্থ) চেষ্টা [রচনা] পরিত্যক্ত হয় (আহত) ॥১৭॥ হে কমললোচন (অরবিন্দাক্ষ, অতএব কৃপাময়) হে প্রভু ! [প্রভো] (অতএব তোমার ইচ্ছা ভিন্ন কাহারও মুক্তি হয় না) অন্য যাহারা [অন্যে] নিজকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে (বিমুক্তমানিনঃ) (তাহারা) তোমাতে ভক্তিহীন হওয়ায় [অস্ত = পরিত্যক্ত । ভাব = ভক্তি। প্রেম] তাহাদেরও বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় না। (তাহারা) অতি কষ্টেই পরমপদে আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে [ততঃ] অধঃপতিত হয় (যেহেতু) তাহারা তোমার শ্রীচরণকমলকে আদর করে নাই ॥১৮॥ হে মাধব ! তাঁহারা তেমন নন [তথা ন তে) [যাঁহারা] তোমার নিজজন (তাবকাঃ) [তাঁহারা] কখনও তোমার পথ হইতে (মার্গাৎ) ভ্রষ্ট হন না (ভ্রশ্যন্তি)। [কেননা] তাঁহারা তোমাতে অনুরাগ-রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ (বদ্ধসৌহৃদাঃ) (অতএব) তোমার দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষিত [অভিগুপ্ত] হইয়া (তাঁহারা) বিঘ্নরাজগণের [বিনায়ক =

জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্। ভক্ত্যা গৃহীতচরণাঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্ব-পুংসাম্ ॥২০॥ অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ। যৈ-র্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে মুকুন্দ-সেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥২১॥ লব্ধ্বেহ মানুষীং

বিঘ্ন। অনীকপ = রাজা] মাথায় (পা দিয়া) নির্ভয়ে বিচরণ করেন [অর্থাৎ ভগবান্ জগতের প্রভু। তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিমান্ হইলে তিনি তাঁহাকে নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন। অতএব তাঁহার ভক্তেরা অনায়াসে পরম পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা মুক্তাভিমানী ও তাঁহার শ্রীচরণের কৃপার উপর নির্ভর করে না তাহারা নিজ চেষ্টায় পরমপদ প্রাপ্ত হইলেও পরিশেষে তথা হইতে ভ্রষ্ট হয়] ॥১৯॥ যাঁহারা কিন্তু তোমার শ্রীচরণ কমলকোশের গন্ধ, কর্ণবিবরের দ্বারা শাস্ত্ররূপ বায়ুদ্বারা নীত হইয়া [শ্রুতিবাতনীতম্] আঘ্রাণ করে, (জিঘ্রন্তি) [অপিচ] পরম ভক্তির সহিত (পরয়া ভক্ত্যা) [তোমার] শ্রীচরণ আশ্রয় করেন, হে নাথ (তুমি) তাঁহাদের হৃদয়কমল হইতে [হৃদয়াম্বুরুহাৎ] চলিয়া যাও না (নাপৈষি) (কেননা তাঁহারা যে তোমার)নিজজন (স্বপুংসাম্) ॥২০॥ বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ [অজির] স্বরূপ ভারতবর্ষে যাঁহারা ভগবৎ সেবার উপায়ভূত (মুকুন্দ-সেবৌপয়িকম্) নরযোনিতে [নৃষু] জন্ম লাভ করিয়াছেন, আহা উঁহারা কি শোভন কর্ম্মই করিয়াছেন! অথবা কি (স্বিদুত) স্বয়ং শ্রীহরি ইহাদের প্রতি প্রসন্ন? এই

যোনিং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভবাম্। আত্মানং যো ন বুধ্যেত ন ক্বচিচ্ছমবাপ্নুয়াৎ ॥২২॥ উপায়াধ্যবসায়েন ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। হরেঃ কৃপাবলম্বিত্বং উপায়ত্ব-মিহোচ্যতে ॥২৩॥ ভজে ভজেন্যারণ-পাদপঙ্কজং ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্। ভক্তেষ্বলং ভাবিত-ভূতভাবনং ভবাপহং ত্বা ভবভাব-মীশ্বরম্ ॥২৪॥

ভারতাজিরে নরদেহলাভ, আমাদের [নঃ] বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু (স্পৃহা) [কিন্তু আমাদের অর্থাৎ দেবতাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে না] ॥২১॥ যে মনুষ্য-জন্ম হইতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় এই জগতে (ইহ) [সেই] মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও (লব্ধ্বা) যে আপনাকে [আত্মানং] জানে না (সে) কথনও (ক্বচিৎ) শান্তি [শং] লাভ করিতে পারে না ॥২২॥ উপায়ের অধ্যবসায়ের দ্বারা কর্ম্ম সকল একেবারে (অশেষতঃ) ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির কৃপামাত্রের অবলম্বনই 'উপায় বুদ্ধি' বলিয়া কথিত হয় ॥২৩॥ যাঁহার শ্রীচরণকমল জীবগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল (ন্যারণ-পদপঙ্কজম্) [যে পাদ-পঙ্কজ] সমস্ত ঐশ্বর্য্যের (ভগস্য কৃৎস্নস্য) পরম আশ্রয় (পরং পরায়ণম্)। (তুমি) ভক্তগণের প্রতি প্রভূত কৃপা প্রকাশ করিয়াছ বলিয়া জীবের পালন হয় (অলং ভাবিত-ভূত-ভাবনম্)। তুমিই সংসারের নাশকর্ত্তা ও তুমিই সংসারের প্রবর্ত্তক (ভাবভাবম্) ও (তুমিই) ঈশ্বর। তোমাকে (আমি) ভজনা করি ॥২৪॥

(ভাবভাবম্) ও (তুমিই) ঈশ্বর। তোমাকে (আমি) ভজনা করি ॥২৪॥

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ। তেষাং বিকল্প-প্রাধান্য-মুতাহো এক-মুখ্যতা ॥১॥ যাভি-র্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং মতয়স্তথা। যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥২॥ মন্মায়া-মোহিত-ধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ। শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি ॥৩॥ ন

(উদ্ধব বলিলেন) হে কৃষ্ণ ! মোক্ষের সাধন [শ্রেয়াংসি] বহুপ্রকার ব্রহ্মবাদীরা বলেন। তাঁহাদের সকলগুলিরই প্রাধান্য (বিকল্প প্রাধান্যং) আছে, অথবা [উতাহো] একের প্রাধান্য (একমুখ্যতা) আছে ॥১॥ (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) যাহার [প্রকৃতি] দ্বারা জীবগণ (ভূতানি) ভেদ প্রাপ্ত হয়, তাহারই দ্বারা জীবগণের বুদ্ধিও সেইরূপ (ভেদপ্রাপ্ত) হয়। [এজন্য] যাহাদের যেমন প্রকৃতি তাহারা তেমনি বিচিত্র বাক্য সকল উদ্‌গীরণ করিতে থাকে (স্রবন্তি) ॥২॥ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমার মায়ার দ্বারাই পুরুষদিগের বুদ্ধি মোহিত হয়। (সে জন্য তাহারা) মোক্ষের সাধন নানাপ্রকার [অনেকান্তং] বলিয়া থাকে। যাহার

সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়-স্তপ-স্ত্যাগো যথা ভক্তি-র্মমোর্জিতা ॥৪॥ ভক্ত্যাহহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥৫॥ কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রু-কলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ। ৬॥ বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্ত চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ

যেমন কর্ম্ম ও যেমন রুচি সে সেইরূপ বলে ॥৩॥ হে উদ্ধব, আমাকে পাইবার সাধনা—না যোগ, না সাংখ্য না বেদপাঠ (স্বাধ্যায়) তপস্যা ও ত্যাগ, যেমন আমার (প্রতি) ঐকান্তিক (উর্জ্জিতা) ভক্তি ॥৪॥ ভক্তি ও একমাত্র শ্রদ্ধার দ্বারা আমাকে পাইতে পারে। (আমি) সাধুদিগের প্রিয় আত্মা স্বরূপ। আমাতে দৃঢ়তরা [মন্নিষ্ঠা] ভক্তিই চণ্ডালদিগকেও তাহাদের জাতিদোষ হইতে (সম্ভবাৎ) পবিত্র করে ॥৫॥ কি প্রকারে, রোমাঞ্চ বিনা, দ্রবীভূত-চিত্ত বিনা আনন্দের অশ্রুকণা বিনা ও ভক্তি বিনা হৃদয় (আশয়ঃ) শুদ্ধ হইতে পারে ॥৬॥ বাক্য গদগদ ও যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, সর্ব্বদা (অভীক্ষ্ণশঃ) (যিনি) রোদন করেন,

হইতে পারে ॥৬॥ বাক্য গদগদ ও যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, সর্ব্বদা (

উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥৭॥ যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্য-গাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্ ॥৮॥ সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর-তৃপাং ক্বচিৎ। তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥৯॥ ততো দুঃসঙ্গ-মুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ ॥১০॥ তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ

কখনও বা হাসে, লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চকণ্ঠে গান ও নৃত্য করে। (তাদৃশ) আমাতে ভক্তিযুক্ত (মানবই) জগৎকে পবিত্র করে ॥৭॥ আমার পবিত্র গাথা সকল শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা যেমন যেমন সেই চিত্ত (আত্মা) পরিমার্জ্জিত হয়, তেমনি তেমনি (সে) পরমাত্মাকে [বস্তুসূক্ষ্মং] দেখিতে পায়, চক্ষুতে ভাল করিয়া অঞ্জন দিলে যেমন হয় ॥৮॥ কখনও অসাধু ও শিশ্নোদর-পরায়ণদিগের (সহিত) সঙ্গ করিবে না। তাহাদের যে অনুগমন করে (সে) অন্ধের অনুগমনকারী অন্ধের ন্যায় নরকে [অন্ধে তমসি] পতিত হয় ॥৯॥ সেজন্য দুষ্টসঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া (উৎসৃজ্য) সাধুসঙ্গ করিবে। সাধু ইহার মনের বিষয়াসক্তিকে

সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥১১॥ তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ। মৎপরা শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥১২॥ যথোপশ্রয়মানস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্। শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥১৩॥ নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্। সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌ-র্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥১৪॥ অন্নং

(ব্যাসঙ্গং) উপদেশ সকলের দ্বারা (উক্তিভিঃ) ছেদন করেন ॥১০॥ হে মহাভাগ সেই সকল মহাভাগ পুরুষের মধ্যে (তেষু মহাভাগেষু) নিত্য আমার যে কথা সকল সম্ভূত হয়, সেই সকল কথা [তাঃ] যে সব মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করে (জুষতাং) তাহাতে তাহাদের পাপ সকলকে [অঘং] পরিশুদ্ধ করে (প্রপুনন্তি) ॥১১॥ সেই সকল কথা (তাঃ) যাঁহারা শ্রবণ করেন, গান করেন, অনুমোদন করেন ও আদর করেন ও মৎপরায়ণ হইয়া (আমাকে) যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন তাঁহারা আমাতে [তে ময়ি] ভক্তি লাভ করেন (ভক্তিং বিন্দন্তি) ॥১২॥ যেমন ভগবান সূর্য্যকে আশ্রয়কারী [মানবের] শীত, ভয় ও অন্ধকার দূরে চলিয়া যায় (অপ্যেতি), সাধুদিগকে সম্যক্‌রূপে সেবাকারীরও তেমনি মনের জড়তা [শীত] ভয় ও অজ্ঞানান্ধকার (তমঃ) চলিয়া যায় ॥১৩॥ সুদৃঢ় নৌকা যেমন জলমগ্ন ব্যক্তিদিগের শরণ।[সেইরূপ]

ও অজ্ঞানান্ধকার (তমঃ) চলিয়া যায় ॥১৩॥

হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্। ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্ ॥১৫॥ সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্ত সন্ত আত্মাহমেব চ ॥১৬॥ ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥১৭॥ নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকা ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽর্থ বাঙ্-

---

যাহারা ঘোর সংসার-সাগরে ডুবিতেছে ও উঠিতেছে, ব্রহ্মবিদ্ শান্ত সাধুগণ তাঁহাদের শরণ (পরায়ণম্) ॥১৪॥ অন্নই প্রাণিদিগের প্রাণ, আর্ত্তগণের শরণ কিন্তু আমি (অর্থাৎ অন্নের দ্বারা প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আমি ভিন্ন কেহ নহে, তখন আর অন্নে কিছু হয় না)। ধর্ম্মই মানবগণের পরকালে (প্রেত্য) ধন, [আর] সাধুগণই সংসার হইতে (অর্বাক্) ভীত ব্যক্তিগণের শরণ, [অরণম্] (অতএব আমা হইতেও সাধুর মাহাত্ম্য অধিক) ॥১৫॥ সাধুগণই ভিতরের জ্ঞান-চক্ষুঃ প্রকাশ করেন (আর) সূর্য্য সমুদিত হইয়া বাহিরের চক্ষুকে প্রকাশ করেন [দিশন্তি]। সাধুগণই বান্ধব, সাধুগণই দেবতা; শুধু তাহা নহে, সাধুগণই আমি (অর্থাৎ শ্রীভগবানে ও সাধুতে প্রভেদ নাই) ॥১৬॥ জলময় তীর্থ বা মৃৎ-শিলাময় দেবতা পবিত্র করিতে পারেন না। তাঁহারা দীর্ঘকাল পরে

মনঃ। উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥১৮॥ যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যৎতীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ-জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥১৯॥

পবিত্র করেন। আর দর্শন-মাত্রেই সাধুগণ পবিত্র করেন ॥১৭॥ না অগ্নি, না সূর্য্য, না চন্দ্র তারকা না ভূমি জল আকাশ পবন অথবা বাক্য ও মন (ইহারা কেহই মুহূর্ত্তমাত্রের সেবার দ্বারা পাপ দূর করিতে পারে না)। [কিন্তু] উপাসিত হইলে (দীর্ঘকাল পরে) ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন মানবের [ভেদকৃতঃ] পাপ হরণ করিতে পারে। (কিন্তু) সাধুগণ [বিপশ্চিতঃ] মুহূর্ত্ত (কালের) সেবার দ্বারাই পাপ দূর করেন ॥১৮॥ এই বায়ু পিত্ত কফময় (ত্রিধাতুকে) শবদেহে [কুণপে], যাহার আত্মবুদ্ধি হয়, স্ত্রী-পুত্রাদিতে যাহার আত্মীয় বুদ্ধি হয়, পার্থিব প্রতিমাদিতে (ভৌমে) পূজ্য দেবতা বুদ্ধি ও যাহার (গঙ্গাদির) জলে তীর্থবুদ্ধি হয়, (পরন্তু) কখনও অভিজ্ঞ [অর্থাৎ পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ভগবদ্ভক্ত] জনে (পরমাত্মবুদ্ধি বা পূজ্যবুদ্ধি) হয় না, সেই ব্যক্তিই গরুর গাধা ॥১৯॥

২১। সাধু-লক্ষণম্।

প্রসঙ্গ-মজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষ-দ্বারমপাবৃতম্ ॥১॥ ময্যনন্তেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্। মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণ-স্ত্যক্ত-স্বজন-বান্ধবাঃ ॥২॥ মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ। তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্‌গত-চেতসঃ ॥৩॥ ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জিতাঃ। সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গ-

---

প্রবল আসক্তিই (প্রসঙ্গং) জীবের [আত্মনঃ] অক্ষয় (অজরং) পাশ [বন্ধন রজ্জু] ইহা পণ্ডিতেরা জানেন। সেই প্রবল আসক্তিই সাধুগণে হইলে মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয় ॥১॥ সেই সাধুগণ কাহারা? যাঁহারা আমাতে অনন্তভাবে দৃঢ়াভক্তি করেন (ও) আমার জন্য [মৎকৃতে] সমস্ত কর্ম্ম তথা স্বজন বান্ধবগণকে ত্যাগ করেন (অর্থাৎ তাহার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন) ॥২॥ [তথা] পাপনাশক (মৃষ্টাঃ) কথা

দোষ-হরা হি তে ॥৪॥ সতাং প্রসঙ্গান্ মমবীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মণি শ্রদ্ধা-রতি-র্ভক্তি-রনুক্রমিষ্যতি ॥৫॥ দেবানাং শুদ্ধসত্বানা-মৃষীণাং চামলাত্মনাম্। ভক্তি-র্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েনো-পজায়তে ॥৬॥ রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ

সকল শ্রবণ করেন ও বলেন (অপিচ) তাঁহাদের চিত্ত আমাতেই আসক্ত আছে বলিয়া [মদ্গত-চেতসঃ] তাঁহাদিগকে (এতান্) [আধ্যাত্মিকাদি] বিবিধ তাপ দিতে পারে না ॥৩॥ হে সাধ্বি! তাঁহারাই সেই সাধুগণ। (তাঁহারা) (সংসারের) সকল সঙ্গ বিবর্জ্জিত। তাঁহাদের সঙ্গ [তেষু সঙ্গঃ] তোমার প্রার্থনীয়। তাঁহারা (সংসার) সঙ্গের দোষ হরণ করেন [সঙ্গদোষ-হরাঃ] ইহা নিশ্চয় (হি) ॥৪॥ সাধু-গণের সহিত ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করিলে (প্রসঙ্গাৎ) আমার পরাক্রম [অর্থাৎ গুণ] প্রকাশক (বীর্য্য সংবিদঃ) হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক (হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ) কথা সকল সঞ্জাত হয়। ঐ সকল কথা [তৎ] সেবন করায় (জোষণাৎ) অচিরে [আশু] মোক্ষপ্রদ পরমাত্মার (অপবর্গ বর্ত্মনি) শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি-ক্রমানুসারে (অনুক্রমিষ্যতি) আরম্ভ ॥৫॥ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট [শুদ্ধ সত্বানাং] দেবতাদের ও তথা নিষ্পাপ

পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ। তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥৭॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম। মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্
মুচ্যেত সিধ্যতি ॥৮॥ মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ
প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥৯॥ এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং
নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥১০॥

(অমলাত্মানাং) ঋষিদেরও মুকুন্দচরণে ভক্তি প্রায় জন্মে না [ন উপজায়তে]॥৬॥ এই সংসারে পার্থিব রজঃকণার (ধূলার) সমসংখ্যক অর্থাৎ অসংখ্য বস্তু [আছে]। তাহাদের (তেষাং) [মধ্যে] কোন কোন মনুষ্যাদি (আপনার) কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) ইচ্ছা করে [ঈহন্তে] ॥৭॥ হে দ্বিজোত্তম! তাহাদের (তেষাং) (মধ্যে) প্রায় কেহ কেহ [কেবল] মুক্তি অভিলাষ করে! সহস্র সহস্র মুমুক্ষু ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি (সংসার হইতে) মুক্ত হয় [মুচ্যেত] ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে (সিধ্যতি) ॥৮॥ হে মহামুনে! [সেই] সংসারমুক্ত সিদ্ধপুরুষগণেরও (অপি) কোটি কোটির মধ্যে একজন নারায়ণ পরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অতিশয় দুর্লভ ॥৯॥ তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা মন আমাতে অর্পিত হইলে (আমাতেই) সুনিশ্চল [স্থিরং]

কর্ম্ম-নির্হার-মুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্। যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথক্-ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥ মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনো-গতি-রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥১২॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্য-ব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥১৩॥ অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভি-গ্র্স্তহৃদয়ো ভক্তৈ-

---

হয়। ইহাই (এতাবানেব) এই সংসারের পুরুষের পরম কল্যাণলাভ [নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ] ॥১০॥ কর্ম্ম-ক্ষয় (কর্ম্মনির্হারং) উদ্দেশ্য করিয়া যে আমাকে ভজনা করে (যজেৎ), অথবা পরমেশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ (তদর্পণম্) করিয়া (যে আমাকে ভজনা করে) অথবা কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে ভজনা করে ও পৃথগ্ ভাব হয় অর্থাৎ প্রতিমাআদিতে পূজা করে, সে সাত্ত্বিক ভক্ত ॥১১॥ আমার গুণ শ্রবণ মাত্রেই সর্ব্বান্তর্যামী (সর্ব্ব-গুহাশয়) আমাতে মনের গতি, সমুদ্রে [অম্বুধৌ] গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন (হয়) ॥১২॥ [তথা] ফলানুসন্ধানশূন্যা (অহৈতুকী) ও নিরন্তরা [অব্যবহিতা] যে ভক্তি পুরুষোত্তম বাসুদেবে (হয়) [তাহাই] নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ (বলিয়া) নিশ্চয়রূপে [হি] কথিত ॥১৩॥ হে দ্বিজ! আমি ভক্তের অধীন ও

র্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥১৪॥ নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥১৫॥ যে দারাগার-পুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তু-মুৎসহে ॥১৬॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধ-হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ। বশে কুর্ব্বন্তি

অস্বতন্ত্র (অর্থাৎ আমার নিজের উপর আমার কোন অস্তিত্ব নাই, আমি স্বেচ্ছায় ভক্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি) ভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। ভক্তজন আমার প্রিয় ॥১৪॥ আমি আমার ভক্ত (মদ্ভক্তৈঃ) সাধুগণ বিনা, নিজ [দেহকেও] (আত্মানং) ইচ্ছা করি না [ন আশাসে]। (তথা) অনন্যশরণা [আত্যন্তিকীং] লক্ষ্মীকেও (ইচ্ছা করি না)। হে ব্রহ্মন্! যে [সেই] সাধুদের (যেষাম্) আমিই পরমা গতি ॥১৫। যাঁহারা স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ; বন্ধু, প্রাণ ও ধন ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ এ সকলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া) তথা ইহলোক [ইমং] ও স্বর্গাদিলোক (পরং) [ত্যাগ করিয়া] আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন (আমিই) তাঁহাদিগকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি ? [ত্যক্তুমুৎসহে]

মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥১৭॥ মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্ । নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥১৮॥ যদা কদাচিৎ জীবাত্মা সংসরন্নিজকর্ম্মভিঃ । নানাযোনিষ্বনীশো-ঽয়ং পৌরুষীং গতিমাব্রজেৎ ॥১৯॥ জন্ম-কর্ম্ম-বয়ো-রূপ-বিদ্যৈশ্বর্য্য-

---

॥১৬॥ আমাতে আবদ্ধহৃদয় (অতএব) সমদর্শন সাধুগণ ভক্তিদ্বারা [ভক্ত্যা] আমাকে বশীভূত করেন। যেমন (যথা) সতী স্ত্রী সাধু পতিকে (বশীভূত করিয়া থাকেন) ॥১৭॥ আমার সেবার দ্বারা [স্বতঃ] প্রাপ্ত (প্রতীতং) সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি [সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও সার্ষ্টি—এই চারি প্রকার মুক্তি] (আমার ভক্তগণ) ইচ্ছা করেন না। কেননা [কুতঃ] (তাহা) কালান্তরে বিনষ্ট হয় [অন্যৎ কাল-বিপ্লুতং] (আমার ভক্তগণ) [আমার সেবা দ্বারা পরিপূর্ণকাম] (পূর্ণাঃ) ॥১৮॥ এই [অয়ং] জীবাত্মা আপনার কর্ম্মদ্বারা (নিজ কর্ম্মভিঃ) পরতন্ত্র [অনীশঃ] হইয়া (কৃমি কীটাদি) নানা যোনিতে ভ্রমণ করতঃ (সংসরন্) যে কোন সময়ে [যদা কদাচিৎ] মনুষ্যজন্ম (পৌরুষীং গতিং) প্রাপ্ত হয় [অব্রজেৎ] ॥১৯॥

২১। সাধুলক্ষণম্ ।

ধনাদিভিঃ। যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তব্ধস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ ॥২০॥ অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাং বিড়ম্বনম্ ॥২১॥ যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥২২॥ দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং

সেই মনুষ্য জন্মে (তত্র) যদি জন্ম, কর্ম্ম, বয়স; রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও ধনাদি দ্বারা ইহার [অস্য] মত্ততা (স্তব্ধ) না হয় [তবে] ইহা (অয়ং) আমার [মহান্] অনুগ্রহ (জানিবে) ॥২০॥ আমি সকল প্রাণীতেই অন্তরাত্মা রূপে সর্ব্বদা বিরাজিত (অবস্থিত)। সেই সর্ব্বভূতে বিরাজিত [তং] আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অবজ্ঞায়) [অর্থাৎ ভগবন্মূর্ত্তি রূপ প্রাণিগণকে অবজ্ঞা করিয়া] মনুষ্য (যদি) আমার প্রতিমাতে পূজা করে, তবে (তাহার) বিড়ম্বনা মাত্র ॥২১॥ যে সর্ব্বভূতে বিরাজিত (সন্তং) ঈশ্বর পরমাত্মা আমাকে (মাং) অবজ্ঞা করিয়া [হিত্বা] মূঢ়তা বশতঃ (কেবল) মূর্ত্তিতে পূজা করে সে ভস্মতেই (ভস্মন্যেব) আহুতি দেয় [অর্থাৎ তাহার সে পূজা নিষ্ফল] ॥২২॥ পরশরীরে দ্বেষকারী (দ্বিষতঃ) অতএব দেহাভিমানী ব্যক্তি ভিন্নদর্শী হয় (অর্থাৎ তাহার মধ্যেও যে আমি, অন্য জীবের মধ্যেও সেই আমি

মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৩॥
অর্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতে-
ষ্ববস্থিতম্ ॥২৪॥ অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েৎ
দানমানাভ্যাং মৈত্রাভিন্নেন চক্ষুষা ॥২৫॥ মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্-

---

ভুলিয়া যায়) এবং অহংকারে অন্য জীবের প্রতি ঘৃণা করায় (বদ্ধ বৈরস্য) শান্তিলাভ করে না ॥২৩॥
যে পর্য্যন্ত (যাবৎ) সর্ব্বভূতে বিরাজিত [অবস্থিতং] ঈশ্বর আমাকে (ঈশ্বরং মাং) আপনার
হৃদয়ে [স্বহৃদি) না জানে (ন বেদ) সে পর্য্যন্ত (তাবৎ) নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মকারী ব্যক্তি
(স্বকর্ম্মকৃৎ) প্রতিমাদিতে (অর্চ্চাদৌ) (আমার) পূজা করিবে (অর্চ্চয়েৎ) ॥২৪॥ এই হেতু (অথ)
সর্ব্বভূতে কৃতাবাস (কৃতালয়ং) (অতএব) সর্ব্বভূতান্তর্যামী (ভূতাত্মানং) আমাকে (মাং) সমদর্শী
হইয়া (অভিন্নেন চক্ষুষা) দান মান ও মৈত্রী দ্বারা পূজা করিবে [অর্হয়েৎ] ॥২৫॥ ভগবান্ পরমেশ্বর জীব-
কলা রূপে প্রবিষ্ট এই প্রকার (ইতি) বুদ্ধিতে [মনসা] এই সমস্ত প্রাণীকে (এতানি ভূতানি) বহু সম্মান

কলা রূপে প্রবিষ্ট এই প্রকার (ইতি) বুদ্ধিতে [মনসা] এই সমস্ত প্রাণীকে (এতানি ভূতানি) বহু সম্মান

বহু-মানয়ন্। ঈশ্বরো-জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥২৬॥ কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিতং চ যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণম্ স্মৃতম্ ॥২৭॥ সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥২৮॥ সাত্ত্বিক্যা-

---

করিয়া (বহুমানয়ন্) প্রণাম করিবে ॥২৬॥ কেবল আত্মবিষয়ক [কৈবল্যং] যে জ্ঞান তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান কহে। দেহাদি ভেদ হইতে যে জ্ঞান তাহাকে রাজসিক জ্ঞান কহে। বালক মূকাদির যে জ্ঞান (প্রাকৃতং) তাহাকে তামস জ্ঞান কহে আর আমাতে নিষ্ঠ যে জ্ঞান তাহাকে নির্গুণ জ্ঞান কহে ॥২৭॥ অনাসক্ত (অসঙ্গী) হইয়া যে কার্য্য করে [কারক] (তাহাকে) সাত্ত্বিক কর্ত্তা, [যে] আসক্তি-বশতঃ অন্ধ (রাগান্ধঃ) [তাহাকে] রাজস কর্ত্তা, (যে অনুসন্ধান) শূন্য হইয়া [স্মৃতিবিভ্রষ্টঃ] কার্য্য করে, (তাহাকে) তামস কর্ত্তা কহে [স্মৃতঃ] আর যে আমাকেই একান্ত আশ্রয় [মদপাশ্রয়ঃ] করে তাহাকে নির্গুণ কর্ত্তা কহে ॥২৮॥ অধ্যাত্ম-শাস্ত্র বিষয়ে (আধ্যাত্মিকী) যে শ্রদ্ধা তাহাকে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, কর্ম্মে যে

ধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা ॥২৯॥ নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র-মনোঽভিরামাৎ ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ ॥৩০॥

শ্রদ্ধা তাহাকে রাজসী-শ্রদ্ধা, অধর্ম্মে ধর্ম্মজ্ঞানে যে শ্রদ্ধা তাহাকে তামসী শ্রদ্ধা কহে আর আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা তাহাকে নির্গুণ শ্রদ্ধা কহে ॥২৯॥ মুক্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক (নিবৃত্ততর্ষৈ) সম্যক্ গীয়মান, (মুমুক্ষু ব্যক্তির) ভব রোগের ঔষধ, [বিষয়ী ব্যক্তির] কর্ণ ও মনের পরম আনন্দদায়ক (অভিরামাৎ) যে উত্তম শ্লোক ও ভগবানের গুণানুবাদ, তাহা হইতে পশুঘাতী কসাই বা আত্মঘাতী বিনা [বিনা পশুঘ্নাৎ] কোন ব্যক্তি (কঃ পুমান্) বিরত হয় [বিরজ্যেত] ? (অর্থাৎ যে ভগবানের গুণানুবাদ মুক্তগণের কীর্ত্তনীয়, মুমুক্ষু-গণের ভবরোগের ঔষধ, বিষয়ীগণের কর্ণ ও মনের পরম আনন্দদায়ক, সেই ভগবদ্ গুণানুবাদ যে না করে সে পশুহত্যাকারী কসাই অথবা আত্মঘাতী) ॥৩০॥

পূর্ব্ব-যোনি-সহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততো ময়া। আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ ॥১॥ জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ। যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥২॥ একাকী তেন দহেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ। অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে মহেশ্বরম্ ॥৩॥

পূর্ব্বে সহস্র সহস্র জন্ম (যোনি) দেখিয়াছি, সে জন্য [ততো] বিবিধ আহার ভোজন করিয়াছি ও নানাবিধ স্তন পান করিয়াছি ॥১॥ জন্ম হইয়াছে, মরণ হইয়াছে (আবার) জন্ম [আবার মৃত্যু] এইরূপ পুনঃ পুনঃ (হইয়াছে) যে সকল জন্মে আমি স্ত্রী পুত্রাদির নিমিত্ত(পরিজনস্যার্থে) শুভ ও অশুভ কর্ম্ম করিয়াছি ॥২॥ একাকী আমি সেই কর্ম্মের জন্য (তেন) ভুগিতেছি [দহে] ; তাহারা ফল ভোগ করিতে আসিয়াছিল চলিয়া গিয়াছে। হায় দুঃখ সাগরে আমি মগ্ন হইতেছি (ইহার) প্রতীকার কিছুই দেখিতেছি

অশুভক্ষয়-কর্ত্তারং ফলমুক্তি-প্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে নারায়ণম্ ॥৪॥ আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তং চ যন্নসৌ। তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া ॥৫॥ তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত। ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে ॥৬॥ শ্ববিড়্-বরাহোষ্ট্র-খরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎ কর্ণপথো

না। যদি এইবার গর্ভ [হইতে (যোন্যাঃ)] আমি প্রমুক্ত হই তাহা হইলে মহেশ্বরকে একান্তভাবে ভজনা করিব ॥৩॥ যদি এইবার গর্ভ হইতে (যোন্যাঃ) প্রমুক্ত হই [তৎ] অশুভের ক্ষয়কর্ত্তা ও মুক্তিফলের প্রদাতা নারায়ণকে ভজনা করিব ॥৪॥ সূর্য্য (অসৌ) উদয় হইতে অস্ত যাইতে [উদ্যন্নস্তং চ যন্] পুরুষ-দিগের আয়ুকে হরণ করে। কেবল তাঁহারই আয়ু হরণ হয় না (তস্যর্ত্তে) যাহার সময় উত্তমশ্লোক (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) কথা দ্বারা অতিবাহিত হয় ॥৫॥ তরুসকল কি জীবন ধারণ করে না? কামারের হাপর (ভস্ত্রা) কি শ্বাস ত্যাগ করে না? অথবা (উত) অন্যান্য গ্রাম্য পশুসকল কি খায় না ও বিহার করে না (ন মেহন্তি) ॥৬॥ যাহার কর্ণপথে কখনও [জাতু] গদাগ্রজ (শ্রীকৃষ্ণ) এই নাম আসিয়া

হাপর (ভস্ত্রা) কি শ্বাস ত্যাগ করে না ?
করে না (ন মেহন্তি) ॥৬॥ যাহার কর্ণপথে কখনও [জাতু] গদাগ্রজ (শ্রীকৃষ্ণ) এই নাম আসিয়া

পেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥৭॥ বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শৃণ্বতঃ
কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়-
গাথাঃ ॥৮॥ ভারঃ পরং পট্টকিরীট-জুষ্ট-মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্‌-মুকুন্দম্‌।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎ কাঞ্চন-কঙ্কণৌ বা ॥৯॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণো-র্ন নিরীক্ষতো যে। পাদৌ

উপস্থিত হয় নাই (ন উপেত) সেই নরপশু [পুরুষঃ পশুঃ] কেবল কুক্কুর, বিষ্ঠাভোজী শূকর ও গর্দ্দভগণ
কর্ত্তৃকই প্রশংসিত হয় ॥৭॥ হায়! হায়! (বত) শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন [উরুক্রমবিক্রমান্‌] শ্রবণ
করে না (ন শৃণ্বতঃ) এমন লোকের কর্ণযুগল (যে কর্ণপুটে) গর্ত্ত মাত্র [বিলে] হে সূত!
(তাহার) জিহ্বা ভেকের জিহ্বার মত [দার্দ্দুরিকের] অসতী; যে জিহ্বা ভগবানের গুণ (উরুগায়-গাথাঃ)
গান করে না (ন উপগায়তি) ॥৮॥ [যে মস্তক] শ্রীমুকুন্দকে প্রণাম করে না (ন নমেৎ) [সেই] মস্তক
(উত্তমাঙ্গ) পট্টবস্ত্র ও কিরীট দ্বারা সুশোভিত [জুষ্ট] হইলেও (তাহা) অতিশয় [পরং] ভার মাত্র।

নৃণাং তৌ দ্রুম-জন্ম-ভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরে-র্যৌ ॥১০॥ জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্ত। শ্রীবিষ্ণু-পত্যা-মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্ত ন বেদ গন্ধম্ ॥১১॥ তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈ-র্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো

যে করদ্বয় শ্রীহরির পূজা (সপর্য্যাং) করে না [নো কুরুতঃ] (তাহা) কাঞ্চন-নির্ম্মিত কঙ্কণদ্বারা ভূষিত হইলেও (লসৎ কাঞ্চন-কঙ্কণৌ বা) শবদেহের হস্ত মাত্র ॥৯॥ মনুষ্যগণের যে নয়ন দুইটী শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তি সকল (লিঙ্গানি) নিরীক্ষণ করে না, সেই নয়নদ্বয় [তে] ময়ূরপুচ্ছাঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় (বর্হায়িতে) [কেবল শোভার সামগ্রী মাত্র)। মনুষ্যগণের সেই পদযুগল ও বৃক্ষের ন্যায় জন্মলাভ করিয়াছে (দ্রুমজন্মভাজৌ) যে পদদ্বয় শ্রীহরির ক্ষেত্র (তীর্থ) সকলে গমন করে না ॥১০॥ যে ব্যক্তি [যঃ মর্ত্ত্যঃ] কখনও (জাতু) ভগবদ্ভক্তের চরণ রেণু [ভাগবতাঙ্ঘ্রি - রেণুং] লাভ করে নাই [ন অভিলভেত] [সে] জীবিত থাকিয়াও (জীবন) মৃত। (আর) যে ব্যক্তি [মনুজঃ] শ্রীহরির পাদ সংলগ্ন (শ্রীবিষ্ণুপত্যাঃ) তুলসীর

নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥১২॥ সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানু-ভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্। প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমো-হর্কোহভ্রমিবাতিবাতঃ ॥১৩॥ মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্‌ভগবানধোক্ষজঃ। তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্ ॥১৪॥ তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্-

---

গন্ধ অনুমোদন না করে (ন বেদ) [সে] নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেও (শ্বসন্) মৃতবৎ [শবঃ] ॥১১॥ হায়! হায়! (বত) সেই হৃদয় প্রস্তরময় [অশ্মসারং] যাহা কীর্ত্ত্যমান (গৃহ্যমাণৈঃ) হরিনাম দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয় না (ন বিক্রিয়েত)। তাহাকেই বিকার বলে, যখন নেত্রে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত ও (শরীরে) রোমাঞ্চ হয় (গাত্ররুহ=লোম) ॥১২॥ ভগবান্ অনন্তের [নাম সকল] সংকীর্ত্তন করিলে ও (তাঁহার) প্রভাব সকল শ্রবণ করিলে (তিনি) [সেই শ্রবণকীর্ত্তনকারী] পুরুষগণের চিত্তে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দুঃখরাশি (ব্যসনং) নিঃশেষে [অশেষং] দূর করেন। যেমন অন্ধকারকে সূর্য্য ও মেঘস "হকে প্রচণ্ড বায়ু

মনসো মহোৎসবম্। তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তম-শ্লোকযশো-ঽনুগীয়তে ॥১৫॥ ন তদ্বচ-শ্চিত্রপদং হরে-র্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ। তদ্ধ্বাংক্ষতীর্থং ন তু হংস-সেবিতং যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবো-ঽমলাঃ ॥১৬॥ স বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘ-সংপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোক

(অতিবাতঃ) [বিদূরিত করিয়া থাকে] ॥১৩॥ সেই সকল কথা (তাঃ গিরঃ) মিথ্যা [মৃষা] নিন্দিত (অসতীঃ) ও অসাধু, যে কথা দ্বারা ভগবান্ অধোক্ষজ [শ্রীকৃষ্ণ) কথিত হয়েন না। তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল ও তাহাই পুণ্য (তাহাই) ভগবানের গুণকীর্ত্তন, তাহাই রমণীয় রুচিপ্রদ নিত্য নূতন ও তাহাই সর্ব্বদা মনের মহাউৎসবকর, তাহাই মনুষ্যগণের শোকসমুদ্রের শোষণকর যাহাতে উত্তম-শ্লোক [ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের] যশের অনুগান করা হয় ॥১৪-১৫॥ বিচিত্রপদ-বিশিষ্ট (চিত্রপদঃ) হইলেও (যাহাতে) জগৎ পবিত্রকারী শ্রীহরির যশ কখনও গীত হয় নাই-সে বাক্য বাক্যই নয় (ন তদ্বচঃ)। তাহা কাকতুল্য জনগণেরই আনন্দভূমি (ধ্বাংক্ষতীর্থং)। জ্ঞানীগণ তাহার সেবা করেন না [ন তু হংসসেবিতং]। (কেননা)

জনগণেরই আনন্দভূমি (ধ্বাংক্ষতীর্থং)। জ্ঞানীগণ তাহার সেবা করেন না [নতু হংসসেবিতং]। (কেননা)

মবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥১৭॥ নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নহ্যর্পিতং কর্ম্ম যদপ্যনুত্তমম ॥১৮॥ যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচার-তপঃ শ্রুতাদিষু।

যেখানে অচ্যুতকথা সেইখানেই অমলচিত্ত সাধুগণ থাকেন ॥১৬॥ তাদৃশ বচনবিন্যাসই (স বাগবিসর্গঃ) জনসমুহের পাপরাশিকে বিদূরিত করিতে সমর্থ (জনতাঘ-সংপ্লবঃ) যাহাতে প্রতিশ্লোক অসম্বদ্ধভাবে প্রযুক্ত হইলেও অনন্তের নাম ও যশের দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। (অপিচ) যাহা সাধুগণ শ্রবণ করেন, গান করেন ও পরম সমাদরে কীর্ত্তন করেন (গৃণন্তি) ॥১৭॥ নিষ্কাম কর্ম্মও ভগবদ্ভাব বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তথা নির্ম্মল (নিরঞ্জনং) জ্ঞানও [অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত হইলে সম্যক্ শোভা পায় না] তখন কি প্রকারে সর্ব্বদা অমঙ্গলময় (অভদ্রং), ঈশ্বরে অনর্পিত নিকৃষ্ট [সাংসারিক] কর্ম্ম (শোভা পাইবে)? বর্ণাশ্রম কর্ম্ম, আচার তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদিতে (যে) মহান্ [পরঃ] পরিশ্রম (তাহা) যশোযুক্ত শ্রীতেই [পর্য্যাপ্ত

অবিস্মৃতিঃ শ্রীধর-পাদ-পদ্মযো-র্গুণানুবাদ-শ্রবণাদিভি-র্হরেঃ ॥১৯॥
অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি। সত্ত্বস্য
শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানং চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥২০॥ রহূগণৈতৎ
তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্গৃহাদ্বা। ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-

---

হয় অর্থাৎ তাহাতে কেবল যশঃ ও সম্পত্তি মাত্রই লাভ হয় ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। (কিন্তু) শ্রীহরির গুণানুবাদ ও শ্রবণাদি দ্বারা যে পরিশ্রম (তাহা) শ্রীধরের পাদপদ্মযুগলের অবিস্মৃতিকারক [অর্থাৎ তদ্দারা শ্রীহরির পাদপদ্মযুগল সর্ব্বদাই মনে থাকে] ॥১৯॥ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অবিস্মৃতি [স্মরণ] অমঙ্গল সমূহ নাশ করে ও শান্তি বিস্তার করে। তথা চিত্তের শুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত জ্ঞান (প্রদান করে) ॥২০॥ হে রহূগণ! এই (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) তপস্যা দ্বারা পাওয়া যায় না, না যজ্ঞের দ্বারা, না সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা, না গৃহস্থধর্ম্ম দ্বারা, না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, না জল অগ্নি সূর্য্যাদির উপাসনা দ্বারা (কিছুতেই ইহা পাওয়া যায় না। সাধুর চরণধূলিতে স্নান ভিন্ন [অন্য] কিছুতেই, ইহা মিলে না ॥২১॥

সূর্য্যৈ-র্বিনা মহৎপাদ-রজোঽভিষেকম্ ॥২১॥ যত্রোত্তম-শ্লোক-গুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্য-কথা-বিঘাতঃ। নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥২২॥ অহং পুরা ভরতো নাম রাজা বিমুক্ত-দৃষ্ট-শ্রুতসঙ্গ-বন্ধঃ। আরাধনং ভগবত ঈহমানো মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধ-

---

যে সাধুগণের মধ্যে (যত্র) বিষয়-বার্ত্তা-প্রসঙ্গ-নাশ-কারক [গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ] শ্রীভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তিত হয় (প্রস্তূয়তে) [সেই ভগবদ্ গুণানুবাদ] সতত সেবিত হইয়া মুমুক্ষু ব্যক্তির বিমলা মতি বাসুদেবের প্রতি অর্পণ করে ॥২২॥ আমি পূর্ব্বজন্মে ভরত নামে রাজা (ছিলাম)। ইহকালের সংসার সুখে ও পরকালের স্বর্গসুখে আসক্তিরূপ-বন্ধন আমার বিমুক্ত হইয়াছিল (বিমুক্ত-দৃষ্ট-শ্রুতসঙ্গবন্ধঃ)। ভগবানের আরাধনা করিতে প্রযত্নশীল হইয়া (ঈহমানা) মৃগসঙ্গ বশতঃ [মৃগসঙ্গাৎ] (আমি) মৃগ হইয়াছিলাম। আমার স্বার্থ বিনষ্ট হইয়াছিল (হতার্থঃ) ॥২৩॥ হে বীর ! কৃষ্ণ আরাধনায় উৎপন্ন

তার্থঃ ॥২৩॥ সা মাং স্মৃতি-র্মৃগদেহেঽপি বীর কৃষ্ণার্চ্চন-প্রভবা নো জহাতি। অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি ॥২৪॥ তস্মান্নরোঽসঙ্গ-সুসঙ্গ-জাত-জ্ঞানাসিনেহৈব বিবৃক্নমোহঃ। হরিং তদীহা-কথন-শ্রুতিভ্যাং লব্ধস্মৃতি-র্যাত্যতিপারমধ্বনঃ ॥২৫॥

(কৃষ্ণার্চ্চন-প্রভবা) সেই [ভগবদ্‌বিষয়া] স্মৃতি মৃগদেহেও আমাকে ত্যাগ করে নাই (নো জহাতি)। সেইজন্য (অথো) আমি জনসঙ্গে ভীত হইয়া [বিশঙ্কমানঃ] (তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক) সঙ্গরহিত হইয়া (অসঙ্গ) গোপনভাবে [অবিবৃতঃ] বিচরণ করিতেছি ॥২৪॥ অতএব মানব অনাসক্ত সাধুদিগের সঙ্গ হইতে জাত জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ইহকালেই মোহকে ছেদন করিয়া সেই ভগবানের লীলা (তদীহা) কথন ও স্মরণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া (লব্ধস্মৃতিঃ) [সংসার] মার্গের পরপারস্থিত (অতিপারঃ) শ্রীহরিকে লাভ করে ॥২৫॥

২৩। মহৎ পাদরজো-মাহাত্ম্যম্।

স্বঃ পরশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ। বিমোহিত-ধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥১॥ স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধি-বিভিদ্যতে। অন্য এষ তথাঽন্যোঽহমিতি ভেদগতাঽসতী ॥২॥ যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভিদ্যতে চেত-শ্চক্রপাণে-র্যদৃচ্ছয়া ॥৩॥

আপন ও পর এই অসৎ আগ্রহ যাঁহার মায়ার দ্বারা রচিত হইয়াছে, (যাঁহার মায়ার দ্বারা) পুরুষদিগের বুদ্ধি বিমোহিত হইতে দেখা যায়, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার ॥১॥ সেই (ভগবান্) যখন অনুকূল (হয়েন তখনই) পুরুষগণের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয় [বিভিদ্যতে]। এ ব্যক্তি অন্য তথা আমি অন্য ইত্যাদি ভেদকারিণী সংসারবুদ্ধিই (ভেদবুদ্ধি) ॥২॥ হে ব্রহ্মান্! যেমন লৌহ [অয়ঃ] নিজেই চুম্বকের [আকর্ষ] নিকটে ভ্রমণ করে তেমনি আমার চিত্ত (শ্রীহরির) ইচ্ছায় [যদৃচ্ছয়া] (তোমাদের নিকট হইতে) পৃথক্ হইয়া [ভিদ্যতে] চক্রপাণির (নিকট) ভ্রমণ করে ॥৩॥ অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা [অদান্তগোভিঃ]

মতি-র্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্ ॥৪॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈ-রুপনীয়মানা বাগীশতন্ত্যা-মুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥৫॥ নৈষাং মতিস্তাব-দুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থা-পগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং

পুনঃ পুনঃ সংসারে [তমিস্রং] প্রবিষ্ট [বিশতাং] (অতএব) ভুক্তবিষয়ভোগরত [চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাং] বিষয়াসক্ত-জনগণের [গৃহব্রতানাম্] মতি গুরুর উপদেশে [পরতঃ] বা আপনা হইতে অথবা পরস্পর দ্বারা (মিথ্যাঃ) শ্রীকৃষ্ণে যায় না [ন অভিপদ্যেত] ॥৪॥ যাহারা [যে] দুষ্টান্তঃকরণ [দুরাশয়াঃ] ও বিষয়সুখকেই সুখ বলিয়া মনে করে [বহিরর্থমানিনঃ] তাহারা [তে] পরম পুরুষার্থ-প্রাপক [স্বার্থগতিং] বিষ্ণুকে জানে না [ন বিদুঃ] ইহা নিশ্চিত [হি]। অন্ধ যেমন অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান (হইয়া গর্ত্তেই পতিত হয়) ॥৫॥ ইহাদের মতি ততদিন পর্য্যন্ত [ভগবান্] উরুক্রমের শ্রীচরণকে স্পর্শ করে না, যে শ্রীচরণ

হয়) ॥৫॥ ইহাদের মতি ততদিন পর্য্যন্ত [ভগবান্] উরুক্রমের শ্রীচরণকে স্পর্শ করে না, যে শ্রীচরণ

নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৬॥ কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ। দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্য-ধ্রুবমর্থদম্ ॥৭॥ যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্। যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মে-শ্বরঃ সুহৃৎ ॥৮॥ সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্। সর্ব্বত্র

স্পর্শের ফলে [যদর্থঃ] সংসার বিদূরিত হয় [অনর্থাপগমঃ] যতদিন জীব মহাপুরুষ নিষ্কিঞ্চনগণের পাদ-রজঃকে না বরণ করে অর্থাৎ সাধুর শ্রীচরণ ধূলিতে যে পর্য্যন্ত স্নান না করে ॥৬॥ এই জগতে [ইহ] প্রাজ্ঞ ব্যক্তির শৈশব হইতেই ভাগবত ধর্ম্ম সকল আচরণ করা উচিত, যেহেতু মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ। সেই (মনুষ্য জন্ম) অনিত্য হইলেও পুরুষার্থপ্রদ ॥৭॥ আরও [হি] যাহাতে পুরুষের এই জন্মেই শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ প্রাপ্তি [পাদোপসমর্পণম্] হয় (তাহাই করা উচিত) যেহেতু এই ভগবান্ই সকল জীবগণের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ ॥৮॥ হে দৈত্যগণ! ইন্দ্রিয়-সুখ, দেহ-সম্বন্ধ মাত্রেই [দেহযোগেন] দেহিগণ পশ্বাদি সকল যোনিতে [সর্ব্বত্র] লাভ করে, প্রাক্তন কর্ম্মবশে (দৈবাৎ) যেমন দুঃখকে বিনা যত্নেই (লাভ

লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখ-মযত্নতঃ ॥৯॥ তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ু-র্ব্যয়ঃ পরম্। ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥১০॥ ততো যতেত কুশলং ক্ষেমায় ভয়মাশ্রিতঃ। শরীরং পৌরুষং যাবন্ ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥১১॥ কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ। স্নেহপাশৈ-

---

করে) ॥৯॥ সেই সুখলাভের জন্য প্রয়াস করা উচিত নয়, যাহাতে কেবল জীবন ক্ষয় হয় মাত্র (অধিকন্তু তাহাতে) তাদৃশ কল্যাণ লাভ করিতে পারে না, যাদৃশ কল্যাণ শ্রীমুকুন্দ চরণ কমল দ্বারা (লাভ হয়) ॥১০॥ অতএব সংসার ভয়ে ভীত (পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর ভয়ে ভীত) জীব নিজের কল্যাণের জন্য [ক্ষেমায়] নিজের শরীর পুষ্ট থাকিতে থাকিতেই [পুষ্কলম্] এবং শরীর বিপন্ন হইবার পূর্ব্বেই [ন বিপদ্যেত] শ্রীভগবচ্চরণকমল প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা [যতেত] করিবে ॥১১॥ কোন্ পুরুষ অজিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহেতে আসক্ত ও স্নেহপাশের দ্বারা বদ্ধ আপনাকে বিমুক্ত করিতে উৎসাহ

পুরুষ অজিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহেতে আসক্ত ও স্নেহপাশের দ্বারা বদ্ধ আপনাকে বিমুক্ত করিতে উৎসাহ

দৃঢ়ৈ-র্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্ ॥১২॥ কোন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যো ঽপি স ঈপ্সিতঃ। যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈ-স্তস্করঃ সেবকো বণিক্ ॥১৩॥ ত্যজেত কোশস্কৃদিবেহমানঃ কর্ম্মাণি লোভাদবিতৃপ্তকামঃ। ঔপস্থ্য-জৈহ্ব্যং বহুমন্যমানঃ কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ ॥১৪॥ কুটুম্বপোষায়

করে ॥১২॥ কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থলালসাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? যে অর্থ প্রাণ হইতেও প্রিয়তম। অপিচ তস্কর সেবক ও বণিক্গণ যে অর্থকে [যং] অতি প্রিয়তম [প্রেষ্ঠৈঃ] প্রাণ দিয়াও [অসুভিঃ] ক্রয় করে [ক্রীণাতি] ॥১৩॥ গুটি পোকা [কোশকৃৎ] যেমন (বাসের জন্য ঘর করিয়া নির্গমনের দ্বার না রাখিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে) (তদ্রূপ) কর্ম্ম সকল করিতে করিতে [ঈহমানঃ] লোভবশতঃ কামনা পরিতৃপ্ত না হওয়ায় যে ব্যক্তি মৈথুন ও ভোজন সুখকে [ঔপস্থ্যজৈহ্ব্য] পরমপ্রিয় বলিয়া মনে করে সে কিরূপে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিবে [বিরজ্যেত]? তাহার মোহ যে বড় ভয়ানক

বিয়ন্নিজায়ু-র্ন বুধ্যতেঽর্থং বিহতং প্রমত্তঃ। সর্ব্বত্র তাপত্রয়-দুঃখিতাত্মা নির্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ ॥১৫॥ বিত্তেষু নিত্যাভি-নিবিষ্টচেতা বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্ত্তুঃ। প্রেত্যেহ চাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্ত-দশান্তকামো হরতে কুটুম্বী ॥১৬॥ বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন

[দুরন্তমোহঃ] ॥১৪॥ স্ত্রী পুত্রাদি [কুটুম্ব] পোষণের নিমিত্ত (দিনে দিনে) আয়ুঃক্ষীণ হইতেছে (তাহা বুঝিতে পারে না) ও পুরুষার্থ বিনষ্ট হইতেছে, (তাহাও সে বুঝিতে পারে না। যেহেতু সে সংসারে) বড়ই মত্ত (প্রমত্ত)। সে সর্ব্বত্র ত্রিবিধ তাপ দ্বারা দুঃখিত চিত্ত হইয়াও তাহাতে দুঃখবোধ করে না [ন নির্বিদ্যতে]। যেহেতু সে নিজের স্ত্রী পুত্রাদি লইয়াই সন্তুষ্ট [স্বকুটুম্বরামঃ] ॥১৫॥ কুটুম্বী ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় অতএব সর্ব্বদাই অর্থে [বিত্তেষু] অভিনিবিষ্ট চিত্ত হইয়া পরধন হরণকারীর [পরবিত্তহর্ত্তুঃ] পরলোকে নরকরূপ [প্রেত্য] ও ইহলোকে রাজদণ্ডরূপ [ইহ] দোষ জানিয়াও [বিদ্বান] সেই পরধন

পরলোকে নরকরূপ [প্রেত্য] ও ইহলোকে রাজদণ্ডরূপ [ইহ] দোষ জানিয়াও [বিদ্বান্] নিঃ ...

কল্পতে বৈ। যঃ স্বীয়-পারক্য-বিভিন্নভাব-স্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ ॥১৭॥ ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু। উপেত নারায়ণ-মাদিদেবং বিমুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ ॥১৮॥ ধর্ম্মার্থ-কাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা। মন্যে

[তৎ] হরণ করে [হরতে] (যেহেতু) তাহার কামনা অশান্ত [অশান্তকামঃ] ॥১৬॥ হে দনুজগণ! সংসার এইরূপ [ইত্থং] জানিয়াও যে কুটুম্বই পোষণ করিতে থাকে ও আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত [স্বলোকায়] কোন চেষ্টাই করে না [ন কল্পতে বৈ]। [তথাচ] যে আপন ও পর এই বিচার দ্বারা বিভিন্ন চিত্ত (সে) বিদ্বান্ হইলেও [বিদ্বানপি] বিমূঢ় ব্যক্তির ন্যায় নরকে গমন করে [তমঃ প্রপদ্যেত] ॥১৭॥ অতএব হে দৈত্যগণ! (তোমরা) দূর হইতে বিষয়াসক্ত [বিষয়াত্মকেষু] দৈত্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া [পরিহৃত্য] আদিদেব নারায়ণের শরণাগত হও [উপেত]। যেহেতু তিনি অনাসক্ত (মুক্তসঙ্গ) পরমহংসগণের অভিলষিত

তদেতদখিলং নিগমস্ত সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥১৯॥
জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং পাদারবিন্দ-রজসাপ্লুত-দেহিনাং স্যাৎ
॥২০॥ ভবতামপি ভূয়ান্-মে যদি শ্রদ্দধতে বচঃ। বৈশারদী ধীঃ

[ইষিতঃ] মোক্ষস্বরূপ ॥১৮॥ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম—এই কয়টী, যাহা ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত (তথা) আত্ম-বিদ্যা [ঈক্ষা], কর্ম্মবিদ্যা [ত্রয়ী] তর্কশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি [নয়দমৌ], কৃষি বাণিজ্যাদি-জীবিকা-জ্ঞান-জনক শাস্ত্র [বিবিধা বার্ত্তা]—নিগমের অর্থ জাত এই সমস্ত সত্য বলিয়া আমি মনে করি, যদি ইহারা আপন সুহৃৎ, পরম পুরুষে আত্মসমর্পণ (করাইয়া দেয়)। (নতুবা এই সমস্তই মিথ্যা) ॥১৯॥ ইহা সেই নির্ম্মল ও দুর্লভ জ্ঞান (যাহা) নরসখ নারায়ণ পূর্ব্বে [কিল] নারদকে বলিয়াছিলেন। একান্ত ভগবদ্ভক্ত অকিঞ্চন সাধুগণের পাদপদ্মের রেণুদ্বারা স্নাত নরগণেরই [দেহিনাং] (এই জ্ঞান) হয় ॥২০॥ আমার বাক্যে যদি শ্রদ্ধা হয় [শ্রদ্দধতে] (তাহা হইলে) তোমাদেরও (এই জ্ঞান) হইবে। শ্রদ্ধা

২৩। মহৎপাদরজো-মাহাত্ম্যম্। ২০১

শ্রদ্ধাতঃ স্ত্রী-বালানাং চ মে যথা ॥২১॥ নিশম্য কর্ম্মাণি-গুণানতুল্যান্ বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি। যদাতি-হর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্‌গদং প্রোৎকণ্ঠ-উদ্‌গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥২২॥ যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধসত্যা-ক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্। মুহুঃ শ্বসন্‌ব্যক্তি হরে জগৎপতে

হইতে [শ্রদ্ধাতঃ] স্ত্রী ও বালকগণের নিপুণতর অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ে বুদ্ধি জন্মে। আমার যেমন (হইয়াছে) ॥২১॥ কর্ম্ম সকল (ভক্ত বাৎসল্যাদি), অতুলনীয় গুণসকল ও লীলাদেহ ধারণ করিয়া, শ্রীভগবান্ যে সকল বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন সেই সকল শ্রবণ করিয়া [নিশম্য] যখন অত্যন্ত হর্ষ বশতঃ পুলক ও অশ্রুপাত হয় ও গদগদভাবে মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান করে ক্রন্দন করে ও নৃত্য করে [লীলাতনুভিঃ] (সেই সকল) শুনিয়া যখন অতি হর্ষে পুলক ও অশ্রু গদ্‌গদভাবে প্রযুক্ত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান রোদন ও নৃত্য করে ॥২২॥ যখন গ্রহ (ভূত) গ্রস্তের ন্যায় কখনও হাসে (কখনও) কাঁদে (কখনও বা) মনুষ্যকে (ভগবদ্ জ্ঞানে)

নারায়ণেত্যাত্মমতি-র্গতত্রপঃ ॥২৩॥ তদা পুমান্ মুক্ত-সমস্ত-বন্ধনস্তদ্ভাব-ভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ। নির্দগ্ধা বীজানুশয়ো মহীয়সা ভক্তিপ্রয়োগেন সমেত্য-ধোক্ষজম্ ॥২৪॥ অধোক্ষজালম্ভ-মিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংসৃতি-চক্র-শাতনম্। তদ্-ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ-সুখং বিদু-র্বুধাস্ততোভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্ ॥২৫॥ কোঽতিপ্রয়াসোঽসুর-বালকা হরে-রুপাসনে স্বে

প্রণাম করে ও মুহু-র্ম্মুহুঃ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলে,—হে হরে হে জগৎপতে হে নারায়ণ! (কখন ও বা) পরমাত্মা চিন্তা করে [আত্মমতিঃ] ওকাহাকেও লজ্জা করে না [গতত্রপঃ] ॥২৩॥ তখনই পুরুষ সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ও তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহারই কর্ম্ম ও আকৃতির অনুকরণ করিতে থাকে [তদ্ভাবভাবানু-কৃতাশয়া-কৃতিঃ] ॥২৪॥ অধোক্ষজ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) আশ্রয় বা ধ্যান [আলম্ভঃ] এই (জন্মেই) অশুভচিত্ত দেহিগণের সংসার চক্রের নিবর্ত্তক। তাহাই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ-সুখ বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। অতএব (তোমরা) হৃদয়ে হৃদীশ্বরকে ভজনা কর ॥২৫॥ হে অসুর বালকগণ! স্বকীয় হৃদপদ্মে

(জন্মেই) অন্তর্ভাবে [illegible] হৃদয়ে হৃদীশ্বরকে ভজনা কর ॥২৫॥ হে অসুর বালকগণ ! স্বকীয় [illegible]

জানেন। অতএব (তোমরা)

হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ। স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষ-দেহিনাং সামান্যতঃ কিং বিষয়োপ-পাদনৈঃ ॥২৬॥ সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্ম্মিণঃ। সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ ॥২৭॥ নালং দ্বিজত্বং দেবত্ব-মৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ। প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥২৮॥ ন

[স্বে হৃদি] আকাশবৎ [ছিদ্রবৎ] অবস্থিত [সতঃ], সাধারণতঃ [সামান্যতঃ] সকল প্রাণীর [অশেষ-দেহিনাং] বন্ধুর [সখ্যুঃ], আপনার নিজজন [স্বস্য] পরমাত্মা [আত্মনঃ] শ্রীহরির (হরেঃ) উপাসনায় [উপাসনে] অতি কষ্ট কি ? [কোঽতি-প্রয়াসঃ] (অর্থাৎ কোন কষ্টই নাই)। বিষয় উপার্জ্জনে [বিষয়োপপাদনৈঃ] কি প্রয়োজন ? (কিং) ॥২৬॥ সুখভোগ ও দুঃখমুক্তির সঙ্কল্প ইহ জগতের কর্ম্মিগণের (থাকে, কিন্তু তাহারা) সর্ব্বদা [ঈহয়া—অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা, বা] সুখের চেষ্টা দ্বারা দুঃখই পায় [আপ্নোতি] (যেহেতু) অনীহা (অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগই বা সুখের চেষ্টা ত্যাগই) সুখের দ্বারা আবৃত (অর্থাৎ সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেই সুখ পাওয়া যায়) ॥২৭॥ হে অসুরতনয়গণ ! মুকুন্দকে প্রসন্ন করিতে [মুকুন্দস্য প্রীণনায়]

দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্-বিড়ম্বনম্ ॥২৯॥ ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে ॥৩০॥ এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ। একান্ত ভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র

ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব বা ঋষিত্ব চাই না [নালম্]। না বৃত্ত (বর্ণাশ্রমাচার) না বহুজ্ঞতা, না দান, না তপস্যা, না যজ্ঞাদি, না শৌচাচার না ব্রত সকল। (কিছুই চাই না)। একমাত্র বিশুদ্ধ ভক্তি দ্বারাই হরি প্রীত হয়েন, অন্য সব বিড়ম্বনা মাত্র ॥২৮-২৯॥ অতএব হে দানবগণ সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী (সর্ব্বভূতাত্মনি), পরমেশ্বর ভগবান্ হরিতে ভক্তি কর, নিজের মত সকলকে দেখ ॥৩০॥ শ্রীগোবিন্দে একান্ত ভক্তি ও সকল জীবেই [সর্ব্বত্র] তাঁহাকে দর্শন করা—ইহাই এই জগতে পুরুষের (জীবের) পরম স্বার্থ বলিয়া কথিত ॥৩১॥ আমি জানি, ধন, সৎকুলে জন্ম, [অভিজন], রূপ, তপস্যা,

তদীক্ষণম্ ॥৩১॥ মন্যে ধনাভিজন-রূপ-তপঃ-শ্রুতৌজস্তেজঃ প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধি-যোগাঃ। নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥৩২॥ নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে। যদ্ যদ্ জনো ভগবতে বিদধীত

শাস্ত্রজ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের বল [ওজঃ] তেজঃ প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি ও অষ্টাঙ্গ যোগ—এ সকল (কিছুই) পরমপুরুষের আরাধনায় লাগে না। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্ গজেন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ॥৩২॥ (ভগবান্ যে জীবের নিকট মান অর্থাৎ পূজাদি গ্রহণ করেন তাহা) নিজের জন্য নয় [নৈবাত্মনঃ]। (কেননা) ইনি প্রভু ও নিজলাভে পূর্ণ। তথাপি যে পূজাদি [মানং] অনভিজ্ঞ জনের নিকট [অবিদুষঃ-জনাৎ] গ্রহণ করেন [বৃণীতে] (তাহার হেতু তিনি) বড় দয়ালু [করুণঃ]। জীব [জন] যে যে সম্মান ভগবানে অর্পণ করে [বিদধীত] সেই সেই সম্মান সে আপনি লাভ করে। যেমন দর্পণের [প্রতিমুখস্য] মুখশ্রী হয়।

মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥৩৩॥ ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণ-বৎসল দুঃসহোগ্র-সংসার-চক্রকদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ। বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু ॥৩৪॥ বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ নার্ত্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ। তপ্তস্য

(দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখে তিলকাদি দিতে হইলে যেমন নিজের মুখে তিলক দিতে হয়, তদ্রূপ নিজে কোন সম্মান লাভ করিতে হইলে আগে ভগবানের সম্মান করিতে হয়। প্রকৃত মুখ ভগবান্, দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ জীব)॥৩৩॥ হে দীনবৎসল ! দুঃসহ ও উগ্র সংসার চক্রের দুঃখ (কদনাৎ) হইতে আমি ত্রাস্ত ও গ্রাসকারী হিংস্র ইন্দ্রিয় ও অহঙ্কার অভিমানদিগের মধ্যে নিজ কর্ম্ম সমূহ দ্বারা বদ্ধ (হইয়া) আমি নিক্ষিপ্ত [প্রণীতঃ] (হইয়াছি)। হে অতি কমনীয় [উশত্তম], কবে [কদা] (তুমি) প্রীত (হইয়া) মোক্ষের শরণভূত [অপবর্গশরণ] তোমার পাদমূলে [অঙ্ঘ্রিমূলং] আমায় আহ্বান করিবে [হ্বয়সে] ? ॥৩৪॥ হে নৃসিংহ ! জগতে বালকের মাতা পিতা রক্ষক [শরণং] নয়, রোগী ব্যক্তির [আর্ত্তস্য] ঔষধ

তৎপ্রতিবিধি-র্য ইহাঞ্জসেষ্ট স্তাবদ্বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥৩৫॥
নৈষা পরাবরমতি-র্ভবতো ননু স্যাৎ জন্তো-র্যথাত্ম-সুহৃদো জগতস্তথাপি।
সংসেবয়া সুরতেরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্
॥৩৬॥ ইত্থং নৃ-তির্য্যগৃষিদেব-ঝষাবতারৈ-র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি

[অগদং] (আরোগ্য দাতা নয়) ও সমুদ্রে [উদন্বতি] মজ্জমান ব্যক্তির নৌকাও (আশ্রয় নয়) (কেননা) হে বিভো ! দুঃখিত ব্যক্তির [তপ্তস্য] দুঃখ প্রতিকারের বিধি যাহা ইহলোকে [ইহ] কথিত হইয়াছে তাহা তোমা কর্ত্তৃক উপেক্ষিত জীবের ইষ্ট সাধক [ইষ্টঃ] নয়। (অর্থাৎ তুমি যদি কৃপা কর তবেই উপায় সকল সফল, নতুবা সকলই ব্যর্থ) ॥৩৫॥ এইরূপ উত্তম অধম (ভালমন্দ) বুদ্ধি [পরাবরমতিঃ] প্রাকৃত জন্তুর যেমন, তোমার সেরূপ নহে। যেহেতু তুমি জগতের অন্তরাত্মা ও সুহৃদ্। উত্তমরূপে সেবা করিলে [সংসেবয়া] যেমন সুরতরুর অনুগ্রহ পাওয়া যায় সেইরূপ উত্তম সেবা দ্বারা তোমার অনুগ্রহ (পাওয়া যায়)। সেবার অনুরূপ ফলোদয় হয়, উচ্চনীচ অনুসারে হয় না ॥৩৬॥ এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণাদি

জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥৩৭॥ নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ সংপ্রীয়তে দুরিত-দুষ্টমসাধুতীব্রম্। কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥৩৮॥ নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়-বৈতরণ্যা-

মনুষ্যাবতার, বরাহাদি তির্য্যগাবতার, পরশুরামাদি ঋষি অবতার, বামনাদি দেবাবতার ও মৎস্যাবতার দ্বারা (তুমি) লোক সকল পালন কর [বিভাবয়সি] ও জগতের প্রতিকূলদিগকে নাশ কর [হংসি]। হে মহাপুরুষ (তুমি) যুগের অনুরূপ ধর্ম্মকে পালন করিতেছ। কিন্তু কলিকালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছ। সেই জন্য তুমি ত্রিযুগ (নামে অভিহিত হও) ॥৩৭॥ হে বৈকুণ্ঠনাথ! এই মন তোমার কথায় সম্যক্ প্রীত হয় না। (যেহেতু ইহা) পাপদ্বারা দুষ্ট, অত্যন্ত অসাধু হর্ষ, শোক, ভয় ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পীড়িত। অতএব কি প্রকারে (আমি) তোমার স্বরূপ [তবগতিং] চিন্তা করিব? (আমি যে বড়) দীন ॥৩৮॥ হে পর

ত্বদ্বীর্য্যগায়ন-মহামৃত মগ্নচিত্তঃ। শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো-বিমূঢ়ান্ ॥৩৯॥ প্রায়েণ দেব-মুনয়ঃ স্ব-বিমুক্তি-কামা মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ। নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদস্য-শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥৪০॥ বিপ্রাদ্

(সর্ব্বোত্তম) আর আমি অপার [দুরতায়] (সংসার) বৈতরণী হইতে ভয় পাই না। (যেহেতু) তোমার লীলাগানরূপ মহা অমৃত (সিন্ধুতে) আমার চিত্ত মগ্ন হইয়াছে। (কিন্তু আমি তাহাদেরই জন্য) শোক করিতেছি (যাহারা) সেই (তোমার লীলাগান) হইতে বিমুখচিত্ত ও ইন্দ্রিয়ার্থ মায়া সুখের নিমিত্ত বিমূঢ় হইয়া (সংসারের) ভার বহন করিতেছে ॥৩৯॥ হে দেব! প্রায় সকল মুনিগণ স্বকীয় মুক্তি কামনায় বিজন (অরণ্যে) মৌনব্রত অবলম্বন করেন [চরন্তি]। (তাঁহারা কেহই) পরের জন্য চিন্তা করেন না [ন পরার্থনিষ্ঠাঃ]। এই সকল দীনচিত্ত ব্যক্তিগণকে [কৃপণান্] ত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তি-

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতা-দরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-বিমুখাচ্ছ্বপচং বরিষ্ঠম্। মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৪১॥

লাভ করিতে চাহি না। (যেহেতু) তুমি ছাড়া অন্য কোন শরণ এই (সংসারে) ভ্রমণশীল জীবগণের [ভ্রমতঃ] আমি দেখিতেছি না ॥৪০॥ (যে) বিপ্র দ্বাদশ প্রকার গুণযুক্ত (হইয়াও) অরবিন্দনাভ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) পাদারবিন্দ হইতে বিমুখ, তাহার চেয়ে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ মনে করি। (যে চণ্ডাল) তাঁহাতেই (ভগবানেই) মন বাক্য কামনা অর্থ ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে [অর্পিত] সেই (চণ্ডাল) বংশকে পবিত্র করে। কিন্তু সেই বহুমান (দ্বাদশ গুণযুক্ত বিপ্র) তাহা পারে না। (অপিচ সেই বহুমান বিপ্র আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না) ॥৪১॥

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥১॥ অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ। সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্ণাম্ ॥২॥ শ্রুতোঽনুপঠিতোধ্যাত আদৃতো বাঽনুমোদিতঃ। সত্তঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্ব

(বিদেহ রাজ বলিলেন) দেহী অর্থাৎ জীবগণের মনুষ্য দেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও দুর্ল্লভ। তাহাতে আবার ভগবানের যিনি প্রিয়, তাঁহার দর্শন (আরও) দুর্ল্লভ বলিয়া মনে করি ॥১॥ হে অনঘগণ! আপনাদিগকে [ভবতঃ] আমি আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধ (পরিমিত কাল) সৎসঙ্গ মানবগণের নিধি ॥২॥ (নারদ উত্তর দিতেছেন) শ্রবণ করিলে পাঠ করিলে, চিন্তা করিলে আদর করিলে বা অনুমোদন করিলে এই ভাগবত ধর্ম্ম [সদ্ধর্ম্মঃ] দেবতা ও বিশ্বের দ্রোহকারীকেও

দ্রুহোঽপি হি ॥৩॥ যে বৈ ভাগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥৪॥ যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ ন পতেদিহ ॥৫॥ কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ। করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতিসমর্পয়েত্তৎ ॥৬॥ ভয়ং দ্বিতীয়াভি-

---

তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে ॥৩॥ যে সকল উপায় ভগবান্ অবিদ্বান্ পুরুষদিগের [অবিদুষাং পুংসাং] সুখে [অঞ্জঃ] ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত [আত্মলব্ধয়ে] বলিয়াছেন—সেই সকলকে ভাগবত (ধর্ম্ম বলিয়া) জানিবে ॥৪॥ হে রাজন্ ! এই (ভাগবত ধর্ম্ম) অবলম্বন করিলে মানুষ কখনও (ধর্ম্মপথ হইতে) ভ্রষ্ট হয় না [ন প্রমাদ্যেত]। নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলেও এই ভাগবত ধর্ম্মপথে [ইহ] (কেহ) স্খলিত হয় না বা পতিত হয় না ॥৫॥ কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধি ও চিত্তের [আত্মনা] দ্বারা স্বভাবের অনুসারী যে সকল কর্ম্ম করিবে সে সকলই পরম পুরুষ নারায়ণকে সমর্পণ করিবে ॥৬॥ দ্বিতীয়ে

স্বভাবের অনুসারী যে সকল কর্ম্ম করিবে সে সকলই

নিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াঽতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥৭॥ শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥৮॥ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্

(অর্থাৎ ভগবদ্ব্যতিরিক্ত দেহ গেহ মালা ও বনিতাদি ভোগ প্রপঞ্চে) অভিনিবেশ বশতঃ ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তির [ঈশাদপেতস্য] সংসার বন্ধন [ভয়ং] হয়। (সেই সংসার দুই প্রকার) বিপর্য্যয় (অর্থাৎ অনাত্ম দেহাদিতে আত্ম বুদ্ধি ও) অস্মৃতি (অর্থাৎ আমি কে? ইত্যাদি পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান-রাহিত্য)। এ সকল তাঁহার মায়ার দ্বারাই হয়। এজন্য পণ্ডিত [বুধ] গণ একান্ত ভক্তি সহকারে [একয়া ভক্ত্যা] সেই ঈশ্বরকে ভজনা করিবেন। তিনিই গুরু, দেবতা ও পরমাত্মা ॥৭॥ চক্র [রথাঙ্গ] পাণির সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিবে [শৃণ্বন্] ও জগতে যে সকল তদর্থক (অর্থাৎ ভগবানের লীলা বিষয়ক) গীত ও নাম আছে সে সকল লজ্জাশূন্য হইয়া গান করিবে ও আসক্তিশূন্য হইয়া বিচরণ করিবে ॥৮॥ সকল

ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৯॥ ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥১০॥ অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥১১॥ তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ

জীবেতে [সর্ব্বভূতেষু] যিনি নিজের [আত্মনঃ] (উপাস্য দেবতা) ভগবান্‌কে (দেখেন) ও আপনার উপাস্য দেবতা ভগবানে [আত্মনি ভগবতি] সকল প্রাণীকে (দেখেন) তিনিই ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে উত্তম ॥৯॥ ঈশ্বর, তাঁহার অধীন (ভক্ত), মূর্খ ও শত্রুদিগের প্রতি, যিনি প্রেম, মৈত্রী (বন্ধুত্ব) কৃপা ও উপেক্ষা করেন (অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী ও মূর্খে কৃপা ও শত্রুকে উপেক্ষা প্রকাশ করেন)—তিনি মধ্যম ভক্ত ॥১০॥ শ্রীহরির প্রতিমাদিতেই [অর্চ্চায়াং] যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করেন তাঁহার ভক্তগণকে (পূজা করেন) না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া কথিত ॥১১॥ অতএব উত্তম শ্রেয়ঃ (অর্থাৎ মোক্ষকে)

শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥১২॥ তত্র ভাগবতান্ ব্রতান্ ধর্ম্মাঞ্ছিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ। অমায়য়াঽনুবৃত্ত্যা-যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥১৩॥ পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ। মিথোরতির্মথস্তুষ্টি-র্নিবৃ্তির্মথ আত্মনঃ ॥১৪॥ স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথো-

---

জানিতে ইচ্ছা হইলে গুরুর শরণ লইবে। যে গুরু শব্দ ব্রহ্মে [বেদে] ও পরব্রহ্মে সুপণ্ডিত ও উপশান্ত-চিত্ত ॥১২॥ গুরুই আত্মদেবতা। তাঁহার নিকট [তত্র] অকপটভাবে [অমায়য়া] সেবাদ্বারা [অনুবৃত্ত্যা] ভাগবত ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিবে। যে ভাগবত ধর্ম্মের দ্বারা [যৈঃ] (নিজের আত্মাকেই যিনি দান করেন সেই) আত্মাত্মদ হরি সন্তুষ্ট হন ॥১৩॥ ভগবানের পবিত্র [যশঃ] লীলা সকল পরস্পরে আলোচনা করিবে [পরস্পপানুকথনং] (তাহাতে) উভয়ের অনুরাগ উভয়ের তুষ্টি ও উভয়ের আত্মার পরমানন্দলাভ [নিবৃ্তিঃ] হইবে ॥১৪॥ সমস্ত পাপ রাশির হরণ কর্ত্তা [অঘৌঘ-হরং] হরিকে পরস্পরে মিলিয়া

স্মৃত্যোঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥১৫॥ ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত-চিন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্য-লৌকিকাঃ। গায়ন্তি নৃত্যন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্যনির্বৃতাঃ ॥১৬॥ রজসা ঘোর-সঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ। দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুত

স্মরণ করিলে ও স্মরণ করাইলে ভক্তি জন্মে। সেই ভক্তিদ্বারা শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ॥১৫॥ (তখন তাহারা) কখনও অচ্যুত-চিন্তায় কাঁদে, কখন হাসে, (কখন) আনন্দ করে, (কখন) অলৌকিক কথা সকল বলিতে থাকে, (কখন) নাচে, (কখন) গান করে, (কখন) ভগবানের লীলা সকলের আলোচনা করে [অনুশীলয়ন্ত্যজং], (কখনও বা) পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া সুখানুভব করতঃ [নির্বৃতাঃ] মৌন অবলম্বন করে ॥১৬॥ রজোগুণ হেতু যাহাদের সঙ্কল্প অতি ভয়ানক (অর্থাৎ মারণ উচাটন প্রভৃতি অভিচার কর্ম্মে সদা রত) তথা যাহারা, কামুক, সর্পের ন্যায় ক্রোধপরায়ণ দাম্ভিক অভিমানী ও পাপী

প্রিয়ান্ ॥১৭॥ শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা। জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরি-প্রিয়ান্ খলাঃ ॥১৮॥ সর্ব্বেষু শশ্বৎ তনুভৃৎ-স্ববস্থিতং যথা খমাত্মানমভীষ্ট-মীশ্বরম্। বেদোপ-গীতং চ ন শৃণ্বতেঽবুধা-মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া ॥১৯॥ তস্যৈব

তাহারাই অচ্যুতপ্রিয়গণকে উপহাস করে ॥১৭॥ শ্রী, বিভূতি, অভিজন, বিদ্যা, দান, রূপ, বল ও কর্ম্মের দ্বারা যাহারা গর্ব্বান্ধ হইয়াছে, সেই সকল খল ব্যক্তিই ঈশ্বরের সহিত সাধু হরি-প্রিয়গণকে অবমানিত করে ॥১৮॥ আকাশের ন্যায় [যথা খং] সকল দেহ-ধারীতে ঈশ্বর রূপে নিত্য অবস্থিত আপনার অত্যন্ত প্রিয় ঈশ্বর, যাঁহাকে সকল বেদেই গান করে (সেই ঈশ্বর বিষ্ণুকে) জানিয়াও মূর্খ সকল কাল্পনিক বিষয়সুখের [মনোরথানাং] বার্ত্তাই সর্ব্বদা বলিতে থাকে ॥১৯॥ তাহারই জন্য বিবেকী মানব [কোবিদঃ] বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন যাহা উপরি [ব্রহ্মলোক] হইতে অধঃ [স্থাবর] লোক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও লাভ করিতে

হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ। তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীর-রংহসা ॥২০॥ যে কৈবল্য-মসংপ্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্। ত্রৈবর্গিকা-হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥২১॥ এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।

পারা যায় না। অন্য বিষয় ভোগ জন্য যে সুখ তাহা দুঃখের ন্যায় (বিনা চেষ্টাতেই) অপ্রতিহত কাল-বেগে [কালেন গভীর-রংহসা] সকল জন্মে সকল অবস্থায় সকল সময়েই [সর্ব্বত্র] লাভ করা যায় ॥২০॥ যে সকল পুরুষ মোক্ষজ্ঞান লাভ করে নাই ও যাহারা মূর্খতাকে অতিক্রম করিয়াছে (অর্থাৎ যাহারা না সম্যক্ জ্ঞানী না অজ্ঞানী অথচ) ধর্ম্ম অর্থ ও কাম চিন্তায় ক্ষণমাত্র অবকাশ শূন্য—তাহারাই নিজেকে হত্যা করে ॥২১॥ এই সকল আত্মঘাতী অশান্তচিত্ত অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ কালকর্ত্তৃক মনোরথ ব্যর্থ হইয়া

করে ॥২১॥ এই সকল আত্মঘাতী অশান্তচিত্ত

সীদন্ত্যকৃত-কৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ ॥২২॥ কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ। ক্বচিৎ ক্বচিন্ মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ ॥২৩॥ দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো

ও অকৃতকার্য্য হইয়া দুঃখভোগ করে ॥২২॥ হে রাজন্! সত্যাদি যুগের প্রজাসকল কলিকালেই জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। যেহেতু, কলিকালেই নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। হে মহারাজ (সেই সকল নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি) কোথাও কোথাও (স্বল্প-সংখ্যায়) ও দ্রবিড়দেশে বহুল পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥২৩॥ হে রাজন্ সেই ব্যক্তি দেবতা, ঋষি, ভূত, আপ্তমনুষ্য ও পিতৃগণের কিঙ্কর নহেন ও (তাঁহাদের নিকট) ঋণীও নহেন, যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ত্তব্য [কর্ত্তম্] ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে [সর্ব্বাত্মনা] শরণদাতা শ্রীমুকুন্দের শরণ লইয়াছেন ॥২৫॥ অন্য সকল ভাব ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার

মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥২৪॥ স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥২৫॥

(শ্রীভগবানের) শ্রীপাদমূলকে ভজনা করেন সেই প্রিয়ব্যক্তির যে কোন প্রকারে যাহা কিছু বিকৃত কর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হয়, সে সকলই পরমেশ্বর শ্রীহরি তাহার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া বিদূরিত করেন ॥২৫॥

২৫। প্রপন্ন-গীতম্।

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্। সুখায় দুঃখ-প্রভবেষু সজ্জতে গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ॥১॥ লব্ধা জনো দুর্ল্লভমত্র-মানুষং কথঞ্চিদব্যঙ্গ-মযত্নতোঽনঘ। পাদারবিন্দং ন ভজত্য-সন্মতি-গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥২॥ মমৈষ কালোঽজিত

হে ঈশ! এই জন (সমূহ) তোমার মায়াতে বিমোহিত ও (সর্ব্বদা নিজের) অনর্থ দর্শন করে [অনর্থদৃক্] বলিয়া তোমাকে ভজনা করে না। (ইহারা) সুখের নিমিত্ত দুঃখের উৎপত্তিক্ষেত্র গৃহে আসক্ত হয়, এজন্য কি পুরুষ কি স্ত্রী (সকলেই তোমাতে) বঞ্চিত। হে অনঘ! জনগণ [জনঃ] এই ভারতবর্ষে [অত্র] কোন প্রকারে [কথঞ্চিৎ] বিনা যত্নেই [অযত্নতঃ] অর্থাৎ (কেবল ভগবৎ কৃপাতেই) দুর্ল্লভ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ [অব্যঙ্গং] মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও (তোমার) পাদারবিন্দকে ভজনা

নিষ্ফলো গতো রাজ্য-শ্রিয়োন্নদ্ধ-মদস্য ভূপতেঃ। মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদার-কোশ-ভূম্বাসজ্জমানস্য দুরন্ত-চিন্তয়া ॥৩॥ কলেবরেঽস্মিন্ ঘটকুড্যসন্নিভে নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্। বৃতো রথেভাশ্ব-পদাত্যনীকপৈ-র্গাং পর্য্যটংস্ত্বা-গণয়ন্ সুদুর্ম্মদঃ ॥৪॥ প্রমত্তমুচ্চৈ-রিতিকৃত্য-চিন্তয়া প্রবৃদ্ধলোভং

করে না ও অসৎ (বিষয়ে) মন দিয়া গৃহরূপ অন্ধকূপে পশুর ন্যায় পতিত হয় ॥২॥ হে অজিত! আমার এ যাবৎকাল নিষ্ফলে কাটিয়া গেল, (আমি) রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা উদ্দাম গর্ব্বিত ভূপতি হইয়া মরণশীল দেহেই আত্মবুদ্ধি করতঃ সুত, দারা, ধনাগার ও ভূমি প্রভৃতির দুরন্ত চিন্তায় আসক্ত ছিলাম ॥৩॥ এই ঘটকুড্য সদৃশ কলেবরে আমার অভিমান জন্মিয়াছিল। আমি নরদেব হইয়াছিলাম। রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আমি পৃথিবী পর্য্যটন করিতাম। (কিন্তু) তোমাকে কোন দিন মনে করিতাম না। (আমার) কি ভয়ানক অহঙ্কার [সুদুর্ম্মদঃ] ॥৪॥ সংসারের কর্ত্তব্য [ইতিকৃত্য] চিন্তায় (আমি) অত্যন্ত [উচ্চৈঃ] প্রমত্ত। (আমার) লোভের সীমা নাই [প্রবৃদ্ধলোভং]। সংসার

বিষয়েষু লালসম্। ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাঽভি-পদ্যসে ক্ষুল্লেলিহানোঽহি-রিবাখুমন্তকঃ ॥৫॥ পুরা রথৈর্হেম পরিষ্কৃতৈশ্চরন্ মতঙ্গজৈর্বা নরদেব-সংজ্ঞিতঃ। স এব কালেন দুরত্যয়েন তে কলেবরো বিট্ ক্বমি-ভস্ম-সংজ্ঞিতঃ ॥৬॥ নির্জ্জিত্য দিক্‌চক্র-মভূতবিগ্রহো বরাসনস্থঃ সমরাজ-

---

সুখ ভোগেই [বিষয়েষু] (আমার) লালসা। (এবম্ভূত আমাকে) তুমি অপ্রমত্ত কাল রূপে [অন্তকঃ] আসিয়া গ্রাস করিবে [অভিপদ্যসে]। ক্ষুধার দ্বারা ওষ্ঠের প্রান্তভাগ লেলিহান সর্প, যেমন মুষিককে (গ্রাস করে) ॥৫॥ আমার যে কলেবর পূর্ব্বে সুবর্ণমণ্ডিত রথ বা মাতঙ্গের দ্বারা বিচরণ করিতে করিতে নরদেব নামে অভিহিত [নরদেব-সংজ্ঞিতঃ] হইত সেই কলেবরই তোমার দুরন্ত কালের দ্বারা বিষ্ঠা কৃমি ও ভস্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে ॥৬॥ দিঙ্‌মণ্ডলকে নির্জিত ও যুদ্ধে সকলকে প্রশমিত করিয়া সার্ব্বভৌমের শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করতঃ [বরাসনস্থঃ] (যে পুরুষ) সমান রাজগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হয়, হে ঈশ! (সেই) পুরুষই (আবার) গৃহেতে মৈথুন্যসুখের জন্য স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক বানরের ন্যায় [ক্রীড়ামৃগঃ]

বন্দিতঃ। গৃহেষু মৈথুন্য-সুখেষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ পুরুশ ঈশ নীয়তে ॥৭॥ করোতি কর্ম্মাণি তপঃসু নিষ্ঠিতো নিবৃত্ত-ভোগ-স্তদপেক্ষয়া দদৎ। পুনশ্চ ভূয়েয়মহম্ স্বরাড়িতি প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে॥৮॥ ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥৯॥ চিরমিহ-

---

চালিত হয় ॥৭॥ (কেহ বা) তপস্যা-নিরত হইয়া কর্ম্ম সকল করিতে থাকে (অথবা) ভোগ সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভাবি জন্মের সুখ ভোগের অপেক্ষায় [তদপেক্ষয়া] (তপস্যা) অবলম্বন করে [দদৎ], পুনরায় আমি সম্রাট্ হইব এই বলিয়া বর্দ্ধিত-লালসা (রাজগণ) কখন সুখী হয় না ॥৮॥ সংসারে ভ্রমণশীল জীবের [ভ্রমতঃ জনস্য] সংসার হইতে মুক্তির সময় [ভবাপবর্গঃ] যখন আসে, হে অচ্যুত, তখনই (তাহার) সাধুসঙ্গ মিলে। (আর) সাধুসঙ্গ যখনই হয় তখনই (তাহার) সাধুগণের আশ্রয় [সদ্‌গতৌ] ও

বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈ-রবিতৃষ-ষড়মিত্রোঽলব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ সমুপেত-স্ত্বৎপদাব্জং পরাত্মন্নভয়-মৃত-মশোকং পাহি মাঽপন্নমীশ
॥১০॥

ব্রহ্মাদির স্থাবরান্তের] ঈশ্বর [পরাবরেশে] তোমাতে মতি জন্মে ॥৯॥ চিরকাল (আমি) এই সংসারে দুঃখের দ্বারা পীড়িত ও শোকতাপের দ্বারা পরিতপ্ত। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টি শত্রুই (আমার প্রতি) সন্তুষ্ট নহে। (আমি) কোনরূপ শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। হে শরণদাতা! হে পরমাত্মন্! আমি তোমার শ্রীচরণকমলে সমাশ্রিত হইলাম (যাহাতে) কোন ভয় নাই, মরণ নাই ও শোক নাই। হে ঈশ। আমায় রক্ষা কর আমি শরণাগত ॥১০॥

২৬। মুমুক্ষুস্তুতিঃ।

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে। নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥১॥ নমোঽকিঞ্চন-বিত্তায় নিবৃত্ত-গুণ-বৃত্তয়ে। আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্য-পতয়ে নমঃ ॥২॥ ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদু-র্জন্তুঃ পুনঃ কোঽর্হতি গন্তুমীরিতুম্। যথা নটস্যাকৃতিভি-র্বিচেষ্টতো দুরত্যয়া-

---

হে পঙ্কজনাভ তোমায় প্রণাম। হে পঙ্কজ-মালিন্ তোমায় প্রণাম। হে পঙ্কজনেত্র তোমায় প্রণাম ॥১॥ হে অকিঞ্চনের ধন [বিত্ত], হে ত্রিগুণাতীত [নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে], হে আত্মারাম! হে শান্ত, হে কৈবল্য (মোক্ষ) পতে তোমায় প্রণাম ॥২॥ যাঁহার স্বরূপ [পদং] দেবতা ও ঋষিগণ জানেন না, কোন জন তাহা জানিতে [গন্তুম্] বা বলিতে [ঈরিতুম্] সমর্থ হয়? যেমন অভিনেতা [নটস্য] নানাবেশে অভিনয় করে [আকৃতিভির্বিচেষ্টতঃ], তাহার ব্যাপার বোঝা বড়ই কঠিন [দুরত্যয়ানুক্রমণঃ] (তদ্রূপ) দুর্জ্ঞেয়

নুক্রমণঃ স মাঽবতু ॥৩॥ ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা ন নামরূপে গুণ-দোষ এব বা। তথাপি লোকাপ্যয়-সংভবায় যঃ স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি ॥৪॥ তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্ত-শক্তয়ে। অরূপায়োরুরূপায় নমঃ আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥৫॥ নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্ম্মিণে। নির্ব্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ ॥৬॥ মাদৃক্ প্রপন্ন-পশু-পাশ-

---

স্বভাব [দুরত্যয়ানুক্রমণঃ] সেই (ভগবান্) আমায় রক্ষা করুন ॥৩॥ যাঁহার জন্ম কর্ম্ম নামরূপ গুণ দোষ কিছুই [এব] নাই [ন বিদ্যতে] তথাপি (দুষ্ট) লোকদিগের নাশ [অপায়] ও (সাধুলোকদিগের) রক্ষণের নিমিত্ত [সম্ভবায়] যিনি নিজ মায়া দ্বারা সেই জন্ম কর্ম্ম নামরূপাদি [তানি] সময়ে সময়ে [অনুকালং] গ্রহণ করেন [ঋচ্ছতি] তাঁহাকে প্রণাম ॥৪॥ (তিনিই) পরমেশ্বর, (পরেশ) ব্রহ্মা, অনন্তশক্তি, রূপহীন [অরূপ] বিশ্বরূপ [উরুরূপ] ও আশ্চর্য্যকর্ম্মা তাঁহাকে প্রণাম ॥৫॥ হে শান্ত, হে ঘোর, হে মূঢ়, হে গুণধর্ম্মিন্, হে নির্ব্বিশেষ, হে সৌম্য, হে জ্ঞানঘন তোমায় প্রণাম ॥৬॥ হে মাদৃশ শরণাগত

বিমোক্ষণায় মুক্তায় ভূরি-করুণায় নমোঽলয়ায়। স্বাংশেন সর্ব্ব-তনু-ভৃন্ মনসি প্রতীত-প্রত্যগ্‌দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥৭॥ আত্মাত্মজাপ্ত-গৃহ-বিত্ত-জনেষু সক্তৈ-র্দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গ-বিবর্জ্জিতায়। মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায় জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নমঃ ঈশ্বরায় ॥৮॥ স বৈ ন

জীব [পশু] গণের ভবনের [পাপ] মোচন কর্ত্তা, হে মুক্তপুরুষ, হে করুণাসাগর [ভূরিকরণ] হে অবিনশ্বর [অলয়] তোমায় নমস্কার। তুমি নিজের অংশের দ্বারা সকল জীবের [সর্ব্বতনুভৃৎ] মনেতে প্রতীত। অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজ করিতেছ [প্রত্যগ্‌দৃশে]। তুমি ভগবান্ (তুমিই) অসীম [বৃহৎ] তোমায় নমস্কার ॥৭॥ দেহ [আত্মা] পুত্র, বন্ধু, গৃহ, অর্থ ও স্বজনাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণের (তুমি) দুষ্প্রাপ্য ও গুণসঙ্গ হইতে বিবর্জ্জিত অর্থাৎ নির্গুণ। কিন্তু যাঁহারা জীবন্মুক্ত

দেবাসুর-মর্ত্ত্য-তির্য্যঙ্ ন স্ত্রী ন ষণ্ঢো ন পুমান্ ন জন্তুঃ। নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্ন চাসন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥৯॥ নমো নমস্তেঽস্ত্বসহ্যবেগ শক্তিত্রয়ায়া-খিলধীগুণায়। প্রপন্ন-পালায় দুরন্তশক্তয়ে কদিন্দ্রিয়াণা-মনবাপ্য বর্ত্মনে ॥১০॥

[মুক্তাত্মা] তাঁহারা নিজ হৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভব করেন [পরিভাবিত] হে জ্ঞানাত্মন্। হে ভগবন্! হে ঈশ্বর তোমাকে নমস্কার ॥৮॥ তিনি দেবতা নহেন, অসুর নহেন, গুণ নহেন, কর্ম্ম নহেন, সৎ নহেন, অসৎও নহেন। তিনি নিষেধশেষে অর্থাৎ "নেতি নেতি" বিচারে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তিনি তাহাই। তিনি অনন্ত তাঁহার জয় হউক ॥৯॥ তোমায় নমস্কার। আবার তোমায় নমস্কার। তোমার বেগ কেহ সহ্য করিতে পারে না [অসহ্যবেগ] তুমিই শক্তিত্রয় ও অখিল জীবের বুদ্ধি ও গুণ। তুমি শরণাগতের পরিপালক ও দুরন্ত শক্তি-সম্পন্ন। অজিতেন্দ্রিয় [কদিন্দ্রিয়] ব্যক্তিগণ তোমার মার্গ অবলম্বন করিতে পারে না— তোমায় নমস্কার ॥১০॥

২৭। সংক্ষিপ্ত-ব্রহ্মস্তুতিঃ।

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তি-মুদস্য তে বিভো! ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥১॥
তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্ম-কৃতং বিপাকম্। হৃদ-

(ব্রহ্মা বলিতেছেন) হে বিভো! তোমার প্রতি ভক্তি, কল্যাণের প্রস্রবণ [শ্রেয়ঃ স্রুতিং]। সেই ভক্তি দূরে পরিহার করিয়া [উদস্য] যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করে তাহাদের সেই ক্লেশই সার হয় [শিষ্যতে] অন্য কিছুই হয় না। যেমন স্থূলতুষসকলে (যে তুষে ধান নাই) আঘাতকারি ব্যক্তিগণের (পরিশ্রমই সার হয়—তণ্ডুল কিছুই মিলে না) ॥১॥ অতএব তোমার কৃপাকে সুসমীক্ষা করিয়া (অর্থাৎ ভক্তানুগ্রহ-কাতর ভগবান্ আমার উপর কৃপা কটাক্ষ করিবেনই এই পর্য্যালোচনা করিয়া যে ব্যক্তি ' নিজকৃত বিপাক

২৭। সংক্ষিপ্ত-ব্রহ্মস্তুতিঃ।

বাগ্ বপুর্ভি-বিদধন্ নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২॥
উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তিনাস্তি ব্যপদেশ-ভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥৩॥
ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ। আত্মা-পুন-র্বহি-র্মৃগ্য অহোঽজ্ঞ-
জনতাঽজ্ঞতা ॥৪॥ অথাপি তে দেব পদাম্বুজ-দ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীত

(অর্থাৎ সুখদুঃখময় কর্ম্ম সকল) ভোগ করিতে থাকে (তথা) হৃদয় বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমায় সদা নমস্কার সম্পাদন করতঃ জীবন ধারণ করে, মুক্তিপদে সেই অধিকারী হয় [দায়ভাক্ = উত্তরাধিকারী] ॥২॥ হে অধোক্ষজ! গর্ভগত শিশুর পদদ্বয়ের উৎক্ষেপণ (পা ছোঁড়া) মায়ের নিকট কি অপরাধ বলিয়া [আগসে] কল্পিত হয়? অস্তি ও নাস্তি এই বিভাগের দ্বারা ভূষিত অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় চরাচর পদার্থ ইহাদের কোনটিও কি তোমার কুক্ষির বাহিরে [অনন্তঃ] আছে?॥৩॥ তুমিই আত্মা তোমাকে পর মনে করিয়া আত্মাকে আবার বাহিরে খুঁজিতে থাকে—হায় হায়! অজ্ঞ জনের কি মূর্খতা ॥৪॥ (যদিও

এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥৫॥ তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো-ভবেঽত্র-বান্যত্র অথো তিরশ্চাম্। যেনাহমেকোঽপি-ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥৬॥ অহো ভাগ্য-মহোভাগ্যং নন্দ-গোপ-ব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ-ব্রহ্ম

তুমি সকলের হৃদয়ে আত্মারূপে বিরাজমান আছ) তাহা হইলেও [অথাপি] হে দেব ! তোমার শ্রীচরণ-কমলযুগলের প্রসাদকণার দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন। অন্য কেহই চিরকাল অনুসন্ধান করিলেও জানিতে পারে না ॥৫॥ অতএব হে নাথ। আমার সেই মহদ্ভাগ্যই [ভূরিভাগাম্] এই জন্মে [ভবেঽত্র] (অথবা) অন্যজন্মে [বাঽন্যত্র] পশুপক্ষিদিগের মধ্যেই (আমার এমন জন্ম) হউক যাহাতে আমি আপনার নিজজনদিগের [ভবজ্জনানাং] মধ্যে একজনও হইয়া তোমার

সনাতনম্ ॥৭॥ তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি-কতমাংঘ্রি-রজোভিষেকম্। যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ স্ত্বদ্যাপি-যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥৮॥ তাবদ্ রাগাদয়-স্তেনস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্। তাবন্মোহোঽংঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥৯॥

পাদ, পল্লবকে সেবা করি ॥৬॥ আহা নন্দগোপ ও ব্রজবাসিগণের কি ভাগ্য! আহা কি ভাগ্য! যাহাদের মিত্র পরমানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥৭॥ এই বৃন্দাবনে অথবা গোকুলে যে কোন জন্মই হউক না কেন (তাহাই মহদ্ভাগ্য)। কেননা গোকুলবাসিদের কাহারও ত পাদরজঃ দ্বারা অভিষেক হইবে। যে গোকুলবাসিদের জীবন ও (পিতা মাতা সুহৃদ্ প্রভৃতি) সকলই [নিখিলং] ভগবান্ মুকুন্দ। অদ্যাপি যাঁহার পদরজঃ সকল বেদেই অনুসন্ধান করিতেছেন। (কিন্তু পান নাই) ॥৮॥ ততদিন রাগ দ্বেষাদি চৌর, ততদিনই গৃহ কারাগার, ও ততদিনই মোহ পদযুগলের শৃঙ্খল স্বরূপ হয়; যতদিন পর্য্যন্ত হে কৃষ্ণ (জীব)

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো। মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥১০॥

তোমার নিজ জন না হয় ॥৯॥ যাহারা (তোমাকে) জানে তাহারাই [জানন্ত এব] জানুক, বহুবাক্যের দ্বারা আমার কি হইবে ? হে প্রভো ! আমার আর কিছুই নাই। মন শরীর ও বাক্যের (যাহা) ক্ষমতা [বৈভবং] (সে সবই) তুমি বিশেষ করিয়া জান [তব গোচরঃ] ॥১০॥

হরৌ রুষ্টে গুরৌ তুষ্টে গুরু রক্ষিতুমীশ্বরঃ। হরৌ তুষ্টে গুরৌ রুষ্টে ন কোঽপি রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥১॥ আহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি হয়ানভীষুন্ মন ইন্দ্রিয়েশম্। বর্ত্মানি মাত্রা ধিষণাং চ সূতং সত্ত্বং বৃহদ্বন্ধু-রমীশ সৃষ্টম্ ॥২॥ অক্ষং দশপ্রাণ-মধর্ম্ম-ধর্ম্মৌ চক্রেঽভিমানং রথিনং চ জীবম্।

হরি রুষ্ট হইলে ও গুরু তুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে সমর্থ [ঈশ্বরঃ] হন। (কিন্তু) হরি তুষ্ট ও গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহে ॥১॥ (পণ্ডিতগণ) বলেন, শরীর রথ, ইন্দ্রিয়গণ রথের অশ্ব ও ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি মন লাগাম [অভীষুন্]। গন্তব্য দেশ [বর্ত্মানি] শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ [মাত্রা]। বুদ্ধি সারথি ও চিত্তই সমস্ত দেহব্যাপী [বৃহৎ] বন্ধন। (এ সমস্তই) জগদীশ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ॥২॥ অক্ষ (রথের চাকার

ধনুর্হি তস্যপ্রণবং পঠন্তি শরং তু জীবং পরমেব লক্ষ্যম্॥৩॥ ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি। যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্॥৪॥ বিদ্যা-তপো-বিত্ত-বপু-র্বয়ঃ-কুলৈঃ সতাং গুণৈঃ ষড়্ভিরসত্তমেতরৈঃ। স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমান-দুর্দৃশঃ স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি

পাখি) দশটী প্রাণ। অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম দুইটি চক্র। অভিমানযুক্ত জীব রথের অধিষ্ঠাতা পুরুষ। ধনুই তাহার প্রণব (ওঁকার) শর (অভিমান শূন্য বিশুদ্ধ) জীব ও পরমাত্মাই লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন [পঠন্তি]॥৩॥ গৃহস্থ ব্যক্তিও [গৃহমেধ্যপি] ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে [ত্রিবর্গ] অত্যন্ত কষ্টের সহিত ভজনা করিবে না,—(পরন্তু) দেশের অনুরূপ কালের অনুরূপ, ও যাহা প্রারব্ধের কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হইবে (তাহাই ভজনা করিবে)॥৪॥ বিদ্যা, তপস্যা, ধন, শরীর, বয়ঃক্রম ও কুল,—এ সকল সাধুগণের গুণের বিষয় কিন্তু এই ছয়টী অসৎ ব্যক্তিদের দোষের বিষয় (সে জন্য—এই ছয়টীর দ্বারা তাহাদের) বিবেক [স্মৃতৌ] বিনষ্ট হইলে [হতায়াং] তাহারা অভিমানে পূর্ণ হইয়া বিপরীত-দৃষ্টি-সম্পন্ন [ভৃতমানদুর্দৃশঃ] ও গর্ব্বিত

ধাম ভূয়সাম্ ॥৫॥ নাশ্চর্য্যমেতদ্‌যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্‌বিনিন্দা কুণপাত্ম-বাদিষু। সের্ষ্যং মহাপুরুষ-পাদ-পাংসুভি-নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥৬॥ নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা। তন্নিষ্ঠামগতস্তেহ কিমসৎ-কর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥৭॥ সৃষ্ট্যপ্যয়করীং মায়াং বেলা-কূলান্ত-বেগিতাম্।

হইয়া মহদ্‌ব্যক্তিগণের প্রভাবকে [ধাম ভূয়সাং] দেখিতে পায় না ॥৫॥ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে [নাশ্চর্য্যমেতৎ] যে, অসৎ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা মহতের বিশেষ করিয়া নিন্দা করে। (যেহেতু) তাহারা কুণপ অর্থাৎ মাংসপিণ্ডময় দেহকেই আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে। মহাপুরুষের চরণ ধূলির দ্বারা যাহাদের তেজ নিরস্ত হইয়াছে তাহাদের প্রতি (তাদৃশ অসদ্ব্যক্তির) ঈর্ষ্যা করাই শোভা পায় ॥৬॥ জীবের আপনার বুদ্ধি [আত্মনঃ বুদ্ধিঃ] বারবনিতার ন্যায় [স্বৈরিণী] বহুরূপা ও নানাগুণান্বিতা। তাহার (অর্থাৎ সেই স্বৈরিণী সদৃশী বুদ্ধির) অবসান [নিষ্ঠা] না হইলে (অর্থাৎ বিবেকের উদয় না হইলে) অসৎকর্ম্ম সকলের দ্বারা কি হইবে ? ॥৭॥ সৃষ্টি ও নাশকারী মায়া—তটপ্রান্তে চঞ্চল বেগশালিনী নদীর ন্যায়। সেই মায়াকে না

মত্তস্য তামবিজ্ঞায় কিমসৎ-কর্ম্মভি-র্ভবেৎ ॥৮॥ ন বেদ কৃপণঃ শ্রেয় আত্মনো গুণবস্তু-দৃক্। তস্য তানিচ্ছতো যচ্ছেদ্ যদি সোঽপি তথাবিধঃ ॥৯॥ স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ ॥১০॥ ত্রৈবর্গিকায়াস-বিঘাতমস্মৎপতি-র্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র। ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো যো দুর্লভো-

---

জানিয়া যে মত্ত তাহার অসৎকর্ম্ম সকলের দ্বারা কি হইবে? ॥৮॥ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত [কৃপণঃ] সে নিজের মঙ্গলকে জানে না। (যেহেতু সে) সংসারকে ইষ্টসাধনের বস্তু বলিয়া মনে করে [গুণবস্তুদৃক্]। অতএব সেই সকল ভোগ করিতে যে ইচ্ছা করে তাহার [তস্য তান্ ইচ্ছতঃ] (ইচ্ছাকে) যদি কেহ পূরণ করে [যচ্ছেৎ] (তাহা হইলে সে ব্যক্তিও) তাহারই মত (জানিবে) ॥৯॥ যে নিজে মোক্ষকে জানে সে কখনও অজ্ঞকে কর্ম্মের কথা বলে না। (যেমন) রোগী কুপথ্য খাইতে চাহিলেও ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ তাহা

ষকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ ॥১১॥ যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্। বিনৈক-মুৎপত্তিলয়-স্থিতীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্ ॥১২॥ লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে। দ্বিজা ইব

দেন না [ন রাতি] ॥১০॥ হে ইন্দ্র [শক্র] ! আমাদের পতি শ্রীভগবান্ [অস্মৎপতিঃ] পুরুষের ধর্ম্ম অর্থ ও কাম বিষয়ে যে প্রযত্ন তাহার বিনাশ [ত্রৈবর্গিকায়াস-বিঘাতং] করেন। তাহা হইতে ভগবানের অনুগ্রহ অনুমান করিতে পারা যায়। যে ভগবদনুগ্রহ অন্য (সাধারণ লোক মাত্রেরই) দুর্লভ, (কিন্তু) যাঁহারা অকিঞ্চন তাঁহাদের করতলগত [গোচরঃ] ॥১১॥ যাহারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে [যুযুৎসতাং] এমন যে আততায়ীগণ, তাহাদিগেরও (কখনও কখনও) জয়লাভ হয়, সর্ব্বদা একই জনের জয় হয় না—কেননা তাহারা পরাধীন [পরাত্মনাম্] (অর্থাৎ সকলেই ঈশ্বরের অধীন)। তিনি যখন যাহাকে জয়যুক্ত করেন, সে তখনই জয়লাভ করে, (সদা জয় কাহারও হয় না)। একজনের কিন্তু তাহা নহে

শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥১৩॥ যথা দারুময়ী নারী যথা যন্ত্রময়ো মৃগঃ। এবং ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥১৪॥ ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে। দৈবৈনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥১৫॥ যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব। চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন

[বিনা]। তিনি সৃষ্টি ধ্বংস ও স্থিতির অধীশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ আদিপুরুষ ও সনাতন। (তিনি ভিন্ন সকলেরই জয় পরাজয় আছে) ॥১২॥ এই লোক সকল দিক্‌পালের সহিত [সপালাঃ] বিবশ হইয়া যাঁহার অধীনে জীবন ধারণ করিতেছে [শ্বসন্তি] যেমন পক্ষিগণ জালের দ্বারা [শিচা] আবদ্ধ হইয়া (বন্ধনকর্ত্তার বশে বিবশ ভাবে অবস্থান করে) তদ্রূপ সেই কালই এই জয় পরাজয়ের কারণ ॥১৩॥ যেমন কাষ্ঠের পুত্তলিকা ও যেমন যন্ত্রময় মৃগ (চালকের অভিপ্রায় অনুসারে চালিত হয়) সেইরূপ হে ইন্দ্র! জীব সকলও জগদীশের ইচ্ছানুসারে চালিত হয় [ঈশতন্ত্রাণি] ইহা অবশ্য জানিবে [বিদ্ধি] ॥১৪॥ হে সুব্রতে প্রাণিদিগের ইহ সংসারে মিলন [সংবাসঃ] জলস্রোতের ন্যায় (অর্থাৎ যেমন জলস্রোতে কতকগুলি

দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ ॥১৬॥ এবং গুণৈর্ভ্রাম্যমাণে মনস্যবিকলঃ পুমান্। যাতি তৎসাম্যতাং ভদ্রে হ্যলিঙ্গো লিঙ্গবানিব ॥১৭॥ পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্ট-রক্ষিতং গৃহে স্থিতং তদ্‌বিহতং বিনশ্যতি। জীবত্যনাথোঽপি-তদীক্ষিতো বনে গৃহেঽপি গুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি ॥১৮॥ জহ্যাসুরং

লোক জলপানের জন্য আসিয়া কিয়ৎ কাল যাপন করে ও জল পানের পর অভিমত দেশে চলিয়া যায়। তদ্রূপ প্রাণিগণও প্রাক্তন কর্ম্মবশে [দৈবেন] একস্থানে মিলিত হয় [নীতানাং] আবার কিছু কাল পরে স্ব স্ব কর্ম্মবশে বিমুক্তও হয় [উন্নীতানাং] ॥১৫॥ যেমন জল চঞ্চল হইলে (তাহাতে প্রতিবিম্বিত) বৃক্ষ সকলও চঞ্চল বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ চক্ষু ভ্রাম্যমাণ হইলে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া মনে হয় ॥১৬॥ এইরূপে গুণসকলের দ্বারা মন চঞ্চল হইলে [ভ্রাম্যমাণে] বিকার-বিরহিত [অবিকল] জীবাত্মাও [পুমান্] তাহার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। (সেজন্য) হে ভদ্রে ! অসংসারী [অলিঙ্গঃ] হইয়াও (জীবাত্মা) সংসারীর ন্যায় [লিঙ্গবানিব] প্রতীত হয় ॥১৭॥ পথে পরিত্যক্ত বস্তুও দৈব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে অবস্থান

ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ সমং মনো ধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ। ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথস্থিতাৎ তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্ ॥১৯॥ দস্যূন্ পুরা ষণ্ন বিজিত্য লুম্পতো মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ। জিতাত্মনোঽজ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃ পরে ॥২০॥ স বিধাস্যতি তে

করে [তিষ্ঠতি] (তথা) গৃহে স্থিত বস্তুও সেই দৈবকর্ত্তৃক বিহত হইলে বিনষ্ট হয়। অনাথ হইলেও সেই দৈবকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে, (এমন কি) বনেও জীবিত থাকিতে পারে, (তথা গৃহেও সুরক্ষিত) [গুপ্তঃ] হইলে (সেই দৈবকর্ত্তৃক) হত হইলে জীবিত থাকে না ॥১৮॥ তুমি তোমার এই অসুর ভাবকে ত্যাগ কর। সকলকে সমান ভাবিতে থাক [সমং মনো ধৎস্ব], কোনও শত্রুই থাকিবে না। অসংযত আত্মা যাহা সর্ব্বদা উন্মার্গে অবস্থান করে সেইটী ত্যাগ করাই [ঋতে] (ভগবান্) অনন্তের সম্যক্ আরাধনা [মহৎ সমর্হণম্] ॥১৯॥ প্রথমে দস্যু ছয়টি (কামক্রোধাদি ছয় রিপু) যাহারা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে [লুম্পতঃ] তাহাদিগকে জয় না করিয়াই কতিপয় ব্যক্তি [একে] মনে করে যে আমরা দশদিক্

করিতেছে [সুপ্তঃ] তাহাদিগকে জয় না করিয়াই ক্ষতির সহিত [...] ...

কামান্ হরি-দীনানুকম্পনঃ॥ অমোঘা ভগবদ্ভক্তি-র্নেতরেতি মতি-র্মম ॥২১॥ প্রায়োঽধুনা তেঽসুরযূথনাথা অপারণীয়া ইতি দেবি মে মতিঃ। যত্তেঽনুকূলেশ্বর-বিপ্র-গুপ্তা ন বিক্রমস্তত্র সুখং দদাতি॥২২॥ অথাপ্যুপায়ো

জয় করিয়াছি। সকল জীবকে যিনি (পরমাত্মার শরীর বলিয়া) সমান ভাবে দর্শন করেন [সমস্ত দেহিনাং] এরূপ জিতেন্দ্রিয় ও পরমাত্মজ্ঞ সাধুব্যক্তির [জ্ঞস্য] স্বকীয় মোহ হইতে জাত শত্রু কি প্রকারে হইতে পারে? ॥২০॥ তিনিই তোমার কামনা সকল পূর্ণ করিবেন [বিধাস্যতি] (কেননা) হরি দীনজনের প্রতি বড়ই কৃপাবান্ [দীনানুকম্পনঃ]। অন্য কিছুই অমোঘ নহে [নেতরা], কেবল ভগবদ্ভক্তিই অমোঘ (অর্থাৎ) কখনই ব্যর্থ হয় না। ইহাই আমার মনে হয় ॥২১॥ হে দেবি! প্রায়শঃ অধুনা সেই অসুরাধিপগণ অপরাজেয়, ইহাই আমার মনে হয়। যেহেতু তাহারা অনুকূল ঈশ্বর ও বিপ্রগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে (অতএব) বল পূর্ব্বক আক্রমণ [বিক্রমঃ] সেখানে সুখ দান করিবে না॥২২॥ হে দেবি! তথাপি উপায় চিন্তা করা আমার

মম দেবি চিন্ত্যঃ সন্তোষিতস্য ব্রতচর্য্যায়া তে। মমার্চ্চনং নার্হতি গন্তুমন্যথা শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ ॥২৩॥ নাহং বিভেমি নিরয়ান্ নাধন্যা-দসুখার্ণবাৎ। ন স্থানচ্যবনান্ মৃত্যো-র্যথা বিপ্র-প্রলম্ভনাৎ ॥২৪॥ সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তা-স্তনুত্যজঃ। ন তথা তীর্থ মায়াতে শ্রদ্ধয়া-

---

উচিত। (যেহেতু) তোমার ব্রতচর্য্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার অর্চ্চনা বিফল হইতে পারে না [নার্হতি গন্তুমন্যথা] (যেহেতু) শ্রদ্ধার অনুরূপ ফল হইয়া থাকে ॥২৩॥ আমি নরককে (তেমন) ভয় করি না, দারিদ্র্যকেও [অধন্যাৎ] তেমন ভয় করিনা, অথবা দুঃখসাগরকেও (তেমন ভয় করি না) (এমন কি) স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইতেও অথবা মৃত্যুকেও (তেমন ভয় করি না) যেমন এই বিপ্রকে প্রতারিত করিতে (আমি ভীত হইতেছি) ॥২৪॥ হে বিপ্রর্ষে! যুদ্ধে গিয়া ফিরিয়া না আসিয়া দেহত্যাগ করে (এতাদৃশ লোকও) সুলভ। কিন্তু (সে লোক) সুলভ নয় [ন তথা] (যে) সৎপাত্র [তীর্থে] আগত হইলে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ধন দান করে ॥২৫॥ হে ব্রাহ্মণ! যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি—তাহার (সেই) ধন

যে ধনত্যজঃ ॥২৫॥ ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্। যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাং চাবমন্যতে ॥২৬॥ সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্ত্তুঃ কুরুতেঽশিবম্। তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে। ত এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পেতে কর্ত্তুমন্যথা ॥২৭॥ শ্রবণাদ্ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ

অপহরণ করি। যে ধন হইতে গর্ব্বিত [যন্মদঃ] পুরুষ উদ্ধত [স্তব্ধঃ] হইয়া জগৎকে ও আমাকে অপমানিত করে ॥২৬॥ সাধুদিগের প্রতি প্রেরিত তেজ প্রহার কর্ত্তারই অমঙ্গল করে। তপস্যা ও বিদ্যা এই দুইটী বিপ্রগণের মোক্ষসাধিকা। সেই দুইটীই দুর্বিনীত ব্যক্তির বন্ধনের হেতু [কর্ত্তুমন্যথা] বলিয়া কল্পিত হয় ॥২৭॥ শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্ত্তন হইতে আমাতে (যেরূপ) ভাব (উদিত হয়) সেরূপ ভাব [তথা] আমার নিকটে থাকিলে হয় না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও ॥২৮॥ আমাদের (শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য) এই তিন প্রকার [ত্রিবৃৎ] জন্মকে ধিক্, ব্রতকে ধিক্, বহুজ্ঞতাকে ধিক্,

ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥২৮॥
ধিগ্ জন্ম ন-স্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্। ধিক্ কুলং ধিক্
ক্রিয়া দাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥২৯॥ নূনং ভগবতো মায়া যোগি-
নামপি মোহিনী। যদ্‌বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥৩০॥
অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ। দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্

কুলকে ধিক্, ক্রিয়ানৈপুণ্যকে ধিক্। (কেননা আমরা যে) ভগবান্ নারায়ণে [অধোক্ষজে] বিমুখ ॥২৯॥
নিশ্চয়ই ভগবানের মায়া যোগিগণকেও মুগ্ধ করে। যেহেতু আমরা মানবগণের গুরু ও দ্বিজ হইয়াও স্বার্থ
বিষয়ে মুগ্ধ হইতেছি ॥৩০॥ আহা তোমরা দেখ, [পশ্যত] নারীদিগের, জগতের গুরু শ্রীকৃষ্ণে কিরূপ
ঐকান্তিকা দৃঢ়া ভক্তি [দুরন্তভাবং] যে ভক্তি দ্বারা গৃহ নামক মৃত্যুপাশকেও ছেদন করিয়াছে [অবিধ্যৎ] ॥৩১॥
ইহাদের না দ্বিজাতির সংস্কার [উপনয়নাদি], না গুরুগৃহে বাস, না তপস্যা, না আত্মমীমাংসা, না পবিত্রাচার,

মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥৩১॥ নাসাং দ্বিজাতি-সংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি। ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৩২॥ অথাপি হ্যুত্তম-শ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তি-দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদি-মতামপি ॥৩৩॥ নন্নু স্বার্থ-বিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া। অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥৩৪॥ ইতি স্বাঘম-

---

না (সন্ধ্যা বন্দনাদি) শুভ ক্রিয়া (কিছুই নাই) ॥৩২॥ তথাপি (উত্তমশ্লোক) যোগেশ্বর, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে (ইহাদের) দৃঢ়াভক্তি (আছে) যাহা দ্বিজাতি-সংস্কার-বিশিষ্ট হইলেও আমাদের নাই ॥৩৩॥ নিশ্চয়ই আমরা স্বার্থ বিষয়ে বিমূঢ় ও সংসারচিন্তায় [গৃহেহয়া] প্রমত্ত। আহা ! গোপগণের বাক্যের দ্বারা সাধুগণের (একমাত্র) গতি (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥৩৪॥ এইরূপে (তাহারা) নিজের অপরাধ অনুস্মরণ করিতে লাগিল, (যেহেতু) কৃষ্ণের প্রতি তাহারা অবজ্ঞা

সুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ। দিদৃক্ষবোঽপ্যচ্যুতয়োঃ কংসাদ্‌ভীতা ন চাচলন্ ॥৩৫॥ এতাবান্ হি প্রভোরর্থো যদ্দীন-পরিপালনম্। প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্তি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ॥৩৬॥ বদ্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেষ্বাত্মমায়য়া। পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে সর্ব্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ ॥৩৭॥ তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ। পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলা-

---

দেখাইয়াছিল [কৃতহেলনা]। (পরন্তু তাহারা) বলরাম ও কৃষ্ণকে [অচ্যুতয়োঃ] দেখিতে ইচ্ছুক হইলেও [দিদৃক্ষবঃ] কংসের ভয়ে যাইতে পারিল না ॥৩৫॥ ইহাই প্রভুর কর্ত্তব্য যে দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করা। সাধুগণ নিজ প্রাণ দিয়াও [প্রাণৈঃ স্বৈঃ] প্রাণিদিগকে রক্ষা করেন [পান্তি] (কেননা) প্রাণত এই আছে এই নাই [ক্ষণভঙ্গুরৈঃ] ॥৩৬॥ হে ভদ্রে, পরস্পর হিংসানিরত [বদ্ধবৈরেষু] ও ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত জীবসকলের প্রতি যে পুরুষ কৃপা করেন সর্ব্বাত্মা হরি (তাঁহার প্রতি) প্রীত হয়েন ॥৩৭॥ লোকের দুঃখে [লোকতাপেন] প্রায়ই সাধু ব্যক্তিরা দুঃখিত হয়েন [তপ্যন্তে] কেননা তাহাই [তদ্ধি]

ত্মনঃ ॥৩৮॥ ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-মষ্টর্দ্ধি যুক্তা-মপুনর্ভবং বা। আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহ-ভাজা-মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥৩৯॥ যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥৪০॥ মৃত্যু-র্বুদ্ধিমতাঽপোহ্যো যাবদ্ বুদ্ধি-বলোদয়ম্। যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥৪১॥ নিশামুখেষু খদ্যোতা-

---

সর্ব্বান্তর্য্যামি পুরুষের (শ্রীভগবানের) শ্রেষ্ঠ আরাধনা॥৩৮॥ আমি ঈশ্বরের নিকট (অণিমাদি) অষ্ট সমৃদ্ধিযুক্তা পরমা গতি চাই না, অথবা মোক্ষও (চাই না)। অখিল জীবের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া দুঃখই পাইতে চাই, যাহাতে তাহারা দুঃখশূন্য হয়॥৩৯॥ জগতে যে অত্যন্ত মূঢ়, আর যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান তাহারা দুই-জনেইসুখভোগ করে। (আর) মধ্যবর্ত্তী [অন্তরিতঃ] ব্যক্তি ক্লেশ ভোগ করে [ক্লিশ্যন্তি] ॥৪০॥ মৃত্যুকেও বুদ্ধি-মান্ ব্যক্তি পরিহার করিতে চেষ্টা করিবে [অপোহ্যঃ] যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও বলের উদয় হইবে। (তাহাতে) যদি সেই মৃত্যু নিবৃত্ত নাহয় (তাহা হইলে আর) জীবের [দেহিনঃ] অপরাধ থাকে না ॥৪১॥ সন্ধ্যাকালে

স্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ। যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥৪২॥ গিরয়ো বর্ষধারাভি-র্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ। অভিভূয়মানা ব্যসনৈ-র্যথাঽধোক্ষজচেতসঃ ॥৪৩॥ মার্গাঃ বভুবুঃ সন্দিগ্ধা-স্তৃণৈশ্ছন্না-হ্যসংস্কৃতাঃ। নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥৪৪॥ ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ

[নিশামুখেষু] (যেমন) জোনাকিগণই প্রকাশিত হয় ও অন্ধকারের জন্য গ্রহগণ প্রকাশিত হয় না। তদ্রূপ কলিযুগে পাপের দ্বারা পাষণ্ডগণের (প্রাতুর্ভাব হয়) বেদের (প্রাতুর্ভাব) থাকে না ॥৪২॥ পর্ব্বত সকল বর্ষার বারিধারা দ্বারা অভিহত হইয়াও যেমন [যথা] ব্যথিত হয় না [ন বিব্যথুঃ] তদ্রূপ দুঃখ সকলের দ্বারা অভিভূত হইয়াও (সেই) ব্যক্তি ব্যথিত হন না, (যিনি) অধোক্ষজে (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে) চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন ॥৪৩॥ (যেমন) পথ সকলও লোক চলাচলের অভাবে [নাভ্যস্যমানাঃ] সন্দিগ্ধ তৃণাচ্ছন্ন ও অপরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ [ইহ] বেদ সকলও দ্বিজগণ কর্ত্তৃক অনধীত হওয়ায় [নাভ্যস্যমানাঃ] ও

স্বজ্যোৎস্না-রাজিতৈঃ ঘনৈঃ। অহং মত্যা-ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা ॥৪৫॥ পিতা গুরুস্ত্বং জগতা-মধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ। হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে মানং বিধুন্বন্ জগদীশ-মানিনাম্ ॥৪৬॥

কলিকাল দ্বারা আহত হওয়ায় সন্দিগ্ধ ও অসংস্কৃত (অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে) ॥৪৪॥ (যেমন) চন্দ্র [উড়ুপঃ] স্বকীয় জ্যোৎস্না দ্বারা শোভিত মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে শোভিত হয় না [ন ররাজ] (সেইরূপ) ভাগবত চৈতন্যের দ্বারা [স্বভাসা] উদ্ভাসিত হইলেও পুরুষ অহঙ্কারের দ্বারা (আচ্ছন্ন থাকায়) (শোভা পায় না) ॥৪৫॥ তুমি পিতা, গুরু ও ত্রিজগতের অধীশ্বর, তুমিই দুরতিক্রমণীয় কালরূপে দণ্ড ধারণ করিয়া আছ [উপাত্তদণ্ডঃ] (জগতের) হিতের জন্য (তুমি) লীলাদেহ ধারণ করিয়া [স্বেচ্ছাতনুভিঃ] যাহারা নিজেকেই জগদীশ বলিয়া মনে করে তাহাদের মান [গর্ব্ব] বিদূরিত কর ॥৪৬॥

শ্লোকসূচী (বর্ণানুক্রমিক)